পুলিৎজার জয় ভারতের দুই সাংবাদিকের

আজকাল

www.aajkaal.in | কলকাতা ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার ৬ মে ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা–১৩

সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

আজ আসছেন অমিত শাহ

জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক বিজেপির

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা ও দিল্লি, ৫ মে

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু করছে বিজেপি। এই জন্য দলের পক্ষ থেকে অমিত শাহকে বাংলায় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে। বৈঠকে থাকার কথা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়েরও। বুধবার কলকাতায় শাহ ও মাঝির উপস্থিতিতে বৈঠকে বসছেন বিজেপির সদ্য–বিজয়ীরা। সেখানেই পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হবে। শনিবার, ৯ মে (২৫ বৈশাখ) শপথ নেবেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিভিন্ন বিজেপি–শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য বিজেপির একটি অংশের দাবি, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হোক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। যদিও এক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কতখানি করা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সেকারণেই লোকভবনের বিশাল লনে শপথ অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত বলে মনে করছেন দলীয় নেতৃত্ব।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিরাট আয়োজন করা হচ্ছে বিজেপির তরফে। বিজেপির তরফে প্রচার পর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাংলায় জন্ম নেওয়া, বাংলায় পড়াশোনা করা কোনও বাঙালিই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন। সেইমতো একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে। পাশাপাশি, মন্ত্রিসভায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের সম্ভাব্য নামের তালিকাও রাজ্য বিজেপির কাছে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর পদের দায়িত্ব কে পাবেন, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। এর মধ্যে চার জনের নাম উঠে আসছে। দুটি আসন থেকে শুভেন্দু অধিকারী জিতেছেন। তার ওপর তিনি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে পরাস্ত করেছেন। সে কারণেই তাঁর নাম বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি, বিজেপির তাত্ত্বিক নেতা স্বপন দাশগুপ্তর নামও শোনা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে শমীক ভট্টাচার্য এবং সঞ্জীব সান্যালের নামও। সঞ্জীব সান্যাল এখন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হতে গেলে শমীক ভট্টাচার্য বা সঞ্জীব সান্যাল, দু’জনকেই কোনও না কোনও বিধানসভায় জিতে আসতে হবে। তবে সঞ্জীব সান্যালের হাতে অর্থ দপ্তরের দায়িত্বও তুলে দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি, উপমুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়েও নানা আলোচনা হচ্ছে।

এদিকে, শপথগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও। নির্বাচন কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশি এবং সচিব সুজিতকুমার মিশ্র কলকাতায় আসছেন। নির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের তালিকার সার্টিফায়েড কপি ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি তাঁরা তুলে দেবেন সিইও মনোজ আগরওয়ালের হাতে। ৬ মে রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করে সিইও সেই তালিকা তাঁর হাতে তুলে দেবেন। তার পরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তিনি সরকার গড়ার জন্য আহ্বান জানাবেন। এর পর ৯ মে, ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন বাংলার নতুন সরকার শপথগ্রহণ করবে।

● এরপর ৩ পাতায়

মহাকরণ। ছবি: তপন মুখার্জি

নতুন সরকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মহাকরণ

আজকালের প্রতিবেদন

নবান্ন নয়, মহাকরণ থেকে প্রশাসন চালাতে চায় বিজেপি। রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে তৈরি দল। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা সেইমতো পূর্ত দপ্তরকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। মাদুরাই থেকে মঙ্গলবার ফিরেছেন। বিমানবন্দর থেকে সোজা চলে এসেছেন নবান্নে। এ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বৈঠক সেরে ফেলেছেন। মহাকরণের কাজে নতুন করে গতি আনা হয়েছে। কিন্তু দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদের বক্তব্য, এত দ্রুত কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তবে কোনওক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়টি ঠিক করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ, বুধবার মুখ্যসচিব পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। তাছাড়া কোথায় শপথ হবে, তা নির্দিষ্ট করে এখনও প্রশাসনকে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়নি। তার প্রস্তুতিও তাদের নিতে হবে। মুখ্যসচিবের দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর যদিও শপথের সব রকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি— তিনটি ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করানোর প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। এছাড়া আরও হেভিওয়েট মন্ত্রী–সহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ পুলিশ–প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন।

তবে সবচেয়ে বড় সমস্যায় রয়েছে পূর্ত দপ্তর। মহাকরণ এখন যে অবস্থায় রয়েছে, তাকে ঠিক করতে অন্তত এক বছর লাগবে। ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সদর কার্যালয় মহাকরণ থেকে নবান্নে নিয়ে এসেছিল। তারপর প্রথমে এই ঐতিহ্যবাহী ভবন সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়। পরে তা ঢিমে তালে চলতে থাকে। এখনও মহাকরণে স্বরাষ্ট্র, পূর্ত, বিচার–সহ বেশ কয়েকটি দপ্তরের একাংশ রয়ে গিয়েছে। কয়েকজন মন্ত্রীর ঘর রয়েছে। সেগুলি এখনও পুরোপুরি ভেঙে নতুন করে সংস্কার করা যায়নি। মহাকরণের ভেতরের অংশে নতুন যে ভবনগুলি তৈরি হয়েছিল, সেগুলিও ভেঙে ফেলা হয়নি। তাই এখনই মহাকরণ ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা

হারিনি, পদত্যাগ কীসের?

পথে ছিলাম, পথেই থাকব

আজকালের প্রতিবেদন

মমতা ব্যানার্জি সাংবাদিক সম্মেলনে। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

আমি পথে ছিলাম, থাকব। আমি এখন মুক্ত পাখি। মানুষের জন্য কাজ করে যাব। আমরা তো হারিনি। জোর করে হারানো হয়েছে। আমি পদত্যাগ করতে যাব কেন? বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার, তাঁর কালীঘাটের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি, সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জিও।

মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘আমরা তো হারিনি। জোর করে, অত্যাচার করে হারিয়েছে। গণনা কেন্দ্র থেকে এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। ফর্ম ১৭ সি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওরা এমনি জিতলে কোনও অভিযোগ থাকত না। জোর করে দখল করেছে। ২০০ সিটে আমরা এগিয়েছিলাম। সিআরপিএফ গুণ্ডামি করেছে। আমরা হারিনি। ইস্তফা দেব কেন? এখানে বিজেপির কথায় কমিশন খেলছে। আমাদের লড়তে হয়েছে বিজেপির সঙ্গে নয়, কমিশনের সঙ্গে। ভোটের পরে ইভিএম মেশিন চার্জড। এটা কী করে হয়? দুটি পর্যায়ে নির্বাচন হওয়ার পরে আমাদের লোকজনকে গ্রেপ্তার করা শুরু করে। নির্বাচনের দু’দিন আগে থেকে রেইড করতে শুরু করল।’ এদিন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘এই ঘটনা বাংলার নির্বাচনী অধ্যায়ে কালো ইতিহাস। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সিআরপিএফ না গুন্ডা বাহিনী? আমাকে ওরা ধাক্কা দিয়েছে। পিঠে আঘাত করেছে। আমরা ফিরে আসব। লড়াই চলবে।’ এদিন তিনি জানান, ‘আমি অনেক নির্বাচন দেখেছি। এরকম নির্বাচন দেখিনি। এবারের সন্ত্রাস সব সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে গেছে। আমাকে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, হেমন্ত সোরেন সবাই ফোন করেছেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমি সাধারণ কর্মীর মতো ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী করার কাজ করব। এখন আমার কোনও চেয়ার নেই। আমি সাধারণ মানুষ। এবার আমি রাস্তায় নামব।’

এ প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘আমরা লড়াই করেছি। আমাদের কর্মীরা বাঘের মতো লড়াই করেছে। এখনকার পরিস্থিতিতে আমাদের দলের কর্মীদের কেউ কেউ হয়তো বিজেপিতে যোগ দেবেন। কিন্তু আমাদের যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। তাঁদের ভোট আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। এ জন্য ক্ষমা চাইছি।’ ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের ওপর আক্রমণ চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেছেন, ‘দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হচ্ছে। অভিষেকের অফিসেও ইট মারা হয়েছে। আমরা একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম গঠন করছি। আমরা ঠিক করেছি, এবার আমরা পাল্টা পদক্ষেপ করা শুরু করব। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি আপনাদের জানাব। অসমে ওরা অত্যাচার করছে। আমাদের প্রার্থী জিতেছে। বিজেপি, তফসিলি জাতি, জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকেও রেয়াত করছে না। আমাকে অনেকে বলেছে, নানা জায়গায় গোলমাল করছে। ভাঙড় থেকে বারাসত, উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, বর্ধমান থেকে বীরভূম। পুলিশ নিশ্চুপ রয়েছে। যাঁদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, তাঁদের পাশে আমাদের দল আছে।’

পদত্যাগ না করলেও সরকার গঠনে অসুবিধে নেই

আজকালের প্রতিবেদন

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ দেয়নি। আইনবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এটা প্রথা, কনভেনশন। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে ইস্তফা দেন এবং নতুন সরকার দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল তাঁকে তদারকি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এটাই হয়ে এসেছে। সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা নয়, এটা বিদায়ী সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলেই মনে করেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও প্রবীণ আইনজীবীরা। একটা সরকারের মেয়াদ শেষ ও নতুন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার মাঝে যে সময়টুকু থেকে যায়, সেই দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যপালের ওপরই। তিনি দায়িত্ব দেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের নিয়োগকর্তা হিসেবে রাজ্যপাল তাদের খারিজও করতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি বলেন, ‘ভোটের ফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে, তার কোনও সাংবিধানিক নিয়ম নেই। এটা সম্পূর্ণ সৌজন্য ও নৈতিকতার বিষয়। ভোটের ফলাফলকে মেনে নেওয়া। বিগত সরকারের মেয়াদ শেষের পর নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত যে সময়টুকু থেকে যায় সেটি রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণে থাকে।’ এই পরিস্থিতিকে কোনও রকম সাংবিধানিক সঙ্কট বলে মানতে রাজি নন তিনি।

আইনজীবী অয়নাভ রাহা বলেন, ‘মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা না দিলে কোনও সাংবিধানিক অসুবিধা নেই। নতুন সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত রাজ্যপালই প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কাজ চালাবেন। তবে, ভোটের ফল পক্ষে না থাকায় যেহেতু সরকার গঠনের জায়গায় তিনি আর নেই, তাই পদত্যাগ করাই সৌজন্য। না করলে অসুবিধা নেই।’

আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্যও একই। তিনি বলেন, ‘সংবিধানে পদত্যাগ বাধ্যতামূলক নয়, এটা নৈতিক কর্তব্য। তিনি না করলে সাংবিধানিক কোনও সঙ্কট তৈরি হবে না। রাজ্যপাল প্রশাসনের প্রধান হয়ে দায়িত্ব নেবেন।

● এরপর ৩ পাতায়

জয়

সবথেকে বেশি ভোটে, কম ভোটে

আজকালের প্রতিবেদন

নির্বাচনে কেউ জেতেন অনেক ব্যবধানে, কেউ কমে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকজন জিতেছেন লক্ষাধিক বা তার কাছাকাছি ভোটে। কেউ আবার হাজারেরও কম ব্যবধানে।

এবার সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জিতেছেন মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের শঙ্কর মালাকারকে হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৬৫ ভোটের ব্যবধানে। ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি জিতেছেন ৯৭ হাজার ৭১৫ ভোটের ব্যবধানে। তিনি পরাজিত করেছেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের রঞ্জন শীলশর্মাকে। ইংলিশবাজার কেন্দ্রে ৯৩ হাজার ৭৮৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপির অম্লান ভাদুড়ী। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আশিস কুণ্ডুকে। ক্যানিং পূর্বে ৯১ হাজার ৯৫৪ ভোটে জিতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহম্মদ বাহারুল ইসলাম। তিনি হারিয়েছেন আইএসএফের আরাবুল ইসলামকে। মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে ৮৭ হাজার ৮৭৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আবদুল খালেক মোল্লা। তিনি হারিয়েছেন বিজেপির বীরবাহাদুর সিংকে।

সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয়–পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে রাজারহাট–নিউ টাউন কেন্দ্রে। এখানে টানটান লড়াইয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস চ্যাটার্জিকে মাত্র ৩১৬ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিজেপির পীযূষ কানোরিয়া।

● এরপর ২ পাতায়

রাজনৈতিক সঙ্ঘাতে রাজ্যে মৃত ৫

বিজেপি নেতারা বললেন, হিংসা নয়

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে ভোট–পরবর্তী হিংসা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা এই ধরনের কাজ করবেন তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভটাচার্য। এমন ঘটনা ঘটলে রং না দেখে রাজ্য প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করার কথাও বলেন তিনি। শুধু শমীকবাবুই নন, ভোটের পর রাজ্য জুড়ে হিংসা ঠেকাতে বিভিন্ন জেলার সভাপতি–সহ রাজ্যের অন্য নেতারাও একই আবেদন জানিয়েছেন। যদিও এত কিছু পরও রাজ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভোট–পরবর্তী হিংসার বলি হয়েছেন ৫ জন। এঁদের মধ্যে তিনজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং দু’জন বিজেপি কর্মী। এর পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি)–এর ছাত্র সংগঠন ডিএসওর কর্মীদের ওপর মারধর ও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে।

এদিন ভোট–পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিধাননগরে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে বৈঠকে বসেন রাজ্য নেতৃত্ব। এ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভটাচার্য বলেন, ‘বিজেপি হিংসার রাজনীতির বিপক্ষে। কোথাও কোনও জায়গায় কোনও রাজনৈতিক হিংসা হলে রং না দেখে রাজ্য প্রশাসনকে পদক্ষেপ করতে বলব। বিজেপির পতাকা নিয়ে যদি কোনও রাজনৈতিক হিংসা চলে, কোনও তৃণমূল পার্টি অফিসের ওপর হামলা হয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যদি কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়, তাঁদের দল থেকে বের করে দেব। সেই অধিকার আমার পার্টির সংবিধান আমাকে দিয়েছে। প্রশাসনকে দেখতে হবে। বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে বা কেউ কোনও অটো স্ট্যান্ড, টোটো স্ট্যান্ড, কোনও কারখানা থেকে যদি টাকাপয়সা চায়, প্রশাসনকে বলব কঠোরতম ব্যবস্থা নেবেন। গ্রেপ্তার করবেন। কোনও রং দেখে কাজ করবেন না। কোনও রাজনৈতিক হিংসার জায়গা পশ্চিমবঙ্গে নেই। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। এই জন্যই মানুষ ভোট দিয়েছেন।’

তারপরও অবশ্য ভোট–পরবর্তী হিংসার বলি হয়েছেন তিনজন তৃণমূল কর্মী ও দু’জন বিজেপি কর্মী। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনা ঘটেছে কলকাতার বেলেঘাটায়। নিহতের নাম বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক (৪৫)। বীরভূমের নানুরে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে আবির শেখ (৪৫) এবং চাঁদু শেখ নামে দুই তৃণমূল কর্মীকে। অন্য দিকে, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে বিজেপির এক কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম যাদব বর (৪৫)। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। কলকাতার বেলেঘাটার খুনের ঘটনায় নিহত বিশ্বজিতের স্ত্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। খবর পেয়েই নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বেলেঘাটা থেকে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বিশ্বজিৎকে আসার জন্য বারে বারে ফোন করা হচ্ছিল। রাত ৯টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরোন। রাত ১১টা নাগাদ তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়।

● এরপর ২ পাতায়

ভুয়ো খবর রুখতে কঠোর লালবাজার

আজকালের প্রতিবেদন

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া। কলকাতা–সহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক হামলা ও রাজনৈতিক দলগুলির কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ আসছে। এই অশান্ত পরিস্থিতির আবহে জনমানসে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেদার ছড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন ভিডিও ও ছবি। যার মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করেছে পুলিশ। ভোট–পরবর্তী হিংসা ও গুজব রুখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছে লালবাজার। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে একটি টুইট পোস্ট করেছে। তারা জানিয়েছে, কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও স্বাভাবিক রয়েছে। অন্যদিকে, ভোট পরবর্তী সহিংসতার বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ‘শূন্য সহনশীলতা’ বা জিরো টলারেন্স নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া নজরদারি

এদিন টুইট বার্তার সঙ্গে বেশ কিছু ভুয়ো পোস্টের নমুনা শেয়ার করেছে কলকাতা পুলিশ। সেখানে লেখা হয়েছে, ‘নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কলকাতার নাম ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন জায়গার অসংলগ্ন ভিডিও এবং ছবি সম্বলিত বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়ানো হচ্ছে। পুলিশ এই ধরনের পোস্টগুলোর ওপর কড়া নজরদারি রাখছে। সহনাগরিকদের কাছে অনুরোধ, যাচাই না করা কোনও পোস্টে বিশ্বাস করবেন না। সেগুলি শেয়ার করবেন না।’ পুলিশ আরও জানিয়েছে, যারা এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে। সোমবার নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। শান্তি বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

আগামী ৪ঠা জুন ২০২৬ সপ্তর্ষির ৪১তম জন্মদিনে চণ্ডীপুর সপ্তর্ষি গেস্ট হাউসে পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার প্রতিটির কমপক্ষে একজন ছাত্রের উপস্থিতিতে, সপ্তর্ষির সমগ্র ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত ৩৬ জায়গার পাঠ্যপুস্তক বিতরণের প্রতীকী অনুষ্ঠান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে গেস্ট হাউসের সপ্তর্ষি অনুষ্ঠান মঞ্চে বসে ঠিক দুপুর ১টা থেকে দেখা যাবে।

SL. No.	Name of the State	Name	Phone No.	Money for Book Purchase
1	Andaman & Nicobar	Sanjay Oraon	8789149752	Sent
2	Andhra Pradesh	Andhra Vanvasi Kalyan Ashram	9493016518	Sent
3	Arunachal Pradesh	Sunil Kumar	9402221513	Sent
4	Assam	Kapil Barman	9101392414	Sent
5	Bihar	Munshi Hembram	9470867111	Sent
6	Chhattisgarh	Gopal Ram	9406090512	Sent
7	Chandigarh	Satish Dang	9871971334	Sent
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu	Jagannath Pandurang Pawar	9421605102	Sent
9	Delhi	Abani Kumar Bera	8800000183	Sent
10	Gujarat	Rumalbhai Bhurkabhai Katara	9978256641	Sent
11	Goa	Arjun Thulo Gaonkar	9405951902	Sent
12	Haryana	Abani Kumar Bera	8800000183	Sent
13	Himachal Pradesh	Rajinder Kumar	9418992736	Sent
14	Jharkhand	Dawau Chandra Mahato	9162972930	Sent
15	Jammu & Kashmir	Hem Singh	8219271311	Sent
16	Karnataka	Gopal Krishna M Tandurayan	7676731136	Sent
17	Keralam	Jayadeep. State General Secretary	9497847436	Sent
18	Ladakh Kashmir	Rishi Kumar	9402451281	Sent
19	Lakshadeep	Collector & Dev. Commissioner	04895262235	Sent Money Order
20	Madhya Pradesh	Ramesh Pratap Singh	7389970604	Sent
21	Maharashtra	Parashuram Shantaram Gavit	7719813599	Sent
22	Manipur	Doncinlue Golmai	7085492880	Sent
23	Mijoram	Manoj Reang	9612971743	Sent
24	Meghalaya	Birola Basumatari	9615890478	Sent
25	Nagaland	Deopriya Das	9402284595	Sent
26	Odisha	Sashibhusan Mahakur	9438242298	Sent
27	Punjab	Satish Dang	9871971334	Sent
28	Pondicherry	P. Sridhar	9894585680	Sent
29	Rajasthan	Jagadish Kumar Rawal	9414533693	Sent
30	Sikkim	Budhimaya Tamang	9609871606	Sent
31	Tamilnadu	S.S. Raj	8281885640	Sent
32	Telangana	Talla Sammaiah	9493041212	Sent
33	Tripura	Vinod Chakma	8794682725	Sent
34	Uttarakhand	Amarnath Kumar	9690458307	Sent
35	Uttar Pradesh	Seva Samarpan Sansthan Gorakhpur Unit	9793059393	Sent
36	West Bengal	Prabodh Kumar Nanda,	9474969422,	Sent
		Asish Das	9474437084	Saptarshi Guest House

(সপ্তর্ষির অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রায় সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ও রাজ্যের অনেক মন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন)।

সপ্তর্ষি বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সপ্তর্ষির মা মণিমালা, বাবা গৌতম, বোন আর্কিটেক্ট সাএনি ও সপ্তর্ষি গেস্ট হাউসে রাত্রিবাসী অতিথি (এসি রুমে সর্বাধিক ১,৫০০ টাকা) ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রান্ত থেকে সরকারী বা বেসরকারী কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় না।

গৌতম কুমার দাস
সভাপতি
সপ্তর্ষি বিবেকানন্দ সোসাইটি, সপ্তর্ষি গেস্ট হাউস,
আর ভি এস নগর
মঠ চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।
মোবাইল- 9434508144

বেশি ব্যবধানে জয়

কেন্দ্র	নাম	দল	ব্যবধান
মাটিগাড়া–নকশালবাড়ি	আনন্দময় বর্মন	বিজেপি	১,০৪,২৬৫
ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি	শিখা চ্যাটার্জি	বিজেপি	৯৭,৭১৫
ইংলিশবাজার	অম্লান ভাদুড়ী	বিজেপি	৯৩,৭৮৪
ক্যানিং পূর্ব	মহম্মদ বাহারুল ইসলাম	তৃণমূল	৯১,৯৫৪
মেটিয়াবুরুজ	আবদুল খালেক মোল্লা	তৃণমূল	৮৭,৮৭৯
গোয়ালপোখর	গোলাম রব্বানি	তৃণমূল	৮৩,৭৯০
কৃষ্ণনগর উত্তর	তারকনাথ চ্যাটার্জি	বিজেপি	৭৮,৩৬১
হবিবপুর	জোয়েল মুর্মু	বিজেপি	৭৮,১৮৮
কালিয়াগঞ্জ	উৎপল ব্রহ্মচারী	বিজেপি	৭৬,৪২৫
শিলিগুড়ি	শঙ্কর ঘোষ	বিজেপি	৭৩,১৯২
আলিপুরদুয়ার	পরিতোষ দাস	বিজেপি	৭০,৪২০
কোচবিহার উত্তর	সুকুমার রায়	বিজেপি	৭০,৩৮৪
জলপাইগুড়ি	অনন্তদেব অধিকারী	বিজেপি	৬৮,৮০৫
রানাঘাট দক্ষিণ	অসীমকুমার বিশ্বাস	বিজেপি	৬৪,৪৬৪
চাঁচল	প্রসূন ব্যানার্জি	তৃণমূল	৬৩,৮৭৪

কম ব্যবধানে জয়

কেন্দ্র	নাম	দল	ব্যবধান
রাজারহাট–নিউ টাউন	পীযূষ কানোরিয়া	বিজেপি	৩১৬
সাতগাছিয়া	অগ্নীশ্বর নস্কর	বিজেপি	৪০১
রায়না	শুভাশিস পাত্র	বিজেপি	৮৩৪
জাঙ্গিপাড়া	প্রসেনজিৎ বাগ	বিজেপি	৮৬২
ইন্দাস	নির্মলকুমার ধাড়া	বিজেপি	৯০০
পাণ্ডবেশ্বর	জিতেন্দ্রকুমার তিওয়ারি	বিজেপি	১৩৯৮
কাশীপুর–বেলগাছিয়া	রীতেশ তিওয়ারি	বিজেপি	১৬৫১
হরিরামপুর	বিপ্লব মৈত্র	তৃণমূল	১৯৮৬
মন্দিরবাজার	জয়দেব হালদার	তৃণমূল	১৯৯৫

সবথেকে বেশি ভোটে, কম ভোটে

● ১ পাতার পর

সাতগাছিয়া কেন্দ্রে ৪০১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপির অগ্নীশ্বর নস্কর। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সোমাশ্রী বেতালকে। রায়না কেন্দ্রে ৮৩৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপির শুভাশিস পাত্র। তিনি হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইন্দিরা দলুইকে। জাঙ্গিপাড়ায় বিজেপির প্রসেনজিৎ বাগ ৮৬২ ভোটে হারিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে। ইন্দাসে বিজেপির নির্মলকুমার ধাড়া ৯০০ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্যামলী রায় বাগদিকে। পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপির জিতেন্দ্রকুমার তিওয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ১ হাজার ৩৯৮ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। কাশীপুর–বেলগাছিয়া কেন্দ্রে বিজেপির রীতেশ তিওয়ারি ১ হাজার ৬৫১ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অতীন ঘোষকে।

মানছে না কমিশন

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করল নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক রণধীর কুমার তাঁর রিপোর্টে বলে দিয়েছেন, ভোটগণনার পুরো প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়ম, বিধি, আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করা হয়নি। প্রার্থী জোর করায় গণনার কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে নিয়ম মেনে পুরো গণনা হয়েছে, তাই গণনার কাজে কোনও অস্বচ্ছতার অভিযোগ মানতে রাজি নয় নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্থার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাও মানতে চায়নি কমিশন।

সংস্কারের পর মহাকরণের একাংশ। ছবি: তপন মুখার্জি

স্কুটি ছাড়বেন না, জানালেন শঙ্কর

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৫ মে

তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের ভোটের প্রচারে যেমন 'শিলিগুড়ি তার অভিভাবককেই চায়' স্লোগান লেখা পোস্টার ব্যানারে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই বিজেপির শঙ্কর ঘোষের পোস্টারে লেখা ছিল 'শিলিগুড়ির মানুষের বন্ধু হতে চাই'। 'অভিভাবক'কে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন শহরের 'বন্ধু'। জেতার পরও সেই কথাটিই বারেবারে বলতে চাইলেন এদিন। বলেন, 'আমি কখনও নেতা হতে চাইনি। শহরের মানুষের বন্ধু হতে চেয়েছিলাম। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে শহরের মানুষ বন্ধু হিসেবে ভালবেসেছেন। আমিও তাই বন্ধু হয়েই শিলিগুড়ির সেবা করতে চাই।'

উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা শঙ্কর ঘোষকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। পেতে পারেন মন্ত্রিত্বও। যদিও তিনি বলেছেন, 'কী পাব, সে সবের আশা করি না। আমি চাই কাজ করতে। যাঁদের দায়িত্ব, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে কী কাজ দেবেন! আমাকে যা দায়িত্ব দেবেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এবং একই দায়িত্ব পালন করা গৌতম দেব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে তাঁদের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।' তবে শঙ্কর ঘোষ চান, উত্তরবঙ্গের তথা বাংলায় পরিষেবা, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিতে। তবে শিলিগুড়ি শহরের মানুষের সঙ্গে যে দাদা–ভাই ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, সে–সব নষ্ট না করতে। আর সেই কারণেই তিনি তাঁর পুরনো স্কুটার ছাড়তে চান না।

এদিনও দেখা গেল প্রায় দুই দশক পেরনো পুরনো স্কুটারে চেপে সমস্ত দলীয় দপ্তর, মিটিং ও মানুষের কাছে যাচ্ছেন। এতে সবার সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা অটুট থাকে বলে মনে করেন তিনি। বলেন, 'বড় কোনও দায়িত্ব পেলে যদি গাড়ি নিতেও হয়, তবু আমি আমার পুরনো স্কুটিকে ছেড়ে দেব না। ওই আমার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক জিইয়ে রাখবে।'

দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ির পথে শঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার।

বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি চলবে দুই বঙ্গে

আজকালের প্রতিবেদন

বৃষ্টি কমবে, তবে এখনই পুরোপুরি বন্ধ হবে না। বিক্ষিপ্ত ভাবে কখনও হালকা, কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ–সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শনিবার পর্যন্ত। অন্যদিকে দক্ষিণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে আজ, বুধবার পর্যন্ত কমলা সতর্কতা রয়েছে। কলকাতা–সহ বাকি জেলায় রয়েছে হলুদ সতর্কতা। সোমবার রাতেও বৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির ফলে কলকাতা–সহ সারা রাজ্যের তাপমাত্রা এখন বেশ কিছুটা কমেছে। কলকাতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুটিই মঙ্গলবার স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৪ ডিগ্রি কম ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। একটি অক্ষরেখা এই ঘূর্ণাবর্তকে ছুঁয়ে প্রসারিত হয়েছে বিহার, ছত্তিশগড়, দক্ষিণ–পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে। এর প্রভাবে দুই বঙ্গেই জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। আর তার ফলে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আপাতত এই বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা কখনও স্বাভাবিক আবার কখনও স্বাভাবিকের থেকে কম থাকবে আগামী চার থেকে পাঁচদিন। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ, বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়াতে হলুদ সর্তকতা রয়েছে। দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কাল, বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে হলুদ সর্তকতা রয়েছে। শুক্রবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া— সব জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন্দ্রভিত্তিক বিস্তারিত ফলাফল

মাল: সুকরা মুন্ডা (বিজেপি) ১১২০৯৫, বুলুচিক বরাইক (তৃণমূল) ৯৬৬০৩, মানু ওরাওঁ (সিপিএম) ৫৮৩১
নাটাবাড়ি: গিরিজাশঙ্কর রায় (বিজেপি) ১২৬৯১১, শৈলেন্দ্রনাথ বর্মা (তৃণমূল) ৯২২৯৮, আকিক হাসান (সিপিএম) ৬৬০৬
কুমারগ্রাম: মনোজকুমার ওরাওঁ (বিজেপি) ১৪৩০৪৪, রাজীব তিরকে (তৃণমূল) ৯০১৬৭, কিশোর মিঞ্জ (আরএসপি) ৪১১১
গাজোল: চিন্ময় দেববর্মন (বিজেপি) ১৩১৫৪১, প্রসেনজিৎ দাস (তৃণমূল) ৯৩৩৪৯, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার (সিপিএম) ৫৯৪৯
বনগাঁ দক্ষিণ: স্বপন মজুমদার (বিজেপি) ১১৯৩৯৯, ঋতুপর্ণা আঢ্য (তৃণমূল) ৮১৫৮৫, আশিসকুমার সরকার (সিপিএম) ৬১৯৭
গাইঘাটা: সুব্রত ঠাকুর (বিজেপি) ১২১৩২২, নরোত্তম বিশ্বাস (তৃণমূল) ৭৩৬৩৯, সজল বিশ্বাস (সিপিআই) ৯০০৩
জগদ্দল: ড. রাজেশ কুমার (বিজেপি) ৯৪৩৫১, সোমনাথ শ্যাম ইচিনি (তৃণমূল) ৭৩৪৪২, পারভেজ আহমেদ খান (ফব) ৯০৬২
নোয়াপাড়া: অর্জুন সিং (বিজেপি) ৯৪৪১৫, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য (তৃণমূল) ৭৬৭৫৯, গার্গী চ্যাটার্জি (সিপিএম) ১৭৬৯৬
ব্যারাকপুর: কৌস্তুভ বাগচী (বিজেপি) ৭৮৪৬৬, রাজ চক্রবর্তী (তৃণমূল) ৬২৬৪৪, সুমনরঞ্জন ব্যানার্জি (সিপিএম) ১০১৯৭
দমদম উত্তর: সৌরভ শিকদার (বিজেপি) ১০৩২৮৪, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (তৃণমূল) ৭৬৮৮০, দীপ্সিতা ধর (সিপিএম) ৩৮৪২৮
পানিহাটি: রত্না দেবনাথ (বিজেপি) ৮৭৯৭৭, তীর্থঙ্কর ঘোষ (তৃণমূল) ৫৯১৪১, কলতান দাশগুপ্ত (সিপিএম) ২৪০৩২
বরানগর: সজল ঘোষ (বিজেপি) ৮১৭৩০, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি (তৃণমূল) ৬৪৭৭৪, সায়নদীপ মিত্র (সিপিএম) ১৮৬৮৯
দমদম: অরিজিৎ বক্সি (বিজেপি) ৯৯১৮১, ব্রাত্য বসু (তৃণমূল) ৭৩৯০৮, ময়ূখ বিশ্বাস (সিপিএম) ২০৫৭৬
রাজারহাট–নিউ টাউন: পীযূষ কানোরিয়া (বিজেপি) ১০৬৫৬৪, তাপস চ্যাটার্জি (তৃণমূল) ১০৬২৪৮, সপ্তর্ষি দেব (সিপিএম) ৩২২৪৬
বিধাননগর: ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি (বিজেপি) ৯৭৯৭৯, সুজিত বসু (তৃণমূল) ৬০৬৪৯, সৌম্যজিৎ রাহা (সিপিএম) ১৩৯৫৬
রাজারহাট–গোপালপুর: তরুণজ্যোতি তিওয়ারি (বিজেপি) ১০১২২৭, অদিতি মুনশি (তৃণমূল) ৭৩৫২০, শুভজিৎ দাশগুপ্ত (সিপিএম) ১৬৪৭৬
বারাসত: শঙ্কর চ্যাটার্জি (বিজেপি) ১২২১৭১, সব্যসাচী দত্ত (তৃণমূল) ৮৭৬১৩, হেমন্ত দাস (ফব) ১৮৭০০
সাতগাছিয়া: অগ্নীশ্বর নস্কর (বিজেপি) ১১১০২৩, সোমশ্রী বেতাল (তৃণমূল) ১১০৬২২, গৌতম পাল (সিপিএম) ১১৭৩৬
যাদবপুর: শর্বরী মুখার্জি (বিজেপি) ১০৬১৯৯, দেবব্রত মজুমদার (তৃণমূল) ৭৮৪৮৩, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (সিপিএম) ৪১১৪৮
সোনারপুর উত্তর: দেবাশিস ধর (বিজেপি) ১১৯৮২৪, ফিরদৌসি বেগম (তৃণমূল) ১১০০১৭, মোনালিসা সিন্‌হা (সিপিএম) ১৯৭৪৪
টালিগঞ্জ: পাপিয়া অধিকারী (বিজেপি) ৮৮৪০৭, অরূপ বিশ্বাস (তৃণমূল) ৮২৩৯৪, পার্থপ্রতিম বিশ্বাস (সিপিএম) ৩০৩৩৫
বেহালা পশ্চিম: ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ (বিজেপি) ১১৩১৭১, রত্না চ্যাটার্জি (তৃণমূল) ৮৮৪৭২, নীহার ভক্ত (সিপিএম) ৩০৬৭৬
ভবানীপুর: শুভেন্দু অধিকারী (বিজেপি) ৭৩৯১৭, মমতা ব্যানার্জি (তৃণমূল) ৫৮৮১২, শ্রীজীব বিশ্বাস (সিপিএম) ৩৫৫৬
বালি: সঞ্জয়কুমার সিং (বিজেপি) ৫৭৬৩৯, কৈলাসকুমার মিশ্র (তৃণমূল) ৪৫৬৪২, শঙ্কর মৈত্র (সিপিএম) ১১২৮৪
উলুবেড়িয়া উত্তর: চিরণ বেরা (বিজেপি) ৯৩৩২০, বিমলকুমার দাস (তৃণমূল) ৮৯১৪৩, অশোক দলুই (সিপিএম) ১৪৭২০

নেতারা বললেন, হিংসা নয়

● ১ পাতার পর

কোনও উঁচু জায়গা থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। তাঁর ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'পরিবারের অভিযোগ, দাবি, পুলিশ জড়িতদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করুক। পুলিশকে অনুরোধ করেছি এঁদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বেলেঘাটার অন্য ওয়ার্ডগুলিতেও হামলা চলছে। সবটাই পুলিশকে জানানো হয়েছে।' অন্য দিকে, নানুর সন্তোষপুর গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কর্মী আবির শেখ ও চাঁদু শেখকে রাস্তায় একা পেয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আবির তৃণমূলের বুথ সভাপতি ছিলেন। তাঁর পিসি মহসিনা বেগম জানান, তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন আবির। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ি যাওয়ার পথেই দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে পড়েন। অভিযোগ, বিজেপির দুষ্কৃতীরা প্রথমে মারধর ও পরে গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। ঘটনার পরে নানুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়।

বিজেপির জয়ের আনন্দে সোমবার রাতে আবির খেলায় মেতেছিলেন উদয়নারায়ণপুরের দেবীপুরের যাদব বর। রাত ১২টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তাঁকে টেনে–হিঁচড়ে নিয়ে যান কয়েক জন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয়। খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ছুটে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে উদয়নারায়ণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক। ভোট–পরবর্তী গোলমালে রাজারহাটে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বালিগড়িচক পাঁচুড়িয়া এলাকায়। মৃতের নাম মধু মণ্ডল (৪৬)। তাঁকে ধাক্কা মেরে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে রাজারহাট–নিউ টাউনে পুনর্গণনার ফলাফলে বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া জয়ী হন। জয়ের খবরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা। সেই উল্লাসের মধ্যে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালিগড়ি গ্রামের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য কমল মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয় এবং পাশে অবস্থিত একটি দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টা করে একদল বিজেপি কর্মী। বচসায় জড়িয়ে পড়েন কমল এবং মধু। দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এসবের মাঝেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মধু। স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও তৃণমূল কর্মীদের দাবি, মধু হার্টের রোগী। তাঁর বুকে স্টেন্ট বসানো ছিল। তারপর এদিন মত্ত অবস্থায় তিনি গালিগালাজ করছিলেন। সেই অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। এটা নিছকই একটি দুর্ঘটনা। পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, ভোট–পরবর্তীতে বিধাননগরের একাধিক জায়গায় তৃণমূল নেতা–কর্মীদের বাড়ি, পার্টি অফিস ভাঙচুর ও দখলের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিধাননগরের দত্তবাদে এক কাউন্সিলর বাড়ি ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানো হয়েছে। কেষ্টপুর অঞ্চলের দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। নিউ টাউনের চকপাঁচুড়িয়া, লস্করআইট দুই এলাকায় তৃণমূলের দুটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও দখলের অভিযোগ ওঠে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের ঘটনায় ডিএসওর অভিযোগ, এবিভিপির নেতৃত্বে বহিরাগত কয়েকজন ক্যাম্পাসে ঢুকে জোর করে তাঁদের ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়তে শুরু করে। তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁদের কর্মীদের মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ৫–৬ জন ডিএসও–র সদস্য গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় ডিএসওর কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনীক দে–র মাথায় প্রবল আঘাত করায় তাঁর ডান চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। অনীক আংশিক ভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তার মধ্যে শিবম মণ্ডল নামে একজনের মাথা ফেটে যায়। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ইনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেরই ছাত্র। শিবমের মাথায় চারটি সেলাই হয়েছে। শ্রাবন্তী সাঁপুই ডিএসওর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি। তাঁকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে ডিএসও–র ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে দেওয়া আটকাতে গেলে তাঁর ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। ডিএসওর পক্ষ থেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে নবনির্বাচিত সরকারকে ক্যাম্পাসগুলিতে গণতন্ত্র এবং বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধের দাবিও করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আবির শেখ

মধু মণ্ডল

যাদব বর

শব্দরঙ্গ–২৭৩

■	১				২	■	৩
৪		■	■	■		■	
■		■	৫	■	৬		
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮		৯	
১০		১১	■		■		■
	■		■	■	■	১২	
	■	১৩					■

পাশাপাশি

১. ধরনধারণ, রীতিনীতি ৪. কোল জাতির দেবতা বা আত্মা ৬. হিত, মঙ্গল ৭. বাটি গেলাস ইত্যাদির ঢাকনি ৮. গন্ডার ১০. ধরে বা ধরবে ১২. দফা, বার ১৩. দাবানল।

উপর–নীচ

১. শিব মহাদেব
২. শ্রেষ্ঠ
৩. যার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী
৫. স্তূপ গাদা
৭. পাট
৮. উৎসর্গ বিসর্জন
৯. গাড়ি
১১. প্রচুর, অত্যধিক।

সমাধান–২৭২

জ	লা	ধি	প	■	■	■	■
য়	■	■	রি	ম	ঝি	ম	■
ধ্ব	■	■	মে	■	■	র্ত	■
নি	শা	কা	ল	■	■	ধা	■
■	হ	■	■	অ	নু	ম	ত
■	জা	■	■	ভি	■	■	র্কা
■	দি	ন	দি	ন	■	■	ভা
■	■	■	■	ব	ন	বা	স

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**

সকাল ৯–০০ **মায়া মমতা**, সকাল ১১–৩০ **মাটির মানুষ**, দুপুর ২–৩০ **সুয়োরানী দুয়োরানী**, বিকেল ৫–০০ **বদনাম**, রাত ৮–০০ **মেমসাহেব**, রাত ১০–৩০ **বৌমা**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ৯–৩০ **ঘরের লক্ষ্মী**, বিকেল ৪–০০ **মস্তান**, সন্ধে ৭–৩০ **দাদাঠাকুর**, রাত ১১–০০ **নীল আকাশের চাঁদনি**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ **সুদ আসল**

● **আকাশ আট**

দুপুর ৩–০৫ **ধর্ম অধর্ম**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২–৩০ **মা**

কালার্স বাংলা সিনেমা
স্নেহের প্রতিদান
দুপুর ১২–৪৫

কালার্স সিনেপ্লেক্স (এইচডি)
সিমলা মির্চি
সকাল ৮–১৫

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **রান্নাঘর**

রান্নাঘরের ৫০০তম পর্বে অতিথিদের আগমন। কিঞ্জলের গানে জমে উঠবে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মোহনা মাইতি ও কনীনিকার আড্ডা। সাথে সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে তৈরি হবে জিভে জল আনা ননি ভেটকি আর কাজু মাওয়া মটন উল্লাস।
জি বাংলা: বিকেল ৪–০০

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ১০–০০ **সেন্টিমেন্টাল**, দুপুর ১২–৪৫ **মিস কল**, বিকেল ৩–৩০ **রাখীপূর্ণিমা**, সন্ধে ৬–৩০ **রংবাজ**, রাত ৯–৩০ **কি করে তোকে বলবো...**

● **আনমোল সিনেমা**
সকাল ৭–৪৪ **তেরী মেহেরবানিয়া**, সকাল ১০–০৯ **সৌগন্ধ**, দুপুর ১–১৩ **অ্যায়তরাজ**, বিকেল ৪–২৩ **কুলি**, সন্ধে ৭–৩০ **হিম্মত**, রাত ১০–২২ **হাম হ্যায় কামাল কে**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স (এইচডি)**
সকাল ১০–৪৫ **ইউ মি অর হাম**, দুপুর ১–৫৫ **চাঁদনি চক টু চায়না**, বিকেল ৫–০০ **এম এস ধোনি: দি আনটোল্ড স্টোরি**, রাত ৮–৫৫ **ভাগ মিলখা ভাগ**

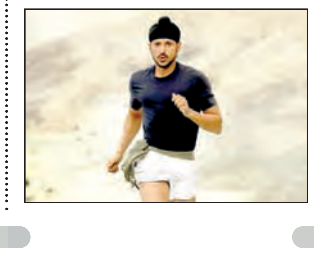

ধারাবাহিক

● **পরশুরাম– আজকের নায়ক এবং প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি**

পরশুরাম–আজকের নায়ক এবং প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। এক ঘণ্টার মহাযুদ্ধ। বিদ্যার সঙ্কটে রক্ষাকর্তা পরশুরাম। ঘটনার ঘনঘটা। কোনদিকে মোড় নেবে গল্প? কী অপেক্ষা করছে? এক ঘণ্টার টানটান উত্তেজনা। দেখতে চোখ রাখুন।
স্টার জলসা: রাত ৮–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ২২ বৈশাখ ১৪৩৩, ইং ৬ মে ২০২৬, মুং ১৮ জেল্কদ ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৫।৫।৯
সূর্যাস্ত ঘ ৬।১।২৩
তিথি– (বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ) চতুর্থী দং ৬।৫৮ দিবা ঘ ৭।৫২
নক্ষত্র– মূলা দং ২৭।৩ দিবা ঘ ৩।৫৪

অন্য পঞ্জিকা: বুধবার, ২২ বৈশাখ ১৪৩৩, ইং ৬ মে ২০২৬, হিজরি ১৮ জেল্কদ ১৪৪৭

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্‌স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

বুধবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বোচ্চ ৩২ সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস	
মঙ্গলবার বৃষ্টি হয়নি	সর্বোচ্চ ৩০.৮ (-৪) সর্বনিম্ন ২৬.৪ (-৪)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৪%	৬৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: ব্যারাকপুর ৩৪.২°

হিংসা: ১২ জনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৃণমূলের

আজকালের প্রতিবেদন

বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে দলের কর্মী–সমর্থকদের ওপর আক্রমণ চলছে। সোমবার, সারা রাত বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন আমাদের কর্মীরা। বহু পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা কর্মী–সমর্থকদের বলছি, আমরা আপনাদের পাশে আছি, আপনারা শক্ত হয়ে থাকুন। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি বলেছেন, 'আমরা ১২ সদস্যের একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি করছি। তিনটি দলে চার জন করে থাকবেন। আজ, বুধবার থেকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখবেন, কোথায় কোথায় হামলা হয়েছে।' একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কাউন্টিং সেন্টারগুলির অনেক সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসেনি। আমরা বলছি, কমিশন দুপুর ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সেন্টারগুলির ছবি প্রকাশ করুক। আমাদের কর্মীদের ভয় দেখানো হয়েছে। এখনও চলছে। ৩০০ থেকে ৪০০ পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। দেড়শোর বেশি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানো হয়েছে। আমরা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছি।' তিনি জানান, আজ অখিলেশ যাদব কলকাতায় আসছেন।

ভবানীপুরে জেতার পর চক্রবেড়িয়া রোডে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

ইস্তফা কিশোর দত্তের

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে পালাবদল হতেই ইস্তফা দিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। মঙ্গলবার রাজ্যপাল আর এন রবির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন কিশোর দত্ত। সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। সেই আবহেই অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কিশোর দত্ত।

পদত্যাগ না করলেও

● ১ পাতার পর

আগামী ৭ মে, বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তারপরে চলতি বিধানসভার অস্তিত্ব থাকবে না। সরকারের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে থাকবেন রাজ্যপাল। মিজোরামের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিশ্বজিৎ দেব বলেন, 'নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত বিধায়কদের তালিকা গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্যপালের হাতে বিধায়কদের তালিকার সার্টিফায়েড কপি তুলে দেবে। তারপরেই রাজ্যপাল নতুন বিধানসভা গঠনের প্রস্তুতি শুরু করবেন এবং বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।' তদারকি মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে এবং রাজ্যপাল চাইলে এক বা দু'দিন রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসনেও থাকতে পারে। তবে আইনজীবীদের মতে, চরম পথ হিসেবে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করতে পারেন তিনি। আসলে এর আগে দেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি না হওয়ায় খানিকটা ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে আইনজীবীদের মতে, এমনিতেই মমতার মেয়াদ ৭ মে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাংবিধানিক ভাবে পদত্যাগ বাধ্যতামূলক না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে নতুন সরকার গঠন হবে দু'দিনের মাথায়। তাই রাজ্যপাল জটিলতা না বাড়িয়ে এই দুটো দিন নিজের হাতেই ক্ষমতা রেখে দেবেন বলেই মনে হয়।

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রবি। মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

রাজ্যপালের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন

আজকালের প্রতিবেদন

২০০২ ব্যাচের আইএএস ড. সৌমিত্র মোহন রাজ্যপাল রবীন্দ্রনারায়ণ রবির সচিব হলেন। মঙ্গলবার তিনি লোকভবনে গিয়ে নতুন পদে যোগ দিয়েছেন। এতদিন তিনি পরিবহণ দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, পাশাপাশি শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। সোমবার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল আরএন রবি এ–রাজ্যে দায়িত্বভার নেওয়ার পরই তিনি রাজ্য প্রশাসনের কাছে সচিব পদে একজন আইএএস চেয়েছিলেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সচিব পদে ছিলেন আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তৎকালীন রাজ্যপালের সমস্যা হয়। সে সময় তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে নবান্ন। তারপর থেকে ওই পদ শূন্যই ছিল।

ডিসির নামে জারি লুকআউট নোটিস

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আশঙ্কা, তিনি বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। সেই সম্ভাবনা রুখতেই বিমানবন্দর ও রেল স্টেশন–সহ দেশের সমস্ত বহির্গমন পথে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর আগে লালবাজারের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডিসি–২ শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ বার সমন পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু প্রতিবারই তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। বার বার তদন্তে অসহযোগিতা করার কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে এই নোটিস জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা। বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে পুলিশকর্তার বাড়িতেও দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। তল্লাশির পরদিন তাঁর দুই পুত্রকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হলেও তাঁরা হাজিরা দেননি। পরে অন্য একটি মামলায় শান্তনুকে তলব করা হলে তিনি নিজে না গিয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে ব্যস্ততার কথা জানান।

অফিসে আসতে নিষেধ ওঁদের

আজকালের প্রতিবেদন

অবসরের পরেও যে আধিকারিকরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন, তাঁদের বুধবার থেকে অফিসে আসতে নিষেধ করল নবান্ন। সচিবরা প্রত্যেকে নিজের দপ্তরে মৌখিকভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন। লোক ভবন থেকে আসা এই নির্দেশ মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা সব দপ্তরের সচিবদের জানিয়ে দেন। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনের বিভিন্ন উপদেষ্টা পদে যারা ছিলেন, তাঁরাও নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মঙ্গলবার মুখ্যসচিব ফের একবার সব দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছেন সমস্ত ফাইল যেন যথাযথ সংরক্ষিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের আর্থিক উপদেষ্টারা এই কাজে সাহায্য করবেন। কোনও ফাইল যেন দপ্তরের বাইরে না যায়, সে ব্যাপারেও ফের একবার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। পুলিশ প্রশাসনের তরফেও একই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

আসছেন অমিত শাহ

● ১ পাতার পর

মন্ত্রিসভার সদস্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলকে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। পরিষদীয় বৈঠকের পর মন্ত্রিসভা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিজেপির বিজয়ী প্রার্থীরা নিজের নিজের এলাকার দলীয় কার্যালয়ে যান। কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। আগামী দিনে কীভাবে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়েও আলোচনা করেন।

মৃত তৃণমূল কর্মী বিশ্বজিৎ পট্টনায়কের স্ত্রী ও বোনের অভিযোগ শুনলেন বেলেঘাটার জয়ী প্রার্থী কুণাল ঘোষ। ছবি: আজকাল

কলকাতা পৌরসংস্থা - বিজ্ঞপ্তি

কাশীমিত্র মহাশ্মশানের ক্ষতিগ্রস্ত একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটির সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ০৬.০৫.২৬ থেকে ৩১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চুল্লিটি বন্ধ থাকবে এবং বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ সৎকার স্থগিত থাকবে।

06/26-27

রাজ্যের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও রায় না দেওয়ার আবেদন হাইকোর্টে

আজকালের প্রতিবেদন

এই মুহূর্তে আদালত যেন রাজ্য সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মামলার রায়দান না করে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এই আবেদন জানালেন বিজেপি সংগঠনের আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কলকাতা হাইকোর্টের রাজ্য সরকারি প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদেরও পরিবর্তন করা হবে। তাই, সোমবার রাজ্যে নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর মঙ্গলবারই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। ফলে, বিগত সরকারের তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের পরিবর্তন হবে। নতুন সরকারি আইনজীবীদের তালিকা তৈরি করতে সপ্তাহ তিনেক সময় প্রয়োজন। তাই আদালতের কাছে আবেদন, এই মুহূর্তে আদালত যেন রাজ্য সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মামলার রায়দান না করে। পাশাপাশি, রাজ্য সরকার সংযুক্ত মামলাগুলি যেন বিচারাধীন রাখা হয়। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল আবেদন বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

নবান্নে আবির খেলা

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে চলল গেরুয়া আবির খেলা। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের সদর কার্যালয় নবান্নে কর্মীদের মুখে শোনা গেল 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান। এদিন টিফিনের বিরতিতে কর্মীরা দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় নিজেদের মধ্যে গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেন, স্লোগান দিতে থাকেন 'ভারতমাতা কি জয়'। দোতলা থেকে বারো তলা— সর্বত্রই মহিলা–পুরুষ নির্বিশেষে হইহই করে চলে আবির খেলা।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা ব্রাঞ্চ, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ফার্স্ট ফ্লোর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা–৭০০০০১
ই–মেল: samlkolkata@indianbank.bank.in
ফোন: (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক **মেসার্স এস কে প্রোজেক্টকন প্রাইভেট লিমিটেড**, ৩, সি আর অ্যাভিনিউ, ভারত ভবন, ৪ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ই–১, কলকাতা–৭০০০৭২–এর থেকে ২৮.১০.২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর পাওনা বাবদ **₹৯,৫৯,৬৬,৮৪৮.০০** (নয় কোটি উনষাট লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র), তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিয়েছিলেন যা **২২.০৫.২০২৬** তারিখে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) পরিসম্পদের ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১.	**ক) মেসার্স এস কে প্রোজেক্টকন প্রাইভেট লিমিটেড** ৩, সি আর অ্যাভিনিউ, ভারত ভবন, ৪ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ই–১, কলকাতা–৭০০০৭২ **শ্রী সঞ্জয় কুমার নাগ** ফ্ল্যাট নং ডি–৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডোডো অ্যাপার্টমেন্ট, ২৬৮–বি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রী রাজা নাগ** ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩ নং ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ১৩৬, ১২/৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রী উজ্জ্বল নাগ** ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৪ নং ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ১৩৬, ১২/৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রী সজল নাগ** ৫২৯, পর্ণশ্রী পল্লী, প্রেমিসেস নং ২৫, পর্ণশ্রী পল্লী রোড, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রীমতী সবিতা নাগ** ফ্ল্যাট নং ডি–৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডোডো অ্যাপার্টমেন্ট, ২৬৮–বি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রীমতী দোলা নাগ** ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩ নং ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ১৩৬, ১২/৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৬০ **শ্রীমতী গোপা নাগ** ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৪ নং ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ১৩৬, ১২/৭, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০৬০ **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি নং ১:** নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি প্রায় ৩ (তিন) কাঠা ৪ (চার) ছটাক মাপের জমি এবং এর উপরিনির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত 'শান্তিনিকেতন' নামক উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ–পূর্ব ভাগে (সামনের অংশে) দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডব্লুসি ও একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ১০৫২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত মোজেইকের মেঝে দেওয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'সি–১'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সি এস দাগ নং ৮৪৯, সি এস খতিয়ান নং ২৩৩৬, আর এস দাগ নং ৮৪৯, আর এস খতিয়ান নং ৭৮২৩ ও ৭৮২৪, মৌজা– বেহালা, জে এল নং ২, আর এস নং ৮৩, পরগনা– বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৬, এডিএসআর অফিস– বেহালা, থানা– পূর্বতন বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৩০এ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা পুরনিগমের ১৩১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ উক্ত বিল্ডিং এবং/বা উক্ত প্রেমিসেসে অন্যান্য সহ–স্বত্বাধিকারীগণের সঙ্গে যাবতীয় অধিকার, সুবিধা, সাধারণ এলাকা ও সাধারণ সুবিধা, দায় ইত্যাদি ভোগদখলের সমানাধিকার। ২০১৩ সালের কনভেয়ান্স দলিল নং ০১৯৬৫ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক মেসার্স এস কে প্রোজেক্টকন প্রাইভেট লিমিটেড। উক্ত জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– মিঃ অনিল বিকাশ চৌধুরির সম্পত্তি; দক্ষিণ– কলকাতা পুরনিগমের ১৯ ফুট চওড়া রাস্তা (মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড); পূর্ব– নগেন্দ্রনাথ মাইতির জমি ও বাড়ি; পশ্চিম– কলকাতা পুরনিগমের ১৯ ফুট চওড়া রাস্তা (মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড)। **সম্পত্তি নং ২:** সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ৭ ছটাক ৯ বর্গফুট জমির অবিভক্ত এক–পঞ্চমাংশের অধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত দোতলা বাড়ির ৯৬০ বর্গফুট মাপের খোলা ছাদ ও অ্যাসবেস্টসের আচ্ছাদন দেওয়া ৪০০ বর্গফুট এরিয়ার (মোট ১৩৬০ বর্গফুট) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– বেহালা, পরগনা– বালিয়া, জে এল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, রে সা নং ৮৩, সাবেক খতিয়ান নং ৬৬, সি এস দাগ নং ৬২৯, থানা– পর্ণশ্রী, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের জমি ও সিঁড়ি, ড্রেন, সেপটিক ট্যাঙ্ক, জলের রিজার্ভার ইত্যাদির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, প্রেমিসেস নং ২৫, পর্ণশ্রী পল্লী রোড, নং ১, বর্তমানে ৫২৯, পর্ণশ্রী পল্লী, থানা– পর্ণশ্রী (সাবেক বেহালা), এডিএসআর– বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড ২০০৮ সালের কনভেয়ান্স দলিল নং I–০৮১০৮ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ সঞ্জয় কুমার নাগ, মিঃ সজল নাগ, মিঃ রাজা নাগ ও শ্রী উজ্জ্বল নাগ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** পূর্ব– পর্ণশ্রী পল্লী সমবায় সমিতির প্লট নং ৫৩০; পশ্চিম– সাধারণ চলাচলের পরিসর এবং প্লট নং ৫২১; উত্তর– পর্ণশ্রী পল্লী সমবায় সমিতির প্লট নং ৫২০ ও ৫২১ (অংশ); দক্ষিণ– কলকাতা পুরনিগমের ২০ ফুট চওড়া রাস্তা।	**₹৯,৫৯,৬৬,৮৪৮.০০** (নয় কোটি উনষাট লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র), **২৮.১০.২০১৮** অনুযায়ী + এর ওপর ২৯.১০.২০১৮ থেকে সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) সম্পত্তি নং ১: ₹২৪,৩০,০০০.০০ (*) (চব্বিশ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২: ₹১০,১০,০০০.০০ (*)** (দশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি নং ১: ₹২,৪৩,০০০.০০** (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২: ₹১,০১,০০০.০০** (এক লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি নং ১: IDIB30001914487A** **সম্পত্তি নং ২: IDIB30001914487B** **ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে এই সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুঁয়র জিতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত আধিকারিক), মোবাইল: ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৫.০৫.২০২৫ থেকে ২১.০৫.২০২৫; সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২২.০৫.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বর, ই–মেল: support.baanknet@psballiance.com**–তে যোগাযোগ করুন অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর কাছে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com** মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: **৮২৯১২ ২০২২০**।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ০২.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা–II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ফ্লোর নং ২, কলকাতা–৭০০১০৭

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১২.০৬.২০২৬

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বোয়ালিয়া শাখা (০৩৬১৭)** **খ) মেসার্স সোম স্টিল ফার্নিচার** প্রোপ্রাইটর: কমল কান্তি সোম পিতা– প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র সোম গ্রাম ও পোঃঅঃ– বোয়ালিয়া, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১২১ **কমল কান্তি সোম** পিতা– প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র সোম গ্রাম ও পোঃঅঃ– বোয়ালিয়া, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১২১	**ক) ₹৪৯,৫৩,৩২৩.৬৮** + ০১.০৯.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ **খ) ১২.০৯.২০২৩** **গ) ১৩.১২.২০২৩**	**শ্রী কমল কান্তি সোম–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। সামান্য কমবেশি** ১৮.০০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম ও পোঃঅঃ– বোয়ালিয়া, মৌজা– বোয়ালিয়া, জে এল নং ৬৮, আর এস খতিয়ান নং ২৪, ৭৩, ১২৮, ১৪০, এল আর খতিয়ান নং ২৮১, এল আর এবং আর এস দাগ নং ৪৯৪, থানা– শান্তিপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত– আরবান্দি–১, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১২১। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** পূর্ব– মালিকের জমি; পশ্চিম– ঊর্মিলা সিংহের সম্পত্তি; উত্তর– পিএমজিএসওয়াই বোয়ালিয়া বাজার; দক্ষিণ– মালিকের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৩০.০০ লক্ষ** **খ) ₹৩.০০ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৭০০৩২ ৮২৫২২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৩.০০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
২	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, হাবড়া শাখা (১৯৭৭২)** **খ) মেসার্স পদ্মা স্টোর্স** **প্রোপ্রাইটর: গোপাল সাহা,** স্টল নং ১, জয়গাছি সুপার মার্কেট, গ্রাম– জয়গাছি, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪৩২৬৩ **গোপাল সাহা এবং** **টুম্পা সাহা,** স্বামী– গোপাল সাহা **উভয়ের ঠিকানা:** লোকনাথ সরণি, গ্রাম– উত্তর হাবড়া, পোঃঅঃ– হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪৩২৬৩ **স্বপন কুমার দাস** প্রযত্নে– লোকনাথ ভ্যারাইটি স্টোর, ৩, কাছারিপাড়া রোড, পোঃঅঃ– হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪৩২৬৩	**ক) ₹১৫,৭৯,০৭২.০৪** + ১৬.০৫.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ **খ) ০২.০৬.২০২৩** **গ) ০৯.০৮.২০২৩**	**মিঃ গোপাল সাহা ও মিসেস টুম্পা সাহা–এর যৌথ স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ৫ বর্গফুট বা প্রায় ৩.৯৪৪৫ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: তৌজি নং– হাল ১৪, রে সা নং ৩১৩, মৌজা– হাবড়া, জে এল নং ৭২, খতিয়ান নং– আর এস ১৬৯৭, দাগ নং– সাবেক ৩৪৩, হাল ২৩৫, থানা– হাবড়া, এডিএসআর– হাবড়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– মিঃ হরেন্দ্রনাথ সরকারের জমি; দক্ষিণ– মিসেস অর্চনারানি কুণ্ডুর জমি; পূর্ব– ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– মিঃ ভগীরথ মেহরার জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹১০.০০ লক্ষ** **খ) ₹১.০০ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯১৩৫ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.০০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৩	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বোয়ালিয়া শাখা (০৩৬১৭)** **খ) মাধব সরকার** পিতা– মনোরঞ্জন সরকার গ্রাম– রুদ্রপুর দেবীগড়, পোঃঅঃ– নীলগঞ্জ বাজার, থানা– দত্তপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৬ **বিকল্প ঠিকানা:** নং ৩, চণ্ডীগড়, মধ্যমগ্রাম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৩০ **বিকল্প ঠিকানা:** ১ নং দেবীগড়, পোঃঅঃ– মধ্যমগ্রাম, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১২৯	**ক) ₹১৭,৬২,৬৩৫.৫৫** + ১৩.০৫.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ **খ) ১৯.০৫.২০২৫** **গ) ২৪.০৭.২০২৫**	**মাধব সরকার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** উপরিস্থিত একতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৫ ছটাক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রুদ্রপুর, হাল নং ১৪৬, তৌজি নং ১২, জে এল নং ১৯, এল আর খতিয়ান নং ৩০৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২০৯ ও ২০১০, ইছাপুর–নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এর মধ্যে ৪ ছটাক ১০ বর্গফুট জমির দাগ নং ২০৯ এবং ১ কাঠা ৩৫ বর্গফুট জমির দাগ নং ২১০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– দাগ নং ২০৭ ও ২০৮; দক্ষিণ– ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– স্কিম প্লট নং বি/১ সংবলিত জমি; পশ্চিম– স্কিম প্লট নং সি/১ সংবলিত জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৫.৮০ লক্ষ** **খ) ₹০.৫৮ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ মোবাইল: ৭০০৩২ ৮২৫২২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹০.৫৮ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৪	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসত চাঁপাডালি শাখা (৪৯৭৬)** **খ) প্রীতিময় মণ্ডল** পিতা– প্রয়াত প্রেমপদ মণ্ডল মাসটিকারী, পোঃঅঃ– দক্ষিণ বারাসত, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৩৭২ **তাপসী মণ্ডল,** স্বামী– প্রীতিময় মণ্ডল মাসটিকারী, পোঃঅঃ– দক্ষিণ বারাসত, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৩৭২	**ক) ₹১০,৩০,০৩৫.০১** + ০৬.১০.২০২৫ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ **খ) ০৯.১০.২০২৫** **গ) ১২.১২.২০২৫**	**প্রীতিময় মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ২.৭৫ শতক জমি ও এর উপরিনির্মিত একটি আবাসবাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ বারাসত, জে এল নং ৯, মৌজা– মাসটিকারী, এল আর খতিয়ান নং ৮৪৬, দাগ নং ২০৭১। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– নির্মল মণ্ডলের জমি; দক্ষিণ– স্বত্বাধিকারীর জমি; পূর্ব– মাটির তৈরি রাস্তা; পশ্চিম– ঋণগ্রহীতার জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹২১.০০ লক্ষ** **খ) ₹২.১০ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ–ইন–চার্জ, কানাড়া ব্যাঙ্ক মোবাইল: ৮৪২০৬ ২৭২৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.১০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ১২.০৬.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১১.০৬.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

১. পরিসম্পদগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'** তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**–এর ই–ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **১১.০৬.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০২.০৬.২০২৬ থেকে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ০৫.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

৪৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার ৬ মে ২০২৬

পেট্রো মূল্য

বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বিপুল ভাবে বাড়ল, বাড়ছেই। প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে হোটেল-রেস্তোরাঁয়। বড় বড় হোটেলের শক্তি আছে ঝাঁকুনি সামাল দেওয়ার। মাঝারি হোটেল ও রেস্তোরাঁয় সমস্যা, বলা যায় সঙ্কট। এর ফলে কর্মী-সঙ্কোচনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফল ভুগতে হচ্ছে যতটা মালিকদের, তার থেকে বেশি অগণিত কর্মীকে। কর্মী-ছাঁটাই শুরু হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্র, কর্মীদের নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। নেই। বিপুল সংখ্যক কর্মীকে হতে হচ্ছে কর্মহীন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও ঘোর অনিশ্চয়তার মুখে। এমন নয় যে, মালিকদের সমস্যা নেই। এই ধাক্কা সামলাতে কতদিন লাগবে, কারও জানা নেই। দাবি উঠেছে, দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত যাদের, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছায় যেন কিছুটা সুরাহার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত নির্বিকার। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের, গ্যাসের দাম বেড়েছে, আমরা কী করতে পারি, এই হচ্ছে মনোভাব। রাস্তার ধারের খাবারের দোকানের ছোট মালিকরা ঘোরতর অসুবিধায়। কর্মীদের বিপদ তো বটেই, বিপদ তাঁদেরও, যাঁরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পদামে খাবার পান। দাম বাড়ালে বিপদ। না-বাড়িয়ে উপায় নেই। কিছু দোকান বন্ধ হতে পারে, বোঝাই যাচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে ভোট থাকায় রান্নার গ্যাসের দাম এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত বাড়েনি, গৃহস্থের হেঁশেলে আঁচ লাগেনি। নিঃসন্দেহে অবিলম্বেই দাম বাড়বে রান্নার গ্যাসের। কেন্দ্র বলে, কবে থেকেই ব্যাপারটা রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোর হাতে দেওয়া হয়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে, রান্নার গ্যাসেরও দাম বাড়বে, স্বভাবিক। স্বাভাবিক! যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমে, তখন এখানে পেট্রোপণ্যের দাম কমে না কেন? প্রশ্ন বহুদিনের, উত্তর মেলে না।

প্রিয় সম্পাদক

আফগান মহিলা ফুটবলারদের পাশে ফিফা

২০১৮ সালে ডিসেম্বরের পর থেকে আফগানিস্তান নারীদল কোনও আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলেনি। ২০২১ সালে দেশে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের খেলাধুলোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এর ফলে অনেক খেলোয়াড় দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল ফেডারেশনের স্বীকৃতি ছাড়া সেই দেশের জাতীয় দলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি ভ্যাঙ্কুভারে ফিফার কাউন্সিল সভায় এই নীতিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী 'ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে এবং ফুটবলার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলে ফিফা নিজেই কোনও জাতীয় দলকে অনুমতি দিতে পারবে।' ফলে এখন থেকে আফগান মহিলা ফুটবলাররা আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। আফগানিস্তানের মহিলা ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক খালিদা পোপাল এমন খবরের পর জানিয়েছেন, 'মহিলা ফুটবলাররা এখন 'প্রতিরোধের প্রতীক' হয়ে উঠবে বলে আমার আশা।' পোপাল আরও বলেন, 'আমি জানি কাজটা কঠিন। কারণ, আফগানিস্তানের ভেতরে থাকা মহিলাদের জন্য এই ফুটবল দলের অংশ হওয়া প্রায় অসম্ভব। দুঃসাধ্য। তবে আমরা যদি তাঁদের কণ্ঠস্বর হয়ে আশার বাণী পৌঁছে দিতে পারি এবং বোঝাতে পারি যে আমরা তাঁদের ভুলে যাইনি, তবেই এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সার্থকতা আসবে।'

● *সুব্রত হেমব্রেম*
পূর্ব মেদিনীপুর

সিন্ধুর স্বীকারোক্তি

'কোনও কোনও বিপক্ষ চিরতরে একেকজন ক্রীড়াবিদের সঙ্গে লেগে যায়। জুড়ে যায়। আমার এই দীর্ঘ খেলোয়াড়ি জীবনে ক্যারোলিনা তেমনই একজন। সত্যি কথা বলতে কী, কোর্টে ক্যারোলিনা বরাবরই আমার সামনে একটা যন্ত্রণা। ক্রমাগত চিৎকার করে যায়। এবং এভাবে ও আমার মতো সব বিপক্ষের মনঃসংযোগ নষ্ট করে দেয়। বিপক্ষকে লড়াই থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট কৌশল প্রয়োগ করে। তবে একথা ঠিক, ওর স্কিল, গতি এবং লড়াকু মনোভাবের কোনও তুলনা কারও সঙ্গে হবে না। ভাল ক্রীড়াবিদ, সঙ্গে থাকে বিপক্ষকে বোকা বানানোর ছক।' এ কথাগুলি বলেছেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু। একেবারে সত্যি কথা। ক্যারোলিনা মার্টিনের কাছে হেরেছেন বেশ কয়েকবার আমাদের পিভি। ব্যাডমিন্টনের গ্রহ থেকে অবসর নেওয়ার পর ওর সমকালীন সব তারকারা স্বস্তি পেয়েছেন সত্যিই। কিন্তু এমন লড়াকু ক্রীড়াবিদকে সম্মান জানাতে ভুলে যাননি পিভি সিন্ধুর মতো তারকাও। এটাই তো একজন বড় ক্রীড়াবিদের মস্ত গুণ। জীবনযুদ্ধে এগোনোর পথে আমরা কতজনই বা বিপক্ষকে প্রকৃত সম্মান জানাতে পারি? পারি না বলেই নিজেদের হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। ভালকে ভাল বলতে এত দ্বিধা কীসের?

● *অচিন্ত্য ব্যানার্জি*
বহরমপুর

শেহবাগের পরামর্শ

সেদিন টিভিতে একটা জবরদস্ত উত্তর দিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সমালোচনাকে কীভাবে তিনি এড়িয়ে যান। চমৎকার উত্তর দিয়েছেন বীরু। 'অমিতাভ বচ্চন কি তাঁর সমালোচকদের প্রশ্নের উত্তর দেন? শচীন তেন্ডুলকার তো সমালোচকদের কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। আমিও তাই। সবার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? এসব ক্ষেত্রে আমার একটা রেসিপি আছে। মাথা ঠান্ডা রেখে একটা সেঞ্চুরি করে ফেলো, দেখবে সব সমালোচকদের মুখ বন্ধ। এখন তো আর ব্যাট হাতে মাঠে নামতে পারছি না, তাই অমিতাভ বচ্চন এবং শচীন তেন্ডুলকারের কাছ থেকে শিখেছি, মাথা ঠান্ডা রাখো এবং নিজের কাজ করে যাও। দেখবেন সমালোচকরা আস্তে আস্তে ওই রাস্তায় হাঁটাই বন্ধ করে দিয়েছেন।' আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট বীরেন্দ্র শেহবাগ। জীবনের হারানো পথে ফিরতে গিয়ে দেখছি, বীরুর ওই পরামর্শ সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিতর্ককে এড়াতে পারতাম সমালোচকদের কথায় কান না দিয়ে।

● *সূর্যকান্ত গড়াই*
ধানবাদ

রাধিকা আম্বানির হাতে ২১ কোটি টাকার ঘড়ি!

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও কেকেআর-এর আইপিএলের ম্যাচ দেখতে মাঠে এসেছিলেন মুকেশ ও নীতা আম্বানির ছোট পুত্রবধূ রাধিকা আম্বানি। হাতে পরে এসেছিলেন একটি খুবই কম দামের ঘড়ি, দাম মাত্র ২১ কোটি টাকা! ঘড়িটি বেগুনি রঙের এবং রিচার্ড মিলের তৈরি। এটি সংস্থার লিমিটেড এডিশনের মডেল এবং সারা বিশ্বে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পাওয়া যায়।

রাধিকা আম্বানির কী এমন যোগ্যতা আছে যে তিনি অত দামি ঘড়ি পরবেন? তিনি আম্বানি পরিবারের ছোট পুত্রবধূ আর একটু আধটু লেখাপড়া জানেন এবং অবশ্যই সুন্দরী! তিনি বীরেন মার্চেন্ট-এর কন্যা রাধিকা মার্চেন্ট। বাবার সম্পত্তির পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকার মতো। বাবা অবশ্যই ধনী ও শিল্পপতি, তবে মুকেশ আম্বানির মতো বিশাল ধনী ও শিল্পপতি নন। যাদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ কোটি টাকার মতো। বিশ্বের সেরা ধনীদের একজন এই আম্বানি পরিবার।

যাই হোক, পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেই কি তা যথেচ্ছ খরচ করা উচিত? যেখানে দেশে দরিদ্র ও বেকারের সংখ্যা উদ্বেগজনক, যেখানে কয়েক কোটি গরিব মানুষ দু'বেলা ভাল করে খেতে পায় না। চরম দারিদ্র্যের জন্য বহু মানুষ অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন এবং অকালে মারা যাচ্ছেন। শুনেছি নীতা আম্বানির ১০০ কোটি টাকা দামের কয়েকটি গাড়ি আছে। বিশ্বের বহু নামী দামি মডেলের গাড়ি তাঁর আছে। তাঁর শখই হচ্ছে নিত্য নতুন দামি মডেলের গাড়ি কেনা। যেগুলির দাম কম করে দশ কোটি টাকা। মুকেশ আম্বানির পরিবারে মোট গাড়ির সংখ্যাটাও কম নয়, প্রায় ১৬৮টি! ভাবা যায়! চূড়ান্ত ভোগ ও বিলাসিতার নিদর্শন। সন্দেহ হয় এরা সত্যিই মানুষ তো? এঁরা কি সরকারকে প্রাপ্য আয়কর দেন? এঁরা কি কর্মীদের প্রাপ্য মাইনে দেন? এঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে কত লোন নিয়েছেন, জানার অধিকার কি এই দেশের মানুষের নেই? এঁরা কি আদৌ দেশের গর্ব বা সম্পদ? এঁদের এত সম্পত্তির উৎস কী?

এঁদের বিরুদ্ধে কেন ইডি ও সিবিআই তদন্ত হয় না? এঁদের যে অনাদায়ী ঋণ, তা কি কোনও দিনও শোধ হবে নাকি ঘুরপথে মকুব হয়ে যাবে? এটাও জানি, এঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এঁদের টাকার বড় একটা অংশ ঢোকে শাসকের পার্টি ফান্ডে।

● *পঙ্কজ সেনগুপ্ত*
কোন্নগর হুগলি

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা

সুজনকুমার দাস

বর্তমান বিশ্ব যেন একের পর এক অস্থিরতার ঢেউয়ের মুখোমুখি। অতিমারি, ইউক্রেন যুদ্ধ, ব্যাঙ্কিং সঙ্কট— এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই এখন নতুন করে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্ঘাত বিশ্ব অর্থনীতিকে আবারও নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা শুধু যুদ্ধ বা তেলের দামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিশ্ব বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের গতি— সবকিছুকেই প্রভাবিত করছে।

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সঙ্কটকে অনেক অর্থনীতিবিদ ১৯৭০-এর দশকের তেল সঙ্কটের সঙ্গে তুলনা করছেন। সেই সময় হঠাৎ তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিশ্ব জুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল এবং বহু দেশের অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে পড়েছিল। এখনকার পরিস্থিতিও তেমন আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে। যদি তেলের দাম ৮০-৮৫ ডলারের পরিবর্তে ১০০ ডলারের ওপরে পৌঁছে যায়, তবে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যেতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ থেকে নেমে ২.৫ শতাংশে পৌঁছোনো মানে শুধু সংখ্যার পরিবর্তন নয়; এর অর্থ হল চাকরি কমে যাওয়া, বিনিয়োগ স্থগিত হওয়া এবং বহু দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়া।

জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভর্তুকির পথ বেছে নিলেও কিন্তু সেই কৌশল দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ভর্তুকি বাড়ালে সরকারের রাজকোষ ঘাটতি বাড়ে। অর্থাৎ, সরকারকে বেশি ঋণ নিতে হয় বা অন্য খাতে ব্যয় কমাতে হয়। কোনও এক পর্যায়ে এই বাড়তি ব্যয়ের বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো ছাড়া উপায় থাকে না। তাই এখনই যদি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়তে থাকে, তবে ভবিষ্যতে দেশে জ্বালানির দাম বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

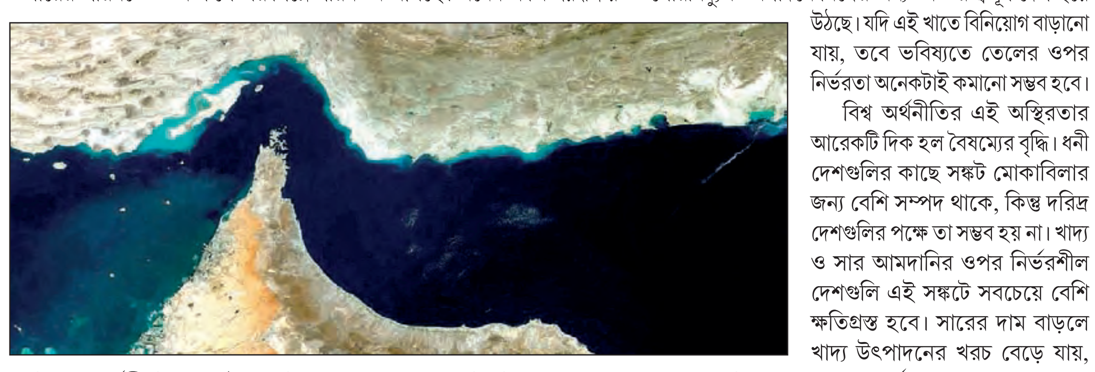

বিশ্ব অর্থনীতির এই অস্থিরতার আরেকটি দিক হল বৈষম্যের বৃদ্ধি। ধনী দেশগুলির কাছে সঙ্কট মোকাবিলার জন্য বেশি সম্পদ থাকে, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে তা সম্ভব হয় না। খাদ্য ও সার আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশগুলি এই সঙ্কটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারের দাম বাড়লে খাদ্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত খাদ্যের দামে প্রভাব ফেলে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ বাড়ে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতকে সবচেয়ে বেশি ভাবতে হবে চলতি হিসাবের ঘাটতি বা 'কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট' নিয়ে। যখন কোনও দেশ বেশি আমদানি করে এবং কম রপ্তানি করে, তখন এই ঘাটতি বাড়ে। তেলের দাম বাড়লে আমদানির খরচ বাড়বে, ফলে এই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে রুপির ওপর চাপ। রুপির মান কমলে আমদানি আরও ব্যয়বহুল হয়ে যায়, যা আবার মুদ্রাস্ফীতিকে উস্কে দেয়। এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরবরাহজনিত সঙ্কটের ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়ানো বা কমানো সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রার মানকে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতা আনে। যদিও এতে স্বল্পমেয়াদে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা বাড়তে পারে, তবুও এটি অর্থনীতিকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।

তবে ভারতের শক্তিও রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তার বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার। দেশের ভিতরের চাহিদা যদি শক্তিশালী থাকে, তবে বৈদেশিক ঝুঁকি কিছুটা সামলানো যায়। গত কয়েক বছরে ভারতের অভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় এবং পরিষেবা খাত ভাল পারফরমেন্স দেখিয়েছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভারত অন্যান্য অনেক উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় তুলনামূলক ভাবে ভাল অবস্থানে থাকতে পারে।

এদিকে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনও ভারতের অর্থনীতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির প্রসারের ফলে পরিষেবা খাত, বিশেষ করে বিপিও ও কল সেন্টার শিল্পে পরিবর্তন আসছে। অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমশক্তিকে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া না যায়, তা হলে কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যেই নতুন সুযোগও রয়েছে। বিশ্ব যখন চীনের বিকল্প হিসেবে নতুন উৎপাদন কেন্দ্র খুঁজছে, তখন ভারতের সামনে বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কিন্তু শুধু সুযোগ থাকলেই হয় না, সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশও তৈরি করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখনও ভারতের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ব্যবসা করার সহজতার বিষয়ে কিছুটা দ্বিধায় থাকেন।

এছাড়া ভারতের শেয়ার বাজার অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে বেশি দামের বলে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থাৎ, কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম তাদের প্রকৃত আয়ের তুলনায় বেশি বলে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। ফলে অনেক বিনিয়োগকারী নিরাপদ বাজারের দিকে ঝুঁকছেন। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে করনীতি, আইনি কাঠামো এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে না পারলে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ কমে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধীর করে দেবে।

তবে শুধু বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিলেই চলবে না; ভবিষ্যতের জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন। নবায়নযোগ্য শক্তি— বিশেষ করে সৌরবিদ্যুৎ— এই ক্ষেত্রে একটি বড় সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ভারত ইতিমধ্যেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠছে। যদি এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো যায়, তবে ভবিষ্যতে তেলের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

বিশ্ব অর্থনীতির এই অস্থিরতার আরেকটি দিক হল বৈষম্যের বৃদ্ধি। ধনী দেশগুলির কাছে সঙ্কট মোকাবিলার জন্য বেশি সম্পদ থাকে, কিন্তু দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে তা সম্ভব হয় না। খাদ্য ও সার আমদানির ওপর নির্ভরশীল দেশগুলি এই সঙ্কটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারের দাম বাড়লে খাদ্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত খাদ্যের দামে প্রভাব ফেলে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ বাড়ে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্ব এমন এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যেখানে অনিশ্চয়তাই একমাত্র নিশ্চিত বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বাণিজ্য নীতি এবং জ্বালানি বাজার— এই তিনটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন বিশ্ব অর্থনীতিকে দ্রুত প্রভাবিত করছে। ভারতের মতো দেশের জন্য এই সময়টি একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ— দুটোই। যদি সঠিক সময়ে সঠিক সংস্কার করা যায়, নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানো যায় এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়, তবে ভারত এই সঙ্কট থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল দূরদর্শী নীতি, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ, অনিশ্চয়তার এই যুগে যে দেশ দ্রুত মানিয়ে নিতে পারবে, ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে তার অবস্থানই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী।

লেখক অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ

সময়খণ্ড ধরার যন্ত্র

সমীরকুমার ঘোষ

'মন-ক্যামেরা ছবি তুলে রাখে'। থমকে-থাকা সময়ের সেই ছবি স্মৃতির ভাঁড়ারে জমা হয়। প্রয়োজনে লেনদেন। কখনও কোথায় হারায়, খুঁজে পাওয়া যায় না! সম্ভবত এই জন্যই মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়েছে ক্যামেরাযন্ত্র। ছবিতে বাঁধা পড়ে সময়খণ্ড। স্মৃতির ধুলো সরিয়ে ফিরে আসে অতীত। চোখে দেখার তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েই আবিষ্কার ক্যামেরার। আলো অর্থাৎ ফটো থেকেই ফটোগ্রাফি। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনা দার্শনিক-বিজ্ঞানী মাওৎসে ছোট্ট ফুটো (পিন হোল) দিয়ে আলো ঢুকিয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি করেন। তারপর 'ক্যামেরা অবস্কুরা' ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। গ্রিক ও রোমানরা এই কৌশল জানত। পেরিস্কোপের মতো ঘরের ওপর কাচ বসিয়ে আলো ঢুকিয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হত। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নোটবইয়ে আছে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গিরোলামো কার্দানো পিন হোলের সামনে লেন্স বসিয়ে একধাপ এগোন। প্রতিবিম্বকে ধরে রাখার কাজ চলতে থাকে। ১৬১৪-তে অ্যাঞ্জেলো সোলা লক্ষ করেছিলেন সিলভার নাইট্রেট রোদে কালো হয়ে যায়। ১৭২৭-এ জার্মান পদার্থবিদ ইয়োহান হাইনরিশ শুলৎজ রাসায়নিক মাখানো কাগজে চকের গুঁড়ো মাখিয়ে আলো-অন্ধকার আলাদা করার কায়দা বের করলেন। দু'দিক থেকে চলল কাজ। ১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান বাজারে আনলেন কোডাক বক্স ক্যামেরা, তাতে রোল ফিল্ম ভরা যেত। পরের বছর স্বচ্ছ সেলুলয়েড ফিল্মও আনেন। আসে রঙিন ফিল্ম। তবে আধুনিক ডিজিটাল জগতে এ সবই গল্পগাছা!

যে ক্যামেরা একসময় ছিল দুর্লভ, 'ওনার্স প্রাইড', যাতে ছবি তোলা শিখতে অনেক কসরত করতে হত, এখন পকেটে পকেটে, হাতে হাতে। খেলনা! শেখাশিখির পাট চুকে গিয়েছে। ওনার্স প্রাইডের কথায় সত্যজিৎ রায় 'যখন ছোট ছিলাম'-এ লিখছেন, 'আমরা পাঁচ টাকার বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলি, অনিল হঠাৎ একদিন একটা পাঁচশো টাকার জার্মান লাইকা ক্যামেরা নিয়ে এল, সঙ্গে সাউথ ক্লাবের টেনিস টুর্নামেন্টের এনলার্জ করা ছবি।' (অনিল লর্ড সিনহার নাতি।) তবে দামি ক্যামেরা মানেই ভাল ছবি, এমন ধারণা বদলে দিয়েছিল 'অ্যামেচার ফটোগ্রাফি' নামে এক বিদেশি পত্রিকা। লিখেছিল, 'ইট ইজ দ্য ম্যান হু টেকস দ্য পিকচার নট দ্য ক্যামেরা।' ছবি তুলতে আসলে লাগে কল্পনাশক্তি। ক্যামেরা অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল যুগে। কত রকমের ক্যামেরা ছিল— বক্স, হটশট, এসএলআর, টিএলআর, পোলারয়েড। সস্তায় মিলত রাশিয়ান এসএলআর 'জেনিথ' বা পূর্ব জার্মানির 'প্রাকটিশা'। দামি নিকন, ক্যানন, অ্যাসাই পেনট্যাক্স ইত্যাদি। দুই লেন্সের টিএলআর ছিল রোলাইকর্ড, ইয়াশিকার। সেই সব ক্যামেরায় ছবি তোলার কত হ্যাপা— অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, ফোকাস! 'সহজ ফটোগ্রাফি শিক্ষা' জাতীয় বহু ছবি তোলা শেখানোর বই ছিল। রাতে ছবি তোলা ছিল সমস্যার। তাই দিনের বেলা ছাদ বা খোলা জায়গা বাছা হত। কলকাতায় বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড, জনস্টন অ্যান্ড হফম্যান-এর মতো দোকানের কথা সত্যজিৎ জানিয়েছেন 'যখন ছোট ছিলাম'-এ। দিদিমাকে নিয়ে পারিবারিক ছবি তুলতে তাঁরা গিয়েছিলেন চৌরঙ্গি ম্যানসনের এডনা লরেঞ্জের দোকানে। সাহেব জানলা দিয়ে আসা আলোয় ছবি তুলেছিলেন। 'ম্যাজিক ল্যানটার্ন'-এর বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন— 'বাক্সের ভিতর জ্বলে কেরোসিনের বাতি, তার ধোঁয়া বেরিয়ে যায় চিমনি দিয়ে, আর তার আলো ঘুরন্ত ফিল্মের চলন্ত ছবি ফেলে দেয়ালের উপর। কে জানে, আমার ফিল্মের নেশা হয়ত এই ম্যাজিক ল্যানটার্নেই শুরু।'

রঘু রাই

ইলফোর্ড, আগফা, অরো, কোডাক ইত্যাদি সাদা-কালো ফিল্ম আসত বিদেশ থেকে। পরে ফুজি, কনিকা ইত্যাদি রঙিন ফিল্মও এসেছে। সাদা-কালো ছবির মায়া হারিয়ে যেতে থাকে! সাধারণ বাড়িতে থাকত 'বক্স ক্যামেরা'। সাত-আটের দশকে 'আগফা ক্লিক থ্রি'র খুব চল ছিল। পরে 'ন্যাশনাল থার্টি ফাইভ' নামে বাংলায় তৈরি ক্যামেরা খুব জনপ্রিয় হয়। এখন সে কারখানা উঠে গিয়েছে! সম্ভবত নয়ের দশকে বাজারে আসে 'হটশট'। দেখো আর ছবি তোলো। ক্রমশ ক্যামেরা সাধারণের সহজলভ্য হতে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠে স্টুডিও।

পরিমল গোস্বামী শুধু বিশিষ্ট লেখক-সম্পাদকই ছিলেন না, ওঁর ক্যামেরা ধরে রেখেছিল বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি। 'স্মৃতিচিত্রণ'-এ ছবি তোলা এবং তার পরিস্ফুটনের ঝকমারি নিয়ে অনেক তথ্য মেলে। ক্লাস টুয়ে পড়ার সময় প্রথম তোলা গ্রুপ ফটো তাঁর কাছে ছিল পরম বিস্ময়ের। ১৯১০-এ পাবনা থেকে কলকাতায় আসেন। লিখছেন, 'ধর্মতলা স্ট্রীটে ফোটোগ্রাফ তুলিয়েছিলাম আট আনা দিয়ে। কাঁচের উপরেই পজিটিভ প্রিন্ট, পিছন কালো কাগজে ঢাকা ও আর একখানা কাঁচ বসিয়ে ফ্রেমে এঁটে দেওয়া।' ১৯১৯-এ একটি কোয়ার্টার-প্লেট ক্যামেরা কেনেন। সেকেন্ড হ্যান্ড। ট্রাইপড-সহ দাম ৪৫ টাকা। ক্যামেরাটিতে রোল ফিল্ম ও প্লেট দুই-ই চলত। দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে ও বাথরুমে বহু কসরত করে ডেভেলপ করতে হত।

ছোটরা ক্যামেরা ক্যামেরা খেলত টিন বা প্লাস্টিকের তৈরি কাঠামোয় মোটা কাগজের ফ্রেমে আটকানো কাটা ফিল্মের ছবি দেখে। আর ভিডিওর স্বাদ নিত রাস্তাঘাটের বায়োস্কোপ যন্ত্রে।

রবীন্দ্রনাথ ক্যামেরায় ছবি তোলায় আগ্রহী ছিলেন না। 'শেষের কবিতা'য় পাই— 'ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।' অপরিচিতা-য় লেখেন, 'আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।'

'ছোটো ও বড়'য় আরও পরিষ্কার ভাবে লিখছেন, 'ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই।'

কবি নিজে ফটোগ্রাফি-বিরূপ হলেও তাঁকে হরদম ছবিশিকারিদের খপ্পরে পড়তে হত। জাহাজ জাপানে ভেড়ার সময় ডেকের ওপর রাজার হালে বসে সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভাল করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন 'জাপানযাত্রী' কবি। 'খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।'

ডিজিটাল যুগে ছবি যেন মায়া! ক্যামেরা কিনতে হয় না, ফোনেই হাজির! প্রতি সেকেন্ডে কত আত্মছবি মানে সেল্ফি তোলা হয়, কে জানে! ভিডিও তোলাও জলভাত। ছবি তোলা ও মুছে ফেলা চলে সমান তালে। 'এডিট' অপশন হয় কে নয় করে তোলে। সহজলভ্যতা ও প্রাচুর্য জিনিসের কদর কমায়, ছবিও ক্রমশ কৌলীন্য হারাচ্ছে। যেন, সব কিছু বদলে গেছে, এই ছবি আর সেই ছবি নয়!

তথ্য

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সাতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যা দীর্ঘ সময় ধরে চলা নির্বাচনের রেকর্ড।

দে মু

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত। Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. Editor: Asoke Dasgupta. ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81

তৃণমূলের হারে উল্লসিত হবেন না, দলের একাংশকে বার্তা রাহুলের

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ৫ মে

তৃণমূল সরকারের পতনে উল্লসিত হবেন না— কংগ্রেসের একাংশকে এমনই বার্তা দিলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য, 'এই সময়ে রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখা জরুরি। কীভাবে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে ভাবা উচিত।' উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি। এই জয়ের পর দলের একাংশ উল্লাস প্রকাশ করেছেন। যা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না রাহুল। বাংলায় বিজেপির জয়ের পর তৃণমূল–সহ একাধিক বিরোধী দল দাবি করেছে, ভোট লুঠ করে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির পাশে দাঁড়িয়েছেন রাহুল গান্ধী। ফল প্রকাশের পরে বাংলা ও অসমে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন রাহুল। বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে 'জনমত চুরি' বলে দাবি করেছেন তিনি। রাহুল বলেন, এটি ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার একটি বড় পদক্ষেপ। মমতা ব্যানার্জির দল তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় নিয়ে যাঁরা উল্লাস করছেন, তাঁদের সতর্ক করে তিনি বলেন, এটি কোনও একক দলের বিষয় নয়, বরং দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তাই তিনি সকলকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানান।

মঙ্গলবার সকালে সমাজমাধ্যমে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন রাহুল। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কংগ্রেস এবং অন্য দলের কেউ কেউ তৃণমূলের এই পরাজয়ে বিজয়োল্লাস করছেন। তাঁদের বুঝতে হবে যে অসম আর বাংলায় যে চুরিটা হয়েছে, সেটা ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার অভিযানে বিজেপির একটা বড় পদক্ষেপ। ক্ষুদ্র রাজনীতিকে পাশে সরিয়ে রাখুন। এটা কোনও নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। এটা সমগ্র ভারতের বিষয়।' পোস্টের শেষে সমগ্র ভারত বোঝাতে জাতীয় পতাকার ছবি ব্যবহার করেছেন রাহুল গান্ধী। সোমবারই অসম ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল। মমতার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে রাহুল বলেছিলেন, 'আমরা মমতাজির সঙ্গে একমত। বাংলায় ১০০–রও বেশি আসন চুরি হয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, এই ধরনের ঘটনা নতুন নয় এবং আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা এই কৌশল আগেও দেখেছি—মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, লোকসভা ২০২৪–এও।'

এদিকে, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে বলেন, ভারতে 'নির্বাচনী কারচুপি' এখন এক ধরনের বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, একসময় নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বিশ্বে প্রশংসিত হত নির্বাচন কমিশন। এখন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সহায়তায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তারা।

৭ আপ সাংসদ বিজেপিতে

রাষ্ট্রপতির কাছে ভগবন্ত মান, পরে চাড্ডারাও

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ মে

আম আদমি পার্টির সাত সাংসদ দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে আপ নেতা ভগবন্ত মান পাঞ্জাবের ছয় রাজ্যসভার সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, দুই–তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুরো দল অন্য দলের সঙ্গে একীভূত হতে পারে, কিন্তু যদি একটি কক্ষের মাত্র ছয়–সাত জন লোক এমনটা করেন, তাহলে এই স্বেচ্ছাচারিতা বরদাস্ত করা হবে না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পর ভগবন্ত মান বলেন, 'এটা গণতন্ত্রের প্রহসন। পাঞ্জাবে বিজেপির দু'জন বিধায়ক, অথচ রাজ্যসভায় বিজেপির এখন ছয় সাংসদ! যা সংবিধানের প্রতি এক উপহাস।' মান এদিন সকালে তিনটি ভলভো বাসে ৯০ জন বিধায়ককে নিয়ে দিল্লিতে এসে পৌঁছোন।

এদিনই দলত্যাগী সাংসদরাও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, আপ নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব সরকার 'প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি' করছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার করছে। রাঘব চাড্ডা দাবি করেন, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ হরভজন সিংয়ের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে এবং শিল্পপতি–সাংসদ রাজেন্দ্র গুপ্তার কারখানায় প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, সাংসদ সন্দীপ পাঠকের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও অভিযোগ জানান তিনি।

আমিরশাহিতে হামলায় আহত ৩ ভারতীয়, নিন্দায় প্রধানমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ মে

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফুজিরাহতে ইরানি হামলায় তিন ভারতীয় নাগরিকের আহত হওয়ার পরেই ঘটনার নিন্দা করল ভারত। এই ঘটনাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ইরানের নাম না করে লিখেছেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ওপরে আক্রমণে তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। তার তীব্র নিন্দা করছি। নাগরিক ও পরিকাঠামোর ওপর আক্রমণ কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।' পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতিও জারি করেছে। সেখানেও নিরীহ নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে দিল্লি। সোমবার ফুজিরাহের একটি তেল উৎপাদন কেন্দ্রে ইরানি ড্রোন হামলার কারণে আগুন লেগে যায়। তার ফলে সেখানে কর্মরত তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হন। এই ঘটনায় ইরানের দিকে আঙুল তুলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা দ্রুত এই হামলা বন্ধ করা এবং সাধারণ মানুষ, সেখানকার পরিকাঠামো ব্যবস্থার ওপর হামলা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।' পশ্চিম এশিয়ায় যাতে দ্রুত শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরে আসে, তার জন্য ভারত সরকার সব সময় আলোচনা এবং কূটনীতির পথে চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। জয়সওয়াল বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিনা বাধায় অতি দ্রুত হরমুজ প্রণালী ব্যবহার করে ব্যবসায়িক চলাচল শুরু করাতে হবে। এই সমস্যা মেটাতে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথকে আমরা সবসময়ে সমর্থন জানাব।'

সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক আগামী সপ্তাহেই

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ মে

এনসিইআরটি

এনসিইআরটির অষ্টম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ে বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে সেই বিতর্কিত অধ্যায় বাদ দেওয়ার সংশোধন প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। শিক্ষামন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে পাওয়া যাবে। জানা গিয়েছে, সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকে এনসিইআরটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদন আগেই মিলেছিল। সিলেবাস কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পরেই চলতি সপ্তাহে সংশোধিত বইয়ের প্রিন্ট শুরু হয়ে যায়। 'বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি' অধ্যায় নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শীর্ষ আদালত ওই বইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। 'দুর্নীতি' প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিল এনসিইআরটি। কর্তৃপক্ষের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, বিতর্কিত অধ্যায়ের জন্য তারা 'নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা' করছে এবং সংশ্লিষ্ট বইটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এনসিইআরটির তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতেও শিক্ষাসামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে এনসিইআরটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষাসামগ্রীর ক্ষেত্রে যথার্থতা, সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্বশীলতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এনসিইআরটি।

অসমে হিমন্তকেই চান বিজেপি বিধায়করা

আজকালের প্রতিবেদন

অসমের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেই চাইছেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা। তবে এখনও বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচন হয়নি। মঙ্গলবার, বিজেপির তরফে প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে অসমের পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বিজেপির বেশিরভাগ বিধায়কই হিমন্তকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে অসমে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু ২০২১ সালে হিমন্তকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত করে বিজেপি নেতৃত্ব। সর্বানন্দকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হয়। দলের বিপুল জয়ের পর সর্বানন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন হিমন্ত। ইঙ্গিত স্পষ্ট, তিনিই ফের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। অন্য দিকে, কংগ্রেসের তরফে এই পরাজয়কে অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ এদিন বলেন, ৯ মে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। হারের কারণ তাঁরা অনুসন্ধান করবেন। গৌরব নিজেই অবশ্য বিপুল ভোটে পরাস্ত হয়েছেন। এদিকে, বোকাজানের কংগ্রেস প্রার্থী রতন ইংটির বাড়িতে সোমবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা বোমা মারে। রতন, জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও। তাঁর অভিযোগ, অন্তত ৬টি পেট্রোল বোমা তাঁর বাগানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনও খবর নেই।

দু'সপ্তাহ সময় চাইলেন বিজয়

সংবাদ সংস্থা
চেন্নাই, ৫ মে

তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে চিঠি

তামিলনাড়ু বিধানসভার ২৩৪টি আসনের ১০৮টি জিতে চমকে দিয়েছেন রাজনীতিতে নবাগত, তামিল ছবির মহাতারকা থলপতি বিজয়। প্রাপ্ত আসনের নিরিখে বৃহত্তম দলের মর্যাদা পেয়েছে তাঁর তামিলাগা ভেটরি কাঝাগম (টিভিকে)। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। তবে ১০৮টি আসনকে সম্বল করে সরকার গড়ায় মনোযোগ দিয়েছেন বিজয়। সরকার গড়ার দাবি জানিয়ে লোকভবনে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে ই–মেল মারফত চিঠিতে লিখেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একটা সুযোগ চাইছি।' সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য দু'সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। সূত্রের খবর, বিজয়কে ডাকার আগে আইনি পরামর্শদাতাদের মতামত নেবেন রাজ্যপাল। পেরাম্বুর এবং তিরুচিরাপল্লি (পূর্ব), এই দুটি আসনে বিপুল ভোটে জিতেছেন বিজয়। সম্ভবত তিরুচিরাপল্লি (পূর্ব) আসনটি ছাড়বেন তিনি। এদিকে, মঙ্গলবার রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তামিলনাড়ুর সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ২৩৪ আসনের মধ্যে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে পেয়েছে ৫৯টি আসন। এআইএডিএমকে পেয়েছে ৪৭টি। ১০৮টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে বিজয়ের টিভিকে। অন্যদিকে, পুদুচেরিতে পঞ্চম বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এন রঙ্গস্বামী। এনডিএর শরিক রঙ্গস্বামীর দল অল ইন্ডিয়া এন আর কংগ্রেস।

আইনজীবী সংগঠনকে ভর্ৎসনা শীর্ষ কোর্টের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ মে

সবরিমালা

সবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় ইন্ডিয়ান ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শুনানির সময় আদালত প্রশ্ন তোলে— 'আপনারা কি দেশের প্রধান পুরোহিত?' প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন ৯ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ মন্তব্য করে, ২০০৬ সালের এই জনস্বার্থের মামলা 'আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার' হতে পারে। আদালত আরও বলে, আইনজীবীদের সংগঠন হিসেবে তাদের উচিত ছিল, বার ও নবীন আইনজীবীদের কল্যাণে কাজ করা, এ ধরনের মামলা করা নয়।

এদিনের শুনানিতে ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আইনজীবী রবিপ্রকাশ গুপ্তার যুক্তি ছিল, ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলির ভিত্তিতেই এই জনস্বার্থের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি জানান, সংগঠনটি ভগবান আয়াপ্পার ভক্তদের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছে না, বরং তা রক্ষা করছে। তবে বিচারপতি বি ভি নাগারত্না প্রশ্ন তোলেন, একটি আইনগত সত্তা কীভাবে 'বিশ্বাস' দাবি করতে পারে। বিচারপতি অরবিন্দ কুমারও জানতে চান, এই মামলা দায়েরের জন্য সংগঠনের ভেতরে কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কি না। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কড়া সুরে বলেন, 'কেন এই জনস্বার্থ মামলা করেছেন? আপনারা কি দেশের প্রধান পুরোহিত?' আদালত আরও মন্তব্য করে, সংগঠনটির উচিত ছিল তরুণ আইনজীবীদের সহায়তা করা, বিশেষত গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা সেইসব আইনজীবী, যাঁরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন।

পুলিৎজার জয় ২ ভারতীয়ের

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৫ মে

২ ভারতীয় সাংবাদিকের পুলিৎজার জয়। সাংবাদিকতা জগতের এই বড় পুরস্কার জিতেছেন সাংবাদিক আনন্দ আরকে এবং সুপর্ণা শর্মা। সোমবার 'ইলাস্ট্রেটেড রিপোর্টিং অ্যান্ড কমেন্টারি' বিভাগে পুলিৎজার জিতেছেন আনন্দ ও সুপর্ণা। আনন্দ মুম্বইয়ের শিল্পী ও ভিজ্যুয়াল শিল্পী। সুপর্ণা বহু বছর ধরে অপরাধ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খবর করেছেন। ব্লুমবার্গের নাতালি ওবিকো পিয়ারসন ও তাঁদের সঙ্গে এই পুরস্কার জিতেছেন। পুরস্কার বিজয়ী কাজটির শিরোনাম ছিল 'ট্র্যাপড'। ভারতের একজন নিউরোলজিস্টের 'রোমাঞ্চকর বিবরণ' সেটি। ফোনের মাধ্যমে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' করে রাখা হয়েছিল ওই নিউরোলজিস্টকে। ছবি এবং শব্দ ব্যবহার করে ডিজিটাল নজরদারি এবং ডিজিটাল কেলেঙ্কারি নিয়ে বেড়ে চলা বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ ফুটিয়ে তুলেছেন দুই সাংবাদিক। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি পরিচালিত পুলিৎজার পুরস্কারকে সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মানগুলির মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে প্রস্তাবিত বালি খাদান প্রোজেক্টগুলির খননের জন্য জনশুনানি **২১.০৫.২০২৬** তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় পুনরায় ধার্য করা হয়েছে। শুনানিগুলির নির্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং স্থান নিম্নে বর্ণিত করা হল :

বালি খাদানের নাম	শুনানির তারিখ ও সময়	শুনানির স্থান
মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক **Kirtansole Sand Mine (MIN_JH_24B)** জে.এল. নং–৭৭, প্লট নং–৫১১(পি) এবং ৫১১/৫৩৮(পি), মৌজা–কীর্তনশোল, গ্রাম–কীর্তনশোল, ব্লক–গোপীবল্লভপুর–২, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ১৬.২৮ হেক্টর (৪০.২৩ একর) জায়গা জুড়ে।	২১.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা	গোপীবল্লভপুর–২ ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের কার্যালয়, বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম জেলার অধীন, পশ্চিমবঙ্গে
মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক **Mahapal Sand Mine (MIN_JH_26B)** জে.এল. নং–২৬৯, প্লট নং–১(পি), মৌজা–মহাপাল, গ্রাম–মহাপাল, ব্লক–গোপীবল্লভপুর–২, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ২২.৭৪ হেক্টর (৫৬.১৯২ একর) জায়গা জুড়ে।	২১.০৫.২০২৬ দুপুর ১২টা	
মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক **Kirtansole Sand Mine (MIN_JH_24A)** জে.এল. নং–৭৭, প্লট নং–৫১১(পি) এবং ৫১১/৫৩৮(পি), মৌজা–কীর্তনশোল, গ্রাম–কীর্তনশোল, ব্লক–গোপীবল্লভপুর–২, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ১৮.৫৬ হেক্টর (৪৫.৮৬ একর) জায়গা জুড়ে।	২১.০৫.২০২৬ দুপুর ১টা	
শ্রী রমেন চক্রবর্তী (মেসার্স চক্রবর্তী এন্টারপ্রাইজ) কর্তৃক **Chabukya Sand Mine (Sand Block MSHB_15)** জে.এল. নং–৬৭, প্লট নং–৪২৫(পি), মৌজা–চাবুকা, গ্রাম–আমলাদাড়ি, ব্লক–সাঁকরাইল, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ৩.৩৩ হেক্টর (৮.২৩ একর) জায়গা জুড়ে।	২১.০৫.২০২৬ বিকেল ৩টা	সাঁকরাইল ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের কার্যালয়, রোহিণী, ঝাড়গ্রাম জেলার অধীন, পশ্চিমবঙ্গে

এই বিজ্ঞপ্তিটি গত ২৪.০২.২০২৬ তারিখে 'আজকাল', 'মিলেনিয়াম পোস্ট' এবং 'সানমার্গ' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটির ধারাবাহিক রূপে গণ্য হবে।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা–৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপকারী হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হলেও সেগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং এই কারণে প্রকাশ্য এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের অবগত করানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির ওপর ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার ঠিকানা	ক) নোটিসের তারিখ খ) এনপিএর তারিখ (কার্যকরের তারিখ)	অনাদায়ী বকেয়া (দাবিকৃত) (₹)	মঞ্জুর ঋণ
১.	**১. মিঃ সুকমল মুখোপাধ্যায়** পিতা– বিমল মুখোপাধ্যায় **২. মিসেস সোনালি মুখোপাধ্যায়** স্বামী– সুকমল মুখোপাধ্যায় **উভয়ের নিবাস:** নবঘন্টি, বার্নপুর, আসানসোল (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন), পশ্চিম বর্ধমান–৭১৩৩২৫	(ফ্ল্যাটের বিবরণ)- ১৫০০ স্কোয়ার ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং সি-১/২, দোতলায়, ব্লক-সি, "মানসরোবর অ্যাপার্টমেন্ট"-এ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নরসিংবাঁধ, থানা– হীরাপুর, জেলা– বর্ধমান, ভবনের সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকার, ওয়াটার ক্লোজেট, ড্রেনেজ, ল্যাভাটরি এবং অন্যান্য সুবিধা ব্যবহারের অধিকার, ফ্ল্যাট/ইউনিট/অফিস প্রেমিসেস এর সঙ্গে যুক্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং যাতাযাত অধিকার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত ফিক্সচার ও ফিটিংসের সঙ্গে উক্ত ভবনের নিচতলায় ১৩৫ বর্গফুটের একটি চার চাকার গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।	**ক) ২৬.০২.২০২৬ খ) ০৭.০২.২০২৬**	₹১৯,০৫,২২৯.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর ০২১৩০৮৫০২০৩৩–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ১৮.০২.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	২০.০৯.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্র, পা ওয়ার হোম ভ্যানিলা বিআরই সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং ₹২১,০৩,৫৩২.০০ (একুশ লক্ষ তিন হাজার পাঁচশো বত্রিশ টাকা মাত্র) পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেছে।
২.	**১. মিঃ মোঃ ইসরার উদ্দিন আনসারি** পিতা– মহম্মদ শামসুদ্দিন আনসারি **২. মিসেস জুবেরিয়া সিদ্দিকি** স্বামী– মোঃ শামসুদ্দিন আনসারি **৩. মিঃ মোঃ সিফুদ্দিন আনসারি** পিতা– মহম্মদ শামসুদ্দিন **৪. মিসেস নজমুন্নিসা মহঃ** স্বামী– মোঃ ওরফে সিফুদ্দিন মোঃ **সকলের নিবাস:** লোয়ার মুসলিম পাড়া, বিচ মহল্লা, ওল্ড সীতারামপুর, কুলটি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৫৯	সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বেলরুই, প্লট নং ৬৭০, ৬৭৫, এল আর খতিয়ান নং ১০৪০, ১০৭৬, জে এল নং ৪৯, থানা– কুলটি, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৫৯, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ২৬.০২.২০২৬ খ) ০৯.১১.২০২৫**	₹১৪,৬২,৮২২.৭৭, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫১০৫৮২৪৪–এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৪.০২.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.১১.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) এবং ₹২৭,৫১২.৩৯, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫১০৫৮২৬০ –এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৪.০২.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.১১.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	১২.১১.২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী ₹১৪,৭০,০০০.০০ (চোদ্দ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৩০,০০০.০০ (তিরিশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধন।
৩.	**১. মিঃ তাপস কোটাল** পিতা– গোবিন্দ কোটাল রানহাট, বাইরা–কানপুর, আরামবাগ, হুগলী–৭১২৪১৩ **নিবাস:** মৌজা– রানহাট, প্লট নং ৮২, এল আর খতিয়ান নং ১৬৯৮, জে এল নং ১২৫, থানা– আরামবাগ, জেলা– হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৪১৩	সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রানহাট, প্লট নং ৮২, এল আর খতিয়ান নং ১৬৯৮, জে এল নং ১২৫, থানা– আরামবাগ, জেলা– হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২৪১৩, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো।	**ক) ২৭.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫**	₹৬,৮৩,৫৪৮.৮৮, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৬৯১২৭২০ –এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) এবং ₹৫২,০২৮.৮০, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৬৯১২৭৩৩ –এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ২২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	০৭.০৭.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী ₹৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের ওভারড্রাফটের সুবিধা এবং ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) অর্থমূল্যের কার্যকরী মূলধন।

বিজ্ঞপ্তি পরিষেবার বিকল্প উপায় হিসেবে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণের (প্রযোজ্যমতো) প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ ও প্রযোজ্য চার্জ সমেত অনাদায়ী বকেয়া বাবদ অর্থাঙ্ক পরিশোধ করেন যার অন্যথা হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থানাধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির পরে কোনও ঋণগ্রহীতা উক্ত অ্যাক্টের (২) নং উপধারাধীনে এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার আগাম অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারাধীনে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতার প্রতি উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কিত সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারা–

''যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও সুরক্ষিত ঋণদাতার তরফে কৃত খরচাপাতি সমেত সুরক্ষিত ঋণদাতার যাবতীয় পাওনা অর্থাঙ্ক প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র আমন্ত্রণ বা জনসাধারণের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ অথবা সুরক্ষিত পরিসম্পদ ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির জন্য ব্যক্তিগত চুক্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে যে কোনও সময়ে ঋণগ্রহীতা যদি সুরক্ষিত ঋণদাতাকে মিটিয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে— (১) সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে না; এবং (২) এই উপধারার অধীনে উপরোক্ত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার আগে যদি সুরক্ষিত ঋণদাতার তরফে ইজারা, ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদ ইজারা বা ভারার্পণ বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।''

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)

(মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, গুয়াহাটি বেঞ্চের ১১.১২.২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে লিকুইডেশনে)
লিকুইডেটরের বিস্তারিত: নাম: সুধা শর্মা
ঠিকানা: সুধা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ১৮৫, এম.আর.ডি রোড, বামুনিমৈদাম, গুয়াহাটি-৭৮১০২১, অসম
যোগাযোগ নম্বর: +৯১৯৮৬৪০৫০২৪৯; ই মেইল: liquidator.nayak@gmail.com

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জনসাধারণের প্রতি নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে) এর মালিকানাধীন অস্থাবর প্লান্ট এবং মেশিনারির বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো, যা নিচে উল্লেখিত স্থানে অবস্থিত। **ই-নিলাম "যেভাবে আছে সেভাবে", "যা আছে তা", "যা কিছু আছে" এবং "কোন রিকোর্স ছাড়া"** ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** বা **www.baanknet.com** এর মাধ্যমে একক ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিবৃত অনুসারে করা হবে:

লট নম্বর	বিক্রির জন্য সম্পদের মৌলিক বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা (ইএমডি) (₹)	বিড বৃদ্ধি মূল্য (₹)
	অস্থাবর সম্পত্তি/প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির বিক্রয়			
লট ১	স্যান্ডভিক, হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ মডেল–DT820, মেশিন ক্রম নং 113D25948-1 ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী–মার্সেডিজ বেঞ্জ, বছর–২০১৩ **অবস্থান– কাওয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	₹৬৬,৫৯,৭৬৬/-	₹৬,৬৫,৯৭৬/-	₹১,০০,০০০/-
লট ২	স্যান্ডভিক, হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ মডেল–DT820, মেশিন ক্রম নং 414D39303-1 ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী–মার্সেডিজ বেঞ্জ, বছর–২০১৫ **অবস্থান– কাওয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	₹৭২,৬৭,৫০০/–	₹৭,২৬,৭৫০/–	₹১,০০,০০০/-
লট ৩	টাটা হিতাচি, এক্সক্যাভেটর (ZAXIS450H), মেশিন ক্রম নং 016J-000511, বছর–২০১৩ **অবস্থান– কাওয়ানপুই, ব্রিজ নং ১২, মিজোরাম**	₹১৫,৫৩,৭০৮/-	₹১,৫৫,৩৭০/–	₹১,০০,০০০/-
লট ৪	টাটা হিতাচি, এক্সক্যাভেটর (ZAXIS220LCM), মেশিন ক্রম নং THEDCOLOC00000141, বছর–২০১৫ **অবস্থান– রাজতালি, মিজোরাম**	₹১০,৩৬,৯৩৭/-	₹১,০৩,৬৯৩/–	₹১,০০,০০০/-
লট ৫	বি ১৮০ডি কাসাগ্রেন্ড, সুইং শেটার ব্যাচিং প্লান্ট এবং মাহিন্দ্রা ডাম্পার। **অবস্থান– গুয়াহাটি, অসম এবং সিদ্ধি আশ্রম এবং কালাছারা, ত্রিপুরা**	₹৪৫,০১,৫৭৫/-	₹৪,৫০,১৫৭/–	₹৭০,০০০/-
লট ৬	**গুয়াহাটি, অসমে** সেন্ট্রিফিউগাল জলের পাম্প ৩.৭ কিলোওয়াট, ১৫০০ আরপিএম, উষার তৈরি এবং মাহিন্দ্রার তৈরি সিউইং স্টেটর (ট্রানজিট মিক্সার)	₹২,০১,০৪৬/-	₹২০,১০৪/–	₹২০,০০০/-

বিবরণ	সময়সীমা
প্রক্রিয়া তথ্য নথি অনুযায়ী সম্ভাব্য বিডারের দ্বারা প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা এবং অঙ্গীকার, ঘোষণা ইত্যাদির মতো যোগ্যতা নথি জমা দেওয়া।	৬ মে, ২০২৬ থেকে ৬ জুন, ২০২৬
পরিদর্শন সময়কাল	৬ মে, ২০২৬ থেকে ৬ জুন, ২০২৬
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৬ জুন, ২০২৬
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	৮ জুন, ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২.৩০টা

ই-অকশন প্রক্রিয়ার নোট:
এই বিজ্ঞপ্তিটি অকশন প্রক্রিয়া স্মারকের সাথে পড়া হবে যা সম্পত্তির বিস্তারিত, অনলাইন বিড-ফর্ম, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি ফর্ম, ই-অকশনের সাধারণ শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করে যা **www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ অথবা লিকুইডেটরের কাছ থেকে +৯১৯৮৬৪০৫০২৪৯ নম্বরে অথবা ইমেল: **liquidator.nayak@gmail.com** থেকে পাওয়া যেতে পারে।

বিড অর্থাঙ্কের সঙ্গে প্রযোজ্য হারে জিএসটি সফল বিডারকে প্রদান করতে হবে।

স্বা/–
তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ সুধা শর্মা, লিকুইডেটর–নায়ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)
স্থান: গুয়াহাটি রেজি নং :IBBI/IPA-002/IP-N01251/2022-2023/14266

ICICI Bank

ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিসেস মৌসুমী ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এডউইন এম ঘোষ (সহ–ঋণগ্রহীতা) শিপ্রা পাল (জামিনদার) লোন অ্যাকাউন্ট নং: TBCAL00006268570 এবং LBCAL00006277142	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২বি, ২ নং ফ্লোর, উত্তর–পশ্চিম ভাগে (পিছনের অংশে), 'সরস্বতী ভিলা', প্রেমিসেস নং ৩২৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, আর এস দাগ নং ২৪, এল আর দাগ নং ৩৩, এল আর খতিয়ান নং ১০৯/১, আর এস খতিয়ান নং ৫৯৯, ৬০১, ৬০২ ও ৬০৫, তৌজি নং ৪১৬বি/১, জে এল নং ৩১, আর এস নং ৩৩৪, ওয়ার্ড নং ১৪২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা– পূর্বতন বেহালা, পরবর্তীতে ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, অ্যাসেসি নং ৭১১৪২০৫০০৮০, জোকা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পরগনা– মাগুরা, মৌজা– রামচন্দ্রপুর, এডিএসআর– বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২০ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ২২,৭৭,৬৬৮/– ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১৫,৫০,০০০/– / ₹ ১,৫৫,০০০/–	২১ মে, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৮ মে, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://disposalhub.com)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবিলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফটের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৩৩৪৩৪৩৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং (২) গিরনারসফ্ট প্রাঃ লিঃ–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৬ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 19.03.2026, at about 08.31 Hrs, Found at Under Burdwan GRPS area, Description of this dead body is: **Age-** 45 Yrs, **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 4 Inch, **Build**-Medium, **Hair** - White & Black, **Wearing** - Yellow T-Shirt and Gray full pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D659(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 19.09.2025, at about 15.45 Hrs, Found at Sadarghat Road near Mela Ground, Description of this dead body is: **Age-** 40 Yrs, **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 5 Inch, **Build**- Medium. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D655(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 22.03.2026, at about 12.40 Hrs, Found at Under Burdwan GRPS area, Description of this dead body is: **Age-** 40 Yrs, **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 4 Inch, **Build**-Medium, **Hair** - White & Black, **Wearing** - Deep Blue trouser and Sky Blue full T-Shirt. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D660(3)/2026

শাহর নামে মন্দির

হাওড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নামে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করলেন বিজেপির নেতা–কর্মীরা। মঙ্গলবার মহা ধূমধাম করে পুজোপাঠের মাধ্যমে এই মন্দির তৈরির শিলান্যাস করলেন বিজেপির প্রাক্তন হাওড়া জেলা সভাপতি দেবাঞ্জল চ্যাটার্জি ও প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি শিবশঙ্কর সাধুখাঁ। মধ্য হাওড়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে উঠবে ওই মন্দির।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের পার্টি অফিস বিজেপির দখলে। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

বিজেপি নেতৃত্বের নিষেধ সত্ত্বেও হামলা, ভাঙচুর

আজকালের প্রতিবেদন

নেতারা বলছেন। নির্বাচিত বিধায়করাও মানা করছেন। কিন্তু তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল, হামলা, তৃণমূল নেতাদের হেনস্থা, বাড়িতে চড়াও হওয়ার একটার পর একটা অভিযোগ উঠছে বিজেপির স্থানীয় নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে। নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। তবে দখল নেওয়া পার্টি অফিস আবার তৃণমূলকে ফিরিয়ে দেওয়াও হয়েছে কোনও কোনও জায়গায়।

হুগলির বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয়ের দখল নেয় বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা। খবর কানে যেতেই বিজেপি নেতারা কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘দলের তরফে কোনও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ বিজেপির তরফে সেই নির্দেশ টোটো করে সারা শহরে মাইকিং করা শুরু হয়েছে। চুঁচুড়া শহরের বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করার চেষ্টা করে বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা। খবর পাওয়ার পর এদিন জেলা শীর্ষ নেতৃত্ব সেই সব পার্টি অফিস পুনরায় তৃণমূলের নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে, দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে, দলীয় কার্যালয়ে হামলা–ভাঙচুর রুখতে ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবিতে মঙ্গলবার নাদনঘাট থানায় ধর্না–কর্মসূচি পালন করেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বেছে বেছে তৃণমূলের নেতা–কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল এবং সিপিএমের পরিবহণ শ্রমিক কার্যালয়ের পতাকা খুলে বিজেপির পতাকা টাঙানো হয়। দাঁইহাট পুরসভার কার্যালয়েও বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার গভীর রাতে সবংয়ের তেমাথানিতে থাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। মেদিনীপুর শহরের তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই জেলার নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, কাঁথি, তমলুক এবং এগরা–সহ বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কার্যালয়ে ভাঙচুর, লুঠপাট ও দখলের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। মঙ্গলবার সকালেও তার ধারা অব্যাহত। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কার্যালয়, তাদের কর্মী–সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে বসিরহাটেও। উত্তর ২৪ পরগনা স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী বীণা মণ্ডলের বাড়িতে বিজেপি সমর্থকরা চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।

বীরভূমের নানুর ব্লক তৃণমূলের কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের বাড়িতেও ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। তালা ঝোলানো হল রামপুরহাট পুরসভা ভবনেও। তারাপীঠ উন্নয়ন পর্ষদের (টিআরডিএ) অফিসের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র: মিল্টন সেন, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাস, যজ্ঞেশ্বর জানা, গৌতম চক্রবর্তী, স্বদেশ ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃণমূলের নওদার ব্লক সভাপতি গ্রেপ্তার

প্রদীপ দে

বহরমপুর, ৫ মে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান শেখকে। সফিউজ্জামান ওরফে হাবিব আবার তৃণমূলের নওদার ব্লক সভাপতি। তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানের ভাগ্নে। ২৩ এপ্রিল ভোটের দিন নওদার শিবনগরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বচসায় জড়ান। চলে দু’দলের সঙ্ঘর্ষ। তখনই সফিউজ্জামান দলবল নিয়ে রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পাল্টা অবরোধ করেন হুমায়ুনও। অভিযোগ, সফিউজ্জামান সেই সময়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মী–সহ কেন্দ্রের জওয়ানদের হুমকি দেন। ওই রাতেই নওদা থানায় সফিউজ্জামানের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোমবার নওদায় তৃণমূল প্রার্থী সাহিনা মমতাজ হারার পর রাতেই নওদা থানার পুলিশ সফিউজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে। এই সফিউজ্জামান ওরফে হাবিব নওদার দাপুটে নেতা ছিলেন। নওদার পরাজিত তৃণমূল বিধায়ক সাহিনা মমতাজের সঙ্গে হাবিবের সম্পর্ক ছিল সাপে–নেউলে। খোদ অভিষেক ব্যানার্জি নওদায় দলের প্রকাশ্য সভায় হাবিবকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ‘দলের প্রার্থীর হয়ে কাজ করো।’ পরাজিত প্রার্থী সাহিনা মমতাজ জানান, হাবিব আদৌও আমার হয়ে প্রচার করেছিল কি না জানিনা। কোনও যোগাযোগ রাখত না। তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের তাঁর ভাগ্নের গ্রেপ্তারি নিয়ে বলেন, ‘একই মামলায় পুলিশ হাবিবকে গ্রেপ্তার করল, অথচ আরেক অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে পুলিশ ধরল না। এটা দুর্ভাগ্যজনক।’ এদিন বহরমপুরে জেলা আদালতে তোলা হলে জামিন হয়নি হাবিবের।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/এন.ই. রেলওয়ে/লোকো শেড গোন্ডা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন উন্মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার **বিজ্ঞপ্তি নং: এলএস-জিডি-২০২৬-বগিসার্ভিসিং; বিবরণ:** "লোকো শেড গোন্ডায় ২ বছরের জন্য প্রচলিত/৩-ফেজ লোকোমোটিভের বগি এবং বগির যন্ত্রাংশ খুলে সার্ভিসিং করা।" **আনুমানিক ব্যয় (আন্তর্জাতিক):** ₹৪৪,০৮,৩০৫.৯৮; জামানত (আন্তর্জাতিক): ২৮৮,২০০/-; **সমাপ্তির সময়কাল:** ২৪ মাস; দরদাতারা ২১.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব আপলোড করতে পারবেন। এই ই-টেন্ডার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড এবং শর্তাবলী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। দরপত্রদাতাকে তাদের প্রস্তাব আপলোড করার আগে ওয়েবসাইটে এই ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত কোনো সংশোধন/পরিবর্তনপত্র দেখে নিতে হবে। **দ্রষ্টব্য:** ১. এই টেন্ডারগুলির বিপরীতে হাতে লেখা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের কোনো হাতে লেখা প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। ২. সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য, অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, অর্থাৎ **http://www.ireps.gov.in** দেখুন।

এডিইই/টিআরএস
গোন্ডা

CPRO/EL-32

ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট ফুঁকবেন না।

সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে

উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ই–টেন্ডার নোটিস

ক্রম নং: (১) ই–টেন্ডার নং: 01-ST-TENDER-2026, তারিখ: ২৫.০৪.২০২৬

কাজের নাম: ‘উন্নত সার্কিট (৪–২–কা–১)’ স্লাইডিং ব্যারিয়ার, লক পোস্ট, পাওয়ার রিলে (বিএলআর), এমএসআর এবং এলসি গেটগুলির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের উন্নতির সংস্থানের মাধ্যমে এলসি গেটগুলির কাজের উন্নয়ন।’

টেন্ডার মূল্য: ₹৪,১৩,০০,৩৭৪.২৩ (চার কোটি তেরো লক্ষ তিনশো চুয়াত্তর টাকা এবং তেইশ পয়সা মাত্র), **বায়না জমা :** ₹৮,২৬,০০০/– (আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র)

টেন্ডার জমা : ২১.০৫.২০২৬, দুপুর ৩টা পর্যন্ত।

উপরোক্ত ই–টেন্ডার নোটিসের বিশদ তথ্য **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে ই–বিড ব্যতীত অপর কোনও বিড গৃহীত হবে না।

ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলি. ইঞ্জিনিয়ার (সিআইএস), বিলাসপুর

CPR/10/72

South East Central Railway @secrail

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ আরএসও-কেজিপি-বিএলএস-আররুম-২৬, তারিখঃ ০৪.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিইই/ওপি/খড়্গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণঃ** ২ বছর সময়কাল অর্থাৎ ৭৩০ দিনের জন্য বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে আবাসিকদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত ও ব্যক্তিগত রেশনভিত্তিক খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন, লিনেন বিতরণ ও তার দেখভাল, রানিং রুমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, লিনেন ধোয়া ইত্যাদি সমন্বিত বালেশ্বর (বিএলএস) রানিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬২,৭২,৯৭৫.৫৩ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ১,২৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ২৮.০৫.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **জমার তারিখঃ** ২৮.০৫.২০২৬ বেলা ৩টা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/ বিবরণ/স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-125)**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TENDER NOTICE

e-NIA No.- 05 of 2025 – 26. (2026_WB_5512) 4th Corrigendum Due to unavoidable circumstances, changes are given : **Sl. No.** 1. **Reference** : e-Auction Page-2, Date & Time Schedule :- **In place of :** 3.Documents submission/ Payment End date & time: 08.05.2026 Upto 2:00 P.M. 4. Document/Payment Approval start date: 08.05.2026 Upto 2:00 P.M. 5. Document/Payment Approval End date: 12.05.2026 Upto 5:30 P.M.6. Auction start date : 15.05.2026 at 11.00 A.M. 7. Auction End date : 15.05.2026 at 4.00 P.M. **To be read as :** 3.Documents submission/Payment End date & time: 15.05.2026 Upto 2:00 P.M. 4. Document/Payment Approval start date: 15.05.2026 Upto 2:00 P.M. 5. Document/Payment Approval End date: 18.05.2026 Upto 5:30 P.M. 6. Auction start date : 21.05.2026 at 11.00 A.M. 7. Auction End date : 21.05.2026 at 4.00 P.M. Sd/- EE/NHD-V/PW(R)Dte. **ICA-T7455(2)/2026**

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites offline Tender for the work of - Temporary erection of basic Infrastructure (CIVIL PART) in the accommodation place for CAPF in connection with ensuing West Bengal Assembly Election 2026 at different places under Kotulpur P.S, Indas P.S, Sonamukhi P.S, Patrasayer P.S under Bishnupur Division, P.W.D. in the District of Bankura. Short NIT No: 07 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Last date of submission of tender paper 06.05.2026 up to 2.00 pm. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://wbpwd.gov.in and also collected from this Office. Sd/ Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক punjab national bank

(অ্যানেক্সার–১৩, এসএল–১০)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কল অফিস : পশ্চিম মেদিনীপুর
১, বিধাননগর ইস্ট, রেলওয়ে স্টেশন রোড, পোঃ–মেদিনীপুর, জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১ ১০১

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা: ননীগোপাল চ্যাটার্জি,** পিতা চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি, গ্রাম–গনগনি, পোঃ–গড়বেতা, থানা–গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২৭ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং **মণিশঙ্কর চ্যাটার্জি,** পিতা চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি, গ্রাম–গনগনি, পোঃ–গড়বেতা, থানা–গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২৭ (পশ্চিমবঙ্গ)–এর প্রতি **১৪.১০.২০২৫ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন** যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **₹১৫,৫০,২৪৯.৭২** (পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ সম্পূর্ণ প্রদান পর্যন্ত বকেয়া সুদ এবং আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে অন্যান্য খরচ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২ মে, ২০২৬** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন অর্থাঙ্ক তৎসহ সম্পূর্ণ প্রদান পর্যন্ত বকেয়া সুদ এবং আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে অন্যান্য খরচ সমেত **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমি ও বাড়ি সংবলিত স্থাবর সম্পত্তির সমবন্ধক, মৌজা–গড়বেতা, থানা–গড়বেতা, জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ এবং ২৫.০৭.২০২০ তারিখের নথিভুক্ত দলিল নং I–২৮৯৩, জে এল নং ৫৭০, আর এস খতিয়ান নং ৪৮, এল আর খতিয়ান নং ৫৬৮, পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ১২৭৯ এবং ১২৮০, প্লট নং ৬৩৪, দলিল অনুসারে জমির মাপ ০.৫৩৩৭, জমির প্রকৃতি বাস্তু।
মালিকগণ : ১. ননীগোপাল চ্যাটার্জি, পিতা চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি
২. মণিশঙ্কর চ্যাটার্জি, পিতা চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জি
সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুসারে) : উত্তর–গ্রামের রাস্তা; দক্ষিণ–গ্রামের রাস্তা; পূর্ব–মৌসুমী চন্দর বাড়ি; পশ্চিম–বংশীবদন পালের বাড়ি।

তারিখ: ০২.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর — **সার্কল অফিস: পশ্চিম মেদিনীপুর**

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, P.W.D. KANKER CIRCLE KANKER (C.G.)

e-Procurement Tender Notice

Online tenders are invited for Construction of Road work, upto Date 20/05/2026

Sr No.	NIT No.	System Tender No.	Name of work	Probable Amount of Contract.
1	2	3	4	5
01	06	187075	Construction of Kochwahi to Jamhari Approach Road Length 2.00 km. (Dist- Narayanpur)	180.93 Lakh

All Documents related to Tender are to be submitted by Tenderers online only, failing which the tenderer can not participate in the bidding, for tender details please visit https://eproc.cgstate.gov.in

नोटः– CONTRACTOR SUBMIT THE CERTIFICATE REGARDING MACHINERIES & PLANTS AS PER ANNEXURE-G-7(d)

Tender Downloaded upto 20-05-2026.

Note:-1st Call.

Sd/-
Superintending Engineer
Public Works Department,
Kanker Circle, Kanker

G-262700528/1

হিংসা বন্ধের আবেদন বারাসতের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী শঙ্করের

মৃত বিজেপি কর্মী মহম্মদ আলির পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছেন বারাসতের বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী শঙ্কর চ্যাটার্জি। ছবি: আজকাল

সোহম সেনগুপ্ত

রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করার আহ্বান জানালেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসতের বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। মঙ্গলবার তিনি যান ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসায় মৃত বারাসত চন্দনপুরের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী মহম্মদ আলির বাড়িতে। এদিন মহম্মদ আলির স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে দেখা করে শঙ্কর চ্যাটার্জি জানান, মহম্মদ আলির আত্মবলিদানের জন্য দল ক্ষমতায় এসেছে। এদিন মহম্মদ আলির দাদা সিপিএম কর্মী আবদুল জলিল বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জিকে জানান, যেভাবে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে তাঁরা আপ্লুত। তাই আজ থেকে সক্রিয় ভাবে বিধায়কের নেতৃত্বে বিজেপি করবেন তিনি। এদিন বারাসত–২ গীতাঞ্জলি পল্লী ও দ্বিজহরি দাস কলোনিতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী–সমর্থকের বাড়িতেও যান শঙ্কর চ্যাটার্জি। তাঁদের পাশে সবরকম ভাবে আছেন বলেও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বারাসত লোকসভার ৭ বিধানসভার মধ্যে সবোর্চ্চ ভোটে জয়লাভ করেন শঙ্কর চ্যাটার্জি। তিনি বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্তকে ৩৪ হাজার ৫৫৮ ভোটে পরাজিত করেন। শঙ্কর চ্যাটার্জিকে ঘিরে এদিন বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ–উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মধ্যমগ্রামে জয়ী হলেন রথীন ঘোষ

জয়ের পর রথীন ঘোষ। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

আজকালের প্রতিবেদন

মধ্যমগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অনিন্দ্য ব্যানার্জি (রাজু)–কে হারিয়ে চতুর্থ বারের জন্য বিধায়ক হলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বিজেপি প্রার্থীকে ২ হাজার ৩৯৯ ভোটে পরাজিত করেন। মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ জানান, নির্বাচনে জয়–পরাজয় থাকেই। তার জন্য কখনও রাজনৈতিক সৌজন্য ও শিষ্টাচার ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। চতুর্থ বারের জন্য মধ্যমগ্রামবাসী তাঁকে বিধায়ক নির্বাচিত করায় তিনি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। যেভাবে সারা বছর তিনি মানুষের পাশে থাকেন, সেভাবেই এবারও পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রথীন ঘোষকে ঘিরে মঙ্গলবার দলীয় কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস–উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

লামডিং ডিভিশনে
মে, ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে **মে, ২০২৬** মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে:

ক্র.নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	মে, ২০২৬	২৬-০৫-২০২৬

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিনিয়র ডিএমএম, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: মেদিনীপুর
স্টেশন রোড, পুরনো জলট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এগরা ব্রাঞ্চ এর অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৬.০২.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন** যার মাধ্যমে:
মেসার্স মনসুর আলি খান অ্যান্ড আদার্স, মালিক মনসুর আলি খান (ঋণগ্রহীতা), গ্রাম– পাইকপারি, পোঃ– আনটিলা, থানা– বাগনান, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১৩১২।
মনসুর আলি খান, মেসার্স মনসুর আলি খান অ্যান্ড আদার্স–এর মালিক (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা), গ্রাম– পাইকপারি, পোঃ– আনটিলা, থানা– বাগনান, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১৩১২।
রূপনিহার খাতুন (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা), স্বামী মনসুর আলি খান, গ্রাম– পাইকপারি, পোঃ– আনটিলা, থানা– বাগনান, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১৩১২
–এর প্রতি উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **কোলাঘাট শাখায়** উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **০৬.০২.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹২,৪৭,৩২,৪৫১.০০** (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশো একান্ন টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **০৫ মে ২০২৬** তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন **০৬.০২.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹২,৪৭,৩২,৪৫১.০০** (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশো একান্ন টাকা মাত্র) এবং এর ওপর সুদ সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর দায় সাপেক্ষ হবে।
সারফায়েসি আইনের ১৩ (৮) ধারায় ঋণ শোধ করে জামিন সম্পত্তি খালাস করার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধককৃত সম্পত্তি: -জমি ও বিল্ডিং। মৌজা - খন্দিনান, জে. এল. নং ৫৯, আর. এস. এবং এল. আর. প্লট নং ১৩৭২, হাল খতিয়ান নং ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২ এবং ২৪৪৩, এলাকা ৯.৯২ ডেসিমেল, বই-১, খণ্ড নং ০৫০৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫১ পর্যন্ত নিবন্ধিত, ২০১৮ সালের জন্য নং ০৫০৬০৪১৯৫, এডিএসআর বাগনান, **যা মনসুর আলী খান**, পিতা উমর খানের নামে। **সম্পত্তির সীমানা -** উত্তর: প্লট নং ১৩৬২, দক্ষিণ: মেছেদা থেকে কলকাতা এনএইচ-৬। পূর্ব: রূপনিহর খাতুনের সম্পত্তি, পশ্চিম: শেখ সিরাজ আহমেদ ডিং-এর সম্পত্তি।
জমি ও বিল্ডিং, মৌজা - খন্দিনান, জে. এল. নং ৫৯, আর. এস. এবং এল. আর. প্লট নং ১৩৭২, হাল খতিয়ান নং ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২ এবং ২৪৪৩, যার আয়তন ৮.১০ ডেসিমেল, যা বুক I, ভলিউম নং ০৫০৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৮৭৫১৯ থেকে ৮৭৫৫৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত এবং ২০১৮ সালের জন্য নং ০৫০৬০৪৩০১, এডিএসআর বাগনান-এ অবস্থিত, এবং যা মনসুর আলী খানের স্ত্রী **রূপনিহার খাতুনের নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তরে প্লট নং ১৩৬২ এবং ১৩৬০, দক্ষিণে: মেছেদা থেকে কলকাতা এনএইচ-৬, পূর্বে: প্লট নং ১৩৭৪, পশ্চিমে: মনসুর আলী খানের প্লট নং ১৩৭২-এর অবশিষ্ট অংশ।
জমি ও বিল্ডিং মৌজা - খন্দিনান, জে. এল. নং ৫৯, আর. এস এবং এল. আর. প্লট নং ১৩৭২, হাল খতিয়ান নং ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১ এবং ২৪৪২, যার আয়তন ০.৬০ ডেসিমেল, যা বই-১, খণ্ড নং ০৫০৬-২০২১, পৃষ্ঠা ১৮৬২৭ থেকে ১৮৬৫১ পর্যন্ত নিবন্ধিত এবং ২০২১ সালের জন্য নং ০৫০৬০০৮৪৮, এডিএসআর-বাগনান-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি মনসুর আলী খান**, পিতা উমর খান এবং **রূপনিহার খাতুন**, স্বামী মনসুর আলী খান-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা**- উত্তরে ১৩৬০ নং প্লট, দক্ষিণে প্লট নং ১৩৭৪, পূর্বে: প্লট নং ১৩৭২, পশ্চিমে: প্লট নং ১৩৭২।

তারিখ: ০৫.০৫.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক (চিফ ম্যানেজার)**
স্থান: কোলাঘাট — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

চক্রবেড়িয়া ব্রাঞ্চ
৪৫/২, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলকাতা–৭০০০২৫
ই–মেল: chakra@bankofbaroda.bank.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নলিখিত **ঋণগ্রহীতা**–এর প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:

বিজ্ঞপ্তির তারিখ/ অ্যাকাউন্টের নাম/ এনপিএর তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি/ সীমা/ সুদের হার/ বকেয়া অর্থাঙ্ক	জামিনচুক্তি–সহ জামিনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ৩০.০৪.২০২৬ / মিসেস চৈতালি দাস / এনপিএ–র তারিখ: ১০.০৪.২০২৬	**ঋণগ্রহীতা: মিসেস চৈতালি দাস** ৪৯বি, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা–৭০০০৩১	**বরোদা হোম লোন/ সীমা: ₹৩০,০০,০০০.০০/– / সুদের হার: বার্ষিক ৭.৮০% / ২৮.০৪.২০২৬ অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক: ₹২৯,৪৮,১৬২.০০** + অপ্রযুক্ত সুদ	প্রাথমিক সুরক্ষা: সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা, ৬ ছটাক, ২ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ সহ কমবেশি ৮৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার থার্ড ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং এফ–৪ এর সমবন্ধক, যার অবস্থান: মৌজা–বৈকুণ্ঠপুর, জে এল নং ৩৭, আর এস দাগ নং ৩১৩, এল আর দাগ নং ৫১৩, আর এস খতিয়ান নং ১৮৩৫, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩০, ২৪৫৭, ৮১৫, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ১৭, রাখাল ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড–৭০০১৪৯। **জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ফাঁকা জমি; **দক্ষিণ**– ১৮, রাখাল ঘোষ রোড; **পূর্ব**– ফাঁকা জমি; **পশ্চিম**–মাঠ।

ওপরে উল্লেখমতো চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে নেওয়া উপরিলিখিত ঋণের সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে যার অন্যথা হলে এই ব্যাঙ্ক এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক জামিনস্বার্থ ক্রোক করার অধিকার প্রয়োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে কোনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু–সহ এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ১৩ নং উপধারার সংস্থানের প্রতি আমরা আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে ওপরের ১ নং পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বা এর কোনও অংশ আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে (কারবারের সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে) হস্তান্তরে আপনার/ আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আমরা এটাও উল্লেখ করছি যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারায় উল্লিখিত সংস্থানগুলির উল্লঙ্ঘন উক্ত অ্যাক্টের ২৯ নং ধারাধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
তদুপরি আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার প্রতিও আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে সম্পত্তি বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলাম/ দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ/ টেন্ডার/ ব্যক্তিগত চুক্তির নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে আপনি/ আপনারা যে কোনও সময় যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত যাবতীয় খরচাপাতি সমেত পুরো বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের পরে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের অধিকার আর উপলব্ধ হবে না।

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬; স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

খসড়া বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য আদালত, ৫ম বেঞ্চ, সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা সমীপে
মানি স্যুট নং ৫১১/২০২৪

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর সংজ্ঞাধীনে একটি ব্যাঙ্কিং কোম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ার, চকলি সার্কেলের কাছে, ওল্ড পডরা রোড, বদোদরা–৩৯০০০৭, গুজরাট এবং একটি ব্যবসায়িক ঠিকানা: ২২৮এ, এজেসি বোস রোড, থানা– পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬, ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি মিঃ শামিম আসলাম–এর মাধ্যমে .....বাদী

– বনাম –

১. প্রভাস কুমার দত্ত, নিবাস: আর/৯, আমড়াতলা গলি, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স, ঘড়ির মোড়ের কাছে, চুঁচুড়া, কলকাতা–৭১২১০১;
২. মিতালি দত্ত, স্বামী– প্রভাস কুমার দত্ত, নিবাস: আর/৯, আমড়াতলা গলি, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স, ঘড়ির মোড়ের কাছে, চুঁচুড়া, কলকাতা–৭১২১০১; ..... বিবাদীগণ

প্রতি,
১. প্রভাস কুমার দত্ত, নিবাস: আর/৯, আমড়াতলা গলি, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স, ঘড়ির মোড়ের কাছে, চুঁচুড়া, কলকাতা–৭১২১০১;
২. মিতালি দত্ত, স্বামী– প্রভাস কুমার দত্ত, নিবাস: আর/৯, আমড়াতলা গলি, গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স, ঘড়ির মোড়ের কাছে, চুঁচুড়া, কলকাতা–৭১২১০১;

যেহেতু মেসার্স আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড ₹৪,৯৭,১৯৫/– এর ডিক্রির জন্য দাবি জানিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে উপরোক্ত মামলাটি দায়ের করেছেন। এর জবাব দিতে এতদ্দ্বারা আপনাদের আগামী ২৬.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে এই আদালত সমীপে নিজে অথবা প্লিডারের মাধ্যমে হাজির থাকার জন্য সমন জারি করা হচ্ছে, যার অন্যথা হলে উক্ত মামলা একতরফাভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আদেশানুসারে,
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

হাসপাতালের ওটিতে সুটকেস ভর্তি টাকা!

গৌতম চক্রবর্তী

জীবনতলা

হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার (ওটি) থেকে উদ্ধার হল সুটকেস ভর্তি টাকা ও সোনার গহনা। নগদ টাকা এবং সোনার গয়নার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার মঠেরদিঘি ব্লক হাসপাতালে। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছোয় এলাকায়। ঘিরে রাখা হয় হাসপাতালটিকে। জানা গেছে, শাহরুখ খান নামের এক চিকিৎসক মঠেরদিঘি ব্লক হাসপাতালে কর্মরত। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক অ্যাম্বুল্যান্সের চালক তাঁর হাতে এসে এই সুটকেসটি দিয়ে যান। তিনি সেটি রেখে দেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে। হাসপাতালের মধ্যে সুটকেসে পাওয়া এই টাকা ও গয়নার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপির কর্মী– সমর্থকরা এসে ঘিরে রাখে হাসপাতাল। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। সেখানে পুলিশ এসে ওই সুটকেসটি খুলে দেখেন তার মধ্যে থরে থরে সাজানো ৫০০ টাকা এবং ২০০ টাকার নোট। সঙ্গে ছিল বেশ কিছু সোনার গয়না এবং একটি গাড়ির চাবি ও কতগুলি সচিত্র পরিচয় পত্র। ইতিমধ্যেই ওই অ্যাম্বুল্যান্সের চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই চিকিৎসককেও। এখনও ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অভিযুক্তের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

খাদ্যনালী থেকে নকল দাঁত বের করলেন চিকিৎসকরা

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

খাদ্যনালীর মধ্যে আটকেছিল নকল দাঁত। এই কারণে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে গা গোলানো, বমির সমস্যায় ভুগছিলেন। সফল ভাবে খাদ্যনালী থেকে নকল দাঁত অপসারণ করার পর নতুন জীবন পান রোগী। আইএলএস হাসপাতালের উন্নত গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিক্যাল পরিষেবা এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। ২৭ মার্চ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ প্রতীক পোদ্দারের লক্ষ্য ছিল নিরাপদে খাদ্যনালীর সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং রোগীর সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দেওয়া। খাদ্যনালীর সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে একটি ফরেন বডি (বাইরের বস্তু) আটকে থাকার বিষয় শনাক্ত করেন। কৃত্রিম দাঁতের পাটি (ডেনচার) এমনভাবে আটকেছিল যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে। অবিলম্বে চিকিৎসা না করা হলে তা মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করার আশঙ্কা ছিল। খাদ্যনালীতে কোনও বাইরের বস্তু বিশেষ করে কৃত্রিম দাঁত (ডেনচার), আটকে গেলে তা বের করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। এক্ষেত্রে খাদ্যনালীর সঙ্কীর্ণতার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, সংক্রমণ ও আঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ডাঃ পোদ্দার এবং তাঁর দল আটকে থাকা ডেনচারটি সাবধানে বের করার জন্য একটি এন্ডোস্কোপিক রাইল'স টিউব প্রবেশ করানোর পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিটি নিরাপদে খাদ্যনালীতে প্রবেশ করতে, বহিরাগত বস্তুটি বের করে আনতে এবং ছিদ্র বা গুরুতর সংক্রমণের মতো পরবর্তী জটিলতা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং যথাসময়ে এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা সফলভাবে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছি, মন্তব্য করেন ডাঃ প্রতীক পোদ্দার। রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

বয়সকে তুড়ি মেরে মঞ্চ মাতালেন প্রবীণরা

আজকালের প্রতিবেদন

কারও বয়স ৬৫, কেউ আবার ৬৮ কিংবা ৭০ বছর। পুরনো হিন্দি গানে নৃত্যের তালে মঞ্চ মাতালেন প্রবীণ নাগরিকরা। কেউ আবার শোনালেন গানও। সম্প্রতি রোটারি সদনে ডিগনিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আশা ভোসলে, লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমারের মতো কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পীদের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্যে অংশ নিলেন তাঁরা। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার। ডিগনিটি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র অ্যাডভাইজর রুমা চ্যাটার্জি বলেন, 'বছরে চারটি অনুষ্ঠান আমরা করি। এবারের অনুষ্ঠানের নামকরণ থিম 'সিলভার স্ক্রিন মোমেন্ট'। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁকে স্মরণ করে এবং রুপোলি জগতের একশো বছর যাঁদের পূর্তি হয়েছে, যেমন ভূপেন হাজারিকা, শক্তি সামন্ত, উত্তমকুমার, রাজ কাপুর— তাঁদের সিনেমার স্ক্রিপ্ট তৈরি করে আমাদের সদস্যদের কেউ অভিনয়, তো কেউ কেউ নৃত্য প্রদর্শন করেন। মূল উদ্দেশ্য, তাঁদের একাকীত্ব থেকে বের করা।' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌরেন্দ্রশঙ্কর দাস। তিনি এদিন, কলকাতা হার্ট লাং সেন্টারের পরিষেবার বিষয়ে জানিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে বয়স্কদের পরিষেবা দেওয়ার এবং প্রয়োজনে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। কলকাতা চ্যাপ্টারের হেড মৈত্রেয়ী মুখার্জি বলেন, '৩০ বছরের এই প্রতিষ্ঠানে কলকাতার ঢাকুরিয়া, বেহালা, বাগুইআটি ও সল্টলেক মিলিয়ে ৩০০–র বেশি সদস্য রয়েছে। ৬০–৬৫ বছরের পর অধিকাংশই একা, কমবেশি সকলেই ডিপ্রেশনের শিকার। প্রবীণ মানুষদের একঘেয়েমি কাটাতে নতুন ভাবে কিছু করার জন্যই বিশেষ এই উদ্যোগ নিই।' অনুষ্ঠানে ছিলেন ডাঃ গৌতম দাস, ডাঃ সত্যজিৎ বেহেরা, সুপ্রিয় ব্যানার্জি–সহ ফাউন্ডেশনের অন্য সদস্যরা।

প্রয়াত সাংবাদিক শিপ্রা সেন সাহা

আজকালের প্রতিবেদন

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শিপ্রা সেন সাহা। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। রয়েছেন তাঁর স্বামী ও দুই পুত্র। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে কলকাতা প্রেস ক্লাব। জানানো হয়েছে, তিন দশকের বেশি সময় তিনি আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি অপরাধ ও পুলিশ সংক্রান্ত খবর সংগ্রহে বিশেষ পেশাগত দক্ষতা দেখিয়েছেন। জাতীয় স্তরের একজন কৃতী সাইক্লিস্টও ছিলেন।

৮ বিজয়ীকে সংবর্ধনা

আনুষ্ঠানিক ভাবে সংবর্ধনা জানানো হল ৮ বিজয়ী বিজেপি প্রার্থীকে। মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী ও জলপাইগুড়ি জেলার সাতজন বিজয়ী প্রার্থীকে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিজয়ীদের হাতে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গোলাপ ফুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, বর্ষীয়ান নেতা ধীরাজমোহন ঘোষ–সহ অন্য নেতারা।

'অসমিয়া স্নেকহেড'-এর প্রজনন

নজির আইসিএআর-সিআইএফআরআই

নবেন্দু ঘোষ

'অসমিয়া স্নেকহেড' নামে পরিচিত রঙিন মাছের সফল প্রজনন করানো গেল। একটা জলাধারের মধ্যে কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে সেখানে 'অসমিয়া স্নেকহেড'–এর সফল প্রজনন করানো গেল। এই প্রথম এমন নজির গড়ল ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ–কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইসিএআর –সিআইএফআরআই)।

উত্তর–পূর্ব ভারতের পাহাড়ি ঝর্নায় দেখা মেলে রঙিন ছোট্ট মাছ, চান্না স্টুয়ার্টি। এই মাছ 'অসমিয়া স্নেকহেড' নামেও পরিচিত। রঙিন মাছের বাজারে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই মাছ। কিন্তু চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মাছ অতিরিক্ত ধরার প্রবণতাও বাড়ছে। ফলে পরিবেশবিদদের একাংশের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এই প্রজাতি বিপদের মুখে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতেই বড় সাফল্য পেল ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অধীন সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের দাবি, এই প্রথম বার প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে স্বাভাবিক উপায়ে এই মাছের সফল প্রজনন ও প্রতিপালন সম্ভব হল। গবেষকদের কথায়, এত দিন পর্যন্ত এই মাছের প্রজননের কোনও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না। সেই কারণেই ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে গুয়াহাটির আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ শুরু করে আইসিএআর–সিআইএফআরআই। ৩০টি পূর্ণবয়স্ক মাছকে ধরে একটা জলাধারের ভেতরে কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়। এরপর প্রজননের উপযুক্ত একটা পুরুষ মাছ ও স্ত্রী মাছ আলাদা জলাধারে রাখা হয়। সেখানে কোনও রকম হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে ডিম পাড়ে মাছগুলি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একটি স্ত্রী মাছ ১ হাজার ৫৭৮ থেকে ২ হাজার ৭৬৯ ডিম দিতে পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর সাফল্যের হার ছিল প্রায় ৭৩ শতাংশ। আইসিএআর–সিআইএফআরআই এর অধিকর্তা প্রদীপ দে জানান, এই সাফল্য রঙিন মাছ চাষে নতুন পথ খুলে দিতে পারে। জলাশয় থেকে এই রঙিন মাছ ধরার ওপর নির্ভরতা কমবে। পাশাপাশি যুবক ও মৎস্যচাষিদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নীতি শর্মা, সুমন কুমারী ও দিবাকর গগৈ। তাঁদের কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সুল্লিপ কুমার মাঝি এবং রঞ্জন কে মান্না।

অসমিয়া স্নেকহেড

প্রজননের পর

হাঁপানি চিকিৎসায় রোগনির্ণয়ে জোর চিকিৎসকদের

আজকালের প্রতিবেদন

দূষিত বাতাসে ক্রমশই বাড়ছে হাঁপানি, সিওপিডি, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। দ্রুত রোগনির্ণয় ও ইনহেলার ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ইনহেলার ব্যবহার নিয়ে অধিকাংশের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আবার অনেকে ব্যবহারের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রদাহ ও রোগের তীব্রতা কমাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের রোগীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড (আইসিএস) থেরাপি সহজলভ্য করার ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার বিশ্ব হাঁপানি দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার। প্রাথমিক রোগনির্ণয়, হাসপাতালে হাঁপানির চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা এবং ইনহেলারের ঠিকমতো ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনির্বাণ দেব বললেন, 'হাঁপানি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ হলেও উপযুক্ত চিকিৎসা এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অনেকেই আছেন ইনহেলার ব্যবহারের কৌশল ঠিকমতো জানেন না।' হাঁপানি দিবসে এ বছরের থিম 'হাঁপানিতে আক্রান্ত সকল রোগীর জন্য প্রদাহ–রোধী ইনহেলারের সহজলভ্যতা–জরুরি প্রয়োজনীয়তা।' চিকিৎসকদের মতে, ধুলোময় পরিবেশ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে বেরোলে মাস্কের ব্যবহার, বাড়ির ভেতরের দূষণ কমাতে ধূপ, ধুনোর ব্যবহার কমানো জরুরি।

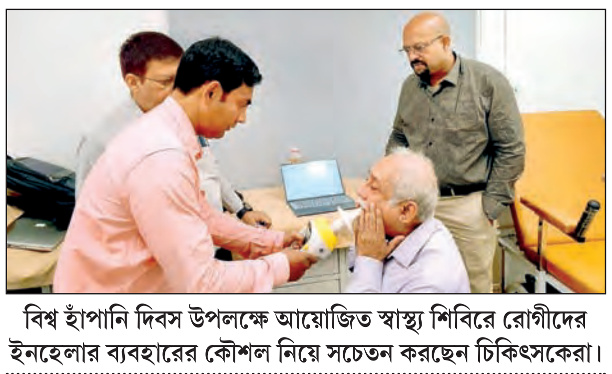

বিশ্ব হাঁপানি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের ইনহেলার ব্যবহারের কৌশল নিয়ে সচেতন করছেন চিকিৎসকেরা।

খসড়া বিজ্ঞপ্তি
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা
মহামান্য ৫ম বিচারকের এজলাস সমীপে
মানি স্যুট নং ৫২৪/২০২৩

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর সংস্থানাধীনে গঠিত একটি বডি কর্পোরেট যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ার, চকলি সার্কলের কাছে, ওল্ড পড়রা রোড, বদোদরা-৩৯০০০৭, গুজরাট এবং অন্যান্যগুলির মধ্যে একটি শাখা অফিসের ঠিকানা: 'হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন বিল্ডিং', ৩১, চৌরঙ্গি রোড, মেজানিন ফ্লোর, থানা– পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬ (ফোন নম্বর: ৭০১২১৫১৬২৭) .....বাদী

– বনাম –

মানসী রায়, পিতা– তরুণ দাস, নিবাস ও/বা ব্যবসা চালানোর ঠিকানা: এস/বি/এ, ৫/৩, পাটুলি পঞ্চসায়র, পাটুলি নতুন থানার কাছে, কলকাতা–৭০০০৯৪, পশ্চিমবঙ্গ ..... বিবাদীগণ

প্রতি,
মানসী রায়, পিতা– তরুণ দাস, নিবাস ও/বা ব্যবসা চালানোর ঠিকানা: এস/বি/এ, ৫/৩, পাটুলি পঞ্চসায়র, পাটুলি নতুন থানার কাছে, কলকাতা–৭০০০৯৪, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু উপরিনামিত বাদী মহামান্য এই আদালত সমীপে ২৮.০৬.২০২৩ তারিখে উপরোক্ত মানি স্যুট নং ৫২৪/২০২৩ দায়ের করেছেন। এর জবাব দিতে এতদ্দ্বারা আপনাদের আগামী ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে মহামান্য ৫ম বেঞ্চ, সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা সমীপে ব্যক্তিগতরূপে অথবা এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হতে ও যদি থাকে, তবে আপনাদের সমর্থনে বিবৃতি পেশের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে। এর অন্যথা হলে উক্ত আবেদন আইনানুযায়ী একতরফাভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

তারিখ: ২৩.০৪.২০২৬

আদেশানুসারে,
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

ICICI Bank | ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ-এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ সুমিত কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা) মিতা দাস (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: LBHOW00005112491 এবং LBHOW00005112475	ফ্ল্যাট নং ০০২, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাওড়া পুরনিগম হোল্ডিং নং ৩৮/৯ (আগে পরিচিত ছিল ৩৮ রূপে), শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রোড, খতিয়ান নং ২০২, দাগ নং ১৫৭/২৭৪, হাওড়া পুরনিগমের ৪৪ নং ওয়ার্ড, মৌজা– শিবপুর, জে এল নং ১, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার– হাওড়া, থানা– চ্যাটার্জিহাট (পূর্বতন থানা শিবপুর), জেলা– হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৭০ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ।	₹ ২০,১২,৩৭৯/– ৩ মে, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১২,৫০,০০০/– / ₹ ১,২৫,০০০/–	২১ মে, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৯ মে, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://disposalhub.com)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৮ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৮ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৮ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৮ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৩৩৪৩৪৩৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাঃ লিঃ-কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৬ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

MACFARLANE & CO. LIMITED
CIN : L51909WB1919PLC003356
Registered Office: 9/1 R N Mukherjee Road 6th Floor, Kolkata - 700001
Phone: (033) 2569 1500, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.macfarlane.in

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

The Board of Directors of Macfarlane & Co. Ltd ("the Company") at its Meeting held on 4th May, 2026 has approved the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2026, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforementioned Financial Results along with the Report of the Statutory Auditors have been posted on the Company's website at **www.macfarlane.in**, the website of the Stock Exchange i.e. **www.cse-india.com/** and can be accessed by scanning the QR code.

By Order of the Board
For Macfarlane & Co. Limited
Sd/-
D.K. Rathi
Wholetime Director & CFO
DIN: 08482262

Date: 5th May, 2026
Place: Kolkata

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L65990WB1913PLC218486
এনবিএফসি নিবন্ধন নম্বর: বি-০৫.০৭০৫৭
নিবন্ধিত কার্যালয়: পাহাড়পুর হাউস, ৮/১/৮ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০২২৭
টেলিফোন: ০৩৩ ৪০১৩৩০০০
ইমেইল: contact@industrialprudential.com,
ওয়েবসাইট: www industrialprudential.com

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (আইইপিএফ) হস্তান্তর

এই বিজ্ঞপ্তিটি বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, হস্তান্তর এবং ফেরত) বিধিমালা, ২০১৬ ("বিধিমালা") এবং এর সংশোধনীসমূহের সাথে পঠিত ধারা ১২৪(৬) অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে। বিধিমালায়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সেই সমস্ত শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের বিধান রয়েছে, যেগুলির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ প্রদান করেননি বা দাবি করেননি। নথি থেকে দেখা গেছে যে কোম্পানির কিছু শেয়ারহোল্ডার ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সাল থেকে তাদের লভ্যাংশ নগদায়ন করেননি এবং তা টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন রয়েছে [অর্থাৎ, ২০১০-১১ সাল থেকে ঘোষিত কোনো লভ্যাংশই শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক দাবি করা হয়নি]। নিয়মাবলীতে নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলী মেনে, কোম্পানি ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জন্য যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার আইইপিএফ (আইইপিএফ) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা, তাদের সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেছে। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে **(www.industrialprudential.com)** আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে যাওয়া শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের সম্পূর্ণ বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ আরও অবগত হবেন যে, নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার মাধ্যমে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার ফেরত দাবি করা যেতে পারে। যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে উপরের ঠিকানা এবং ফোন নম্বরে কোম্পানির সাথে কথা বলুন বা লিখুন এবং নিম্নস্বাক্ষরিত ই-মেইলে একটি অনুলিপি পাঠান। **contact@industrialprudential.com** অথবা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিখরোলি পশ্চিম, মুম্বই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৮৩, ইমেইল- **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে
শিল্পীশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নম্বর-এ৩৯৬৫৯

তারিখ: ৫.৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

এন এস রোড শাখা
গিল্যান্ডার হাউজ, বিল্ডিং নং ৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, এন এস রোড, কলকাতা–৭০০০০১ ভারত, ই মেল: vjnsro@bankofbaroda.com

গাড়ি ই–নিলামের নোটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ দ্বারা সম্পাদিত রেহানাবন্ধন/ ঋণচুক্তির অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক দ্বারা পুনরায় দখল নেওয়া/ ক্রোক করা গাড়ি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ গাড়ি/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার–এর নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	গাড়ির নির্মাতা, মডেল এবং আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	১. ই–নিলামের তারিখ, ই–নিলাম শুরু ও শেষের সময়সীমা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখার নাম	গাড়ি/ চলতি পরিসম্পদ পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মেসার্স টেস্টিট্যাঙ্গো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (অ্যাকাউন্ট নং ৮৯৮৯০৬০০০০১১৭৩) ঠিকানা: প্লট নং এ১, সুধারস ফুড পার্ক, এডিএসআরও–রানিহাটি, জে এল নং ০২, মৌজা– জলাধূলাগড়ি, এল আর দাগ নং ৯৫২, এল আর খতিয়ান নং বি–২, হাওড়া, থানা– সাঁকরাইল, পিন–৭১১৩০২ প্রতি, মিঃ নীতেশ রাতেরিয়া মেসার্স টেস্টিট্যাঙ্গো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর সিলভার স্প্রিং অ্যাপার্টমেন্ট, বিএল–৪, ফ্লোর নং ১৭, ফ্ল্যাট নং ১৭এ, ৫ নং জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১০৫	₹৪৯,২১,৮০৬.০০ + ৩১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত করা সুদ ও অন্যান্য চার্জ	গাড়ির নির্মাতা, মডেল– বিএমডবলু এক্স১এস ড্রাইভ ১৮আই এম স্পোর্ট (পেট্রল) রং–পোর্টিমা ব্লু গাড়ি রেজিস্ট্রেশন নম্বর [আরটিও রেজিস্ট্রেশন নং] WB11H5544 ইঞ্জিন নম্বর: 0217Y509 চ্যাসিস নম্বর: WBA17EE06SY442434	১. ই–নিলামের তারিখ: ১১.০৬.২০২৬ ই–নিলাম শুরুর সময়: দুপুর ২টো ই–নিলাম শেষের সময়: সন্ধে ৬টা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১১.০৬.২০২৬ এবং সন্ধে ৬টা	১. সংরক্ষণ মূল্য: ₹২৮,৮০,০০০.০০ ২. বায়না জমা (ইএমডি): ₹২,৮৮,০০০.০০/– ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য: ₹১০,০০০.০০/–	ইএমডি জমা দেওয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর: ৮৯৮৯০০১৫১৮১২১৯ আইএফএস কোড: BARB0VJNSRO ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখা: এন এস রোড শাখা	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
২	মিঃ নীতেশ রাতেরিয়া (অ্যাকাউন্ট নং ৮৯৮৯০৬০০০০০৮৪১) ঠিকানা: সিলভার স্প্রিং অ্যাপার্টমেন্ট, বিএল–৪, ফ্লোর নং ১৭, ফ্ল্যাট নং ১৭এ, ৫ নং জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১০৫	₹৭,১৬,০৬০.৩১/– + ০৮.০৩.২০২৬ পর্যন্ত করা অপ্রযুক্ত সুদ	গাড়ির নির্মাতা, মডেল– কিয়া সেলটর্স জি১.৫ আইএমটি এইচটিকে প্লাস রং–স্পার্কলিং সিলভার গাড়ি রেজিস্ট্রেশন নম্বর [আরটিও রেজিস্ট্রেশন নং] WB02AS8883 ইঞ্জিন নম্বর: G4FLNV319656 চ্যাসিস নম্বর: MZBEP812LNN398958	১. ই–নিলামের তারিখ: ১১.০৬.২০২৬ ই–নিলাম শুরুর সময়: দুপুর ২টো ই–নিলাম শেষের সময়: সন্ধে ৬টা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১১.০৬.২০২৬ এবং সন্ধে ৬টা	১. সংরক্ষণ মূল্য: ₹৫,৪০,০০০.০০ ২. বায়না জমা (ইএমডি): ₹৫৪,০০০.০০/– ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য: ₹১০,০০০.০০/–	ইএমডি জমা দেওয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর: ৮৯৮৯০০১৫১৮১২১৯ আইএফএস কোড: BARB0VJNSRO ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখা: এন এস রোড শাখা	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা মিঃ সম্রাট মল্লিক–এর সঙ্গে এই মোবাইল নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন: ০৩৩–২২৬২৮৪৫৫ মোবাইল নং ৮৩৩৫৮৬৫৯০০।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৫.২০২৬

নাম: সম্রাট মল্লিক, ব্রাঞ্চ হেড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
এন এস রোড শাখা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

কলেজ স্ট্রিট শাখা
২, বিধান সরণি, কলকাতা–৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই–মেল আইডি: colcal@bankofbaroda.com

ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) –এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য (১) ইএমডি অর্থাঙ্ক (২) বিড বাড়ানোর মূল্য (৩)	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মিঃ দিব্যেন্দু বোস** পিতা– প্রয়াত দুলাল চন্দ্র বোস এবং **মিসেস রূপশ্রী বোস** স্বামী– মিঃ দিব্যেন্দু বোস **[হাউজিং লোন অ্যাকাউন্ট নং: ০০২৫০৬০০০০১৭৯১ এবং ০০২৫০৬০০০০১৯৮৯]** **১ নং ঠিকানা:** ৫৭বি, এস আর দাস রোড, ৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০২৬ **২ নং ঠিকানা:** ৪৪, এস আর দাস রোড, ফ্ল্যাট নং ১বি, কলকাতা–৭০০০২৬ **৩ নং ঠিকানা:** ৫, ফ্যান্সি লেন, ৩ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০০১ **৪ নং ঠিকানা:** মশিলা (ইস্ট), পঞ্চাননতলা, আন্দুল মৌড়ি, হাওড়া–৭১১৩০২	আবাসিক ফ্ল্যাট নং '৩এ' এবং ফ্ল্যাট নং '৩বি' (সংযুক্ত)–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক, 'প্যাম রেসিডেন্সি'র ৩ নং ফ্লোরে, দক্ষিণ ভাগে। উক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ–এর সুপার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১১৭৩ বর্গফুট এবং আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি–এর সুপার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৪১০ বর্গফুট অর্থাৎ, **মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৫৮৩ বর্গফুট,** তৎসহ উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের (লিফ্টের সুবিধাযুক্ত) গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রতিটি সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট মাপের দুটি কার পার্কিং স্পেস অর্থাৎ, **মোট কার পার্কিং স্পেস ২৪০ বর্গফুট,** প্রেমিসেস নং ৫৭বি, এস আর দাস রোড, থানা– টালিগঞ্জ, পোঃঅঃ– কালীঘাট, ওয়ার্ড নং ৮৭, কলকাতা–৭০০০২৬, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, তৎসহ বিল্ডিংয়ের মালিক ও/বা অপর স্বত্বধারকদের সঙ্গে যৌথরূপে প্রেমিসেসের যে কোনও ধরনের যৌথ কভার্ড এরিয়া, অপরাপর যৌথ সুযোগ–সুবিধা, ইনস্টলেশন, সুবিধা, অধিকার, স্বাধীনতা, এজমালি অধিকার, সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা এবং বিল্ডিংয়ের ছাদ ব্যবহারের সমানাধিকার, মৌজা– মধ্য মুদিগ্রাম, সাব ডিভিশন 'T', ডিভিশন VI, পরগনা– খাসপুর। **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: মিঃ দিব্যেন্দু বোস,** পিতা– প্রয়াত দুলাল চন্দ্র বোস এবং **মিসেস রূপশ্রী বোস,** স্বামী– মিঃ দিব্যেন্দু বোস। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ৫৭/১, এস আর দাস রোড এবং অংশত ৫৭এ, এস আর দাস রোড; **দক্ষিণ**– অংশত প্রেমিসেস নং ২, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৩, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ; **পূর্ব**– প্রেমিসেস নং ৪এ, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ; **পশ্চিম**– এস আর দাস রোড এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫৭/১, এস আর দাস রোড। **আবাসন সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (ফ্ল্যাট নং ৩এ):** এতে অন্তর্ভুক্ত ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) ড্রয়িং–কাম–ডাইনিং রুম, ১ (একটি) কিচেন ও ২ (দুটি) টয়লেট। **আবাসন সম্পর্কিত বিশদ তথ্য (ফ্ল্যাট নং ৩বি):** এতে অন্তর্ভুক্ত ৩ (তিনটি) বেডরুম, ১ (একটি) ড্রয়িং–কাম–ডাইনিং রুম, ১ (একটি) কিচেন ও ২ (দুটি) টয়লেট। **ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ফ্ল্যাট নং ৩বি, উভয়ই একটি ইউনিট রূপে সম্মিলিত।**	**সর্বমোট = ₹২,৮৬,৭৬,৪১০.২৮** (দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশো দশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) **[₹১,০৯,৭৬,৯৪৬.২৮ + ₹১,৭৬,৯৯,৪৬৪.০০]** ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সুদ ধরা আছে ৩১.০৭.২০২৫ পর্যন্ত), তৎসহ চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি	**তারিখ:** ২৮.০৫.২০২৬ **সময়:** দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	(১) ₹২,৪০,৭৬,০০০.০০ (২) ₹২৪,০৭,৬০০.০০ (৩) ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে সম্পর্কিত আধিকারিক: মিঃ নীরজ কুমার হিমাংশু মোবাইল: ৮৭৭০৪৯৫৯০২ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৮৭৭০৪৯৫৯০২।

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

(নীরজ কুমার হিমাংশু)
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম: হুগলি
২৩এ, রায় এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট,
পোঃঅঃ- শ্রীরামপুর, হুগলি (পশ্চিমবঙ্গ),
পিন-৭১২২০১। ই-মেল: cs8240@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ প্রতীকী, দখলের প্রকৃতি প্রতি সম্পত্তির পাশে উল্লেখ করা হয়েছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে। নিজে বা যথাযথরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময় দায় (যদি থাকে)
১	**ক) শাখা অফিস: কুন্তীঘাট** **খ) মেসার্স আগমনী শাড়ি সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** **প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী মিতা সাহা** ১ নং বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, হুগলি, পিন- ৭১২৫০৩ **গ) ১. শ্রীমতী মিতা সাহা (ঋণগ্রহীতা)** **২. শ্রী গৌতম সাহা (জামিনদার)** **৩. শ্রী দীপেন্দু সাহা (জামিনদার)** সকলের ঠিকানা: ১ নং বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, হুগলি, পিন- ৭১২৫০৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNB62297712001**	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ০.০৩৪ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- বাসুদেবপুর, জে এল নং ৩৯, আর এস দাগ নং ৩৪৫, এল আর দাগ নং ১৫৩৯, আর এস খতিয়ান নং ৩৫, এল আর খতিয়ান নং ৬০৬, হোল্ডিং নং ৩০৭/৯৪২, বাসুদেবপুর, থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা- মগরা, জেলা- হুগলি, এডিএসআর- চুঁচুড়া সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ০৬০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা নং ২০৭০৪ থেকে ২০৭১৭-তে নথিভুক্ত ২০১৬ সালের দলিল নং I-০৬০৩০১১৬৮ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতী মিতা সাহা, স্বামী- শ্রী গৌতম সাহা-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া পুর-রাস্তা এবং অন্যের সম্পত্তি; পূর্ব- মধুসূদন সাহার সম্পত্তি; পশ্চিম- মধুসূদন সাহার সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ০২.০৮.২০২২** **খ) ₹১৭,৯২,০৮৪.২৫** (সতেরো লক্ষ বিরানব্বই হাজার চুরাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৮.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৮.১২.২০২২**	**ক) ₹৩০.১২ লক্ষ** **খ) ₹৩.০১২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২৫ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২	**ক) শাখা অফিস: চুঁচুড়া** **খ) অরিন্দম চক্রবর্তী,** পিতা- তপন চক্রবর্তী, ১১, তারকেশ্বর পল্লী, চাঁপদানি (এম), পোঃঅঃ- অ্যাঙ্গাস, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২২১ **প্রপার্টি আইডি: PUNBDVV00476901**	একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'ই'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৮৮১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, টাইলসের মেঝে-সহ), যাতে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি ওপেন কিচেন, একটি কমন বাথরুম/টয়লেট, একটি অ্যাটাচড বাথরুম/টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি যা জি+৪ তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক বিল্ডিং-এর ২ নং ফ্লোরে অবস্থিত, বিল্ডিংয়ের নাম ও শৈলী 'পার্বতী অ্যাপার্টমেন্ট', তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের অধিকার যা নির্মিত হয়েছে নিম্নোক্ত জমির ওপর: (১) বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ০.৭৬ একর বা ৪ কাঠা ৮ ছটাক ১৪ বর্গফুট যা আর এস দাগ নং ৩২৭২ এর অধীনে আর এস খতিয়ান নং ১০, সমতুল্য এল আর দাগ নং ৪৯২৯ এর অধীনে এল আর খতিয়ান নং ৭৭৪/২ এর অন্তর্গত এবং বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ২৬ বর্গফুট যা আর এস দাগ নং ৩২৭৪ এর অধীনে আর এস খতিয়ান নং ২০৫ এর অন্তর্গত মোট ৪ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং (২) বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ১ কাঠা ৭ ছটাক ৪০ বর্গফুট যা আর এস দাগ নং ৩২৭৪, আর এস খতিয়ান নং ২০৫১, সমতুল্য এল আর দাগ নং ৪৯৩০, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯৪ এর অন্তর্গত এবং (৩) বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৭ বর্গফুট যা আর এস দাগ নং ৩২৭২, আর এস খতিয়ান নং ১০, সমতুল্য এল আর দাগ নং ৪৯৩১, এল আর খতিয়ান নং ২৪৩, হাল এল আর খতিয়ান নং ৬৫৯৯ এর অন্তর্গত এবং (৪) বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট যা আর এস দাগ নং ৩২৭২, আর এস খতিয়ান নং ১০, সমতুল্য হাল এল আর দাগ নং ৪৯২৮, হাল এল আর খতিয়ান নং ২৩৩৩, ৫৯৬১ এবং ৫৯৬২ এর অন্তর্গত, যার মোট পরিমাপ কমবেশি ১০ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৬ বর্গফুট যা অবস্থিত মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জে এল নং ১২, চাঁপদানি পুরসভার সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ৮২, তারকেশ্বর পল্লী, কেজিআরএস পাথ, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলি, তৎসহ যাবতীয় সাধারণ এজমালি অধিকার, সুযোগ ও সুবিধা, সম্পত্তিটি এডিএসআর- চন্দননগর, জেলা- হুগলি-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০৬০৪০২৯৯৫, সাল ২০১৭, তারিখ ১৪.০৯.২০১৭, বই নং I, ভলিউম নং ০৬০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা নং ৬২৬৪৭ থেকে ৬২৬৭৮-তে নথিভুক্ত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, পিতা- শ্রী তপন চক্রবর্তী। ফ্ল্যাটটির চতুর্সীমা: উত্তর- ফ্ল্যাট নং 'এফ'; দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং 'ডি'; পূর্ব- কেজিআরএস পাথ রোড; পশ্চিম- করিডর এবং ফ্ল্যাট নং 'এ'। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ৩০.০৯.২০২৪** **খ) ₹২২,২০,৪০৩.৩৭** (বাইশ লক্ষ কুড়ি হাজার চারশো তিন টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) + ০১.১০.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৭.০২.২০২৫**	**ক) ₹২৫.৮৬ লক্ষ** **খ) ₹২.৫৮৬ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২৫ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩	**ক) শাখা অফিস: চন্দননগর** **খ) শ্রী ভজন দে** শুভেচ্ছা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি৩, ফ্লোর নং ৩, আর সি রোড, নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলি, পিন-৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ **প্রপার্টি আইডি: PUNB35146908301**	'শুভেচ্ছা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'বি-৩'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১, মৌজা- চন্দননগর, সি এস এবং আর এস দাগ নং ৫৭১, এল আর দাগ নং ৯১১, আর এস খতিয়ান নং ৩৬৬, এল আর খতিয়ান নং ৩৪ (নতুন এল আর খতিয়ান নং ২২৩১), হোল্ডিং নং ৯৩৪, রামপ্রসাদ চ্যাটার্জি রোড, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলি। এডিএসআর- চন্দননগর সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১১৮২ থেকে ১২০৮-তে রেজিস্টার্ড ২০০৭ সালের দলিল নং I-০০৫৭৯ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী ভজন দে, পিতা- প্রয়াত ধরণীধর দে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৫.০৪.২০২২** **খ) ₹১৫,৫২,৮৭১.২০** (পনেরো লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো একাত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) + ০৭.০৪.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৬.০৭.২০২২**	**ক) ₹১৩.৬৮ লক্ষ** **খ) ₹১.৩৬৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৪	**ক) শাখা অফিস: রিষড়া** **খ) শ্রী ভাস্কর লাহা** ২৪/৬, বাসন্তী ঘোষ লেন, রিষড়া, হুগলি, পিন-৭১২২৪৮ **গ) শ্রীমতী রেখা লাহা** ২৪/৬, বাসন্তী ঘোষ লেন, রিষড়া, হুগলি, পিন-৭১২২৪৮ **প্রপার্টি আইডি: PUNB087532450001**	নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ১ কাঠা (কমবেশি), তৎসহ এর ওপর নির্মিত কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২৭, মৌজা- রিষড়া, আর এস দাগ নং ৩৪২৬, এল আর দাগ নং ১০১৩৩, আর এস খতিয়ান নং ৩৪৭, এল আই আর খতিয়ান নং ১৭৫৭৪, ১৭৫৭৩ ও ১৭৫৭২, হোল্ডিং নং ৫৯/১, টি সি মুখার্জি স্ট্রিট, রিষড়া পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলি, এডিএসআর- শ্রীরামপুর-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং I-০৭৪৪৭, সাল ২০১৪, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ২৩০ থেকে ২৪৩। স্বত্বাধিকারী: শ্রী ভাস্কর লাহা এবং শ্রীমতী রেখা লাহা। সম্পত্তির চতুর্সীমা: উত্তর- শ্রী অলীক চ্যাটার্জির সম্পত্তি; দক্ষিণ- শ্রী সুশান্ত মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব- প্রশান্ত মাঝির সম্পত্তি; পশ্চিম- ৩ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৫.১০.২০২২** **খ) ₹১১,৫৪,০৪৬.০০** (এগারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) + ০১.১০.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০২.০২.২০২৩**	**ক) ₹১০.৯৮ লক্ষ** **খ) ₹১.০৯৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৫	**ক) শাখা অফিস: কুন্তীঘাট** **খ) শ্রী বিকাশ মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- পরেশ মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ- গোপালপুর, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৫১৩ **গ) শ্রী পরেশ মণ্ডল (জামিনদার)** পিতা- গোপাল চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ- গোপালপুর, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৫১৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNB44260153001**	সামান্য কমবেশি ০৪ শতক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দক্ষিণ গোপালপুর, জে এল নং ১২৮, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৯, হাল এল আর খতিয়ান নং ১৭০০, এল আর দাগ নং ৩৫৬৮ (০.০২ শতক), এল আর দাগ নং ৩৫৬৯ (০.০২ শতক), গ্রাম ও পোঃঅঃ- গোপালপুর, থানা- বলাগড়, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৫১৩। ডিএসআর- হুগলি সমীপে ভলিউম নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ২৬২ থেকে ২৬৪-তে রেজিস্টার্ড ১৯৮০ সালের বিক্রয় দলিল নং I-৪৫৮ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী পরেশ মণ্ডল। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মোঙ্গল রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ- সুশীল সরকারের সম্পত্তি; পূর্ব- ডিভিসি; পশ্চিম- শম্ভুদাস হালদারের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৯.০৩.২০১৪** **খ) ₹৬,৬৭,৮৬৮.০৩** (ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশো আটষট্টি টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) + ০১.০৩.২০১৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৬.০১.২০১৬**	**ক) ₹১৬.৫২ লক্ষ** **খ) ₹১.৬৫২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৬	**ক) শাখা অফিস: চুঁচুড়া** **খ) মিঃ বিকাশ সাউ** ১৬, ডাঃ নূরী লেন, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি, হুগলি, পিন- ৭১২২২২ **গ) মিসেস অনিতা সাউ** ১৬, ডাঃ নূরী লেন, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি, হুগলি, পিন- ৭১২২২২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB087532450001**	নিম্নোক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪ এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যা 'বন্ধন হাউজিং কমপ্লেক্স (ব্লক এ)' নামক বহুতল ভবনের ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চন্দননগর, জে এল নং ১, আর এস দাগ নং ১৮১ ও ১৯০, এল আর দাগ নং ৮৩৬, এল আর খতিয়ান নং ৫১২, হোল্ডিং নং ২৮৮/৪৩ (নতুন), ২২৪ (পুরোনো), মানকুণ্ডু স্টেশন রোড, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলি, সম্পত্তিটি ডিএসআর-২, হুগলি এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং I-০৬০২০১০১০, সাল ২০১৭, বই নং I, ভলিউম নং ০৬০৩-২০১৭, পৃষ্ঠা নং ১৭০৫৩ থেকে ১৭০৭৯। স্বত্বাধিকারী: মিঃ বিকাশ সাউ, পিতা- শ্রী শম্ভু সাউ। ফ্ল্যাটটির চতুর্সীমা: উত্তর- খোলা জায়গা; দক্ষিণ- খোলা জায়গা; পূর্ব- ফ্ল্যাট নং ৩; পশ্চিম- খোলা জায়গা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৩.০২.২০২৩** **খ) ₹১৬,৩১,৯৮১.০০** (ষোল লক্ষ একত্রিশ হাজার নশো একাশি টাকা মাত্র) + ০১.০২.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৯.০৫.২০২৩**	**ক) ₹২১.৬৫ লক্ষ** **খ) ₹২.১৬৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৭	**ক) শাখা অফিস: চন্দননগর** **খ) শ্রীমতী বিলম্বিতা হালদার রায়** স্বামী- নির্মাল্য হালদার ফুলপুকুর শীলবাগান, হুগলি চুঁচুড়া (এম), পোঃঅঃ ও থানা- চুঁচুড়া, হুগলি, পিন- ৭১২১০১ **গ) শ্রী নির্মাল্য হালদার** পিতা- গৌরী শঙ্কর হালদার ফুলপুকুর শীলবাগান, হুগলি চুঁচুড়া (এম), পোঃঅঃ ও থানা- চুঁচুড়া, হুগলি, পিন- ৭১২১০১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB73198503001**	নিম্নোক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪/৬, ২ (দুই) বিএইচকে-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা ৪ নং ফ্লোরে অবস্থিত, যার কভার্ড এরিয়া ৭১৫ (সাতশো পনেরো) বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৮ (আটশো আটান্ন) বর্গফুট (কমবেশি), সঙ্গে ১৫০ বর্গফুট খোলা ছাদ যা দলিলের সঙ্গে যুক্ত 'প্ল্যান'-এ চিত্রিত করা হয়েছে, আবাসিক ভবনটি জি+৪ ভবনের স্বাধীন ও পৃথকভাবে অনুমোদিত ক্লাস্টারের অংশ যা হ্যাভেন'স নামক প্রকল্পের অংশ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চুঁচুড়া, জে এল নং ২০, শিট নং ১৩, আর এস দাগ নং ৪২২৭, আর এস খতিয়ান নং ১৬৭২, সমতুল্য এল আর দাগ নং ৫৬০৫, এল আর খতিয়ান নং ৮৬৫৮ এবং ৮৬৬৯ (পুরোনো), হাল এল আর খতিয়ান নং ১৩৮৭৩ হোল্ডিং নং ১৫৪/৫৩ (নতুন), মহল্লা/স্ট্রিট ক্রুকড লেন, ওয়ার্ড নং ২১, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার এলাকাধীন, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি। স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বিলম্বিতা হালদার রায়, স্বামী- শ্রী নির্মাল্য হালদার, ডিএসআর ২, হুগলি-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং I-০৬০২০৩২৫০, সাল ২০২০, বই নং I, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ২৭৭৮৯ থেকে ২৭৮২২, তারিখ ২৪.০২.২০২১-এ নথিভুক্ত। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ০৯.০৪.২০২৪** **খ) ₹১৭,১৮,৫২২.১১** (সতেরো লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশো বাইশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) + ৩১.০৩.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৬.০৬.২০২৪**	**ক) ₹২২.৭৪ লক্ষ** **খ) ₹২.২৭৪ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৮	**ক) শাখা অফিস: উত্তরপাড়া** **খ) মিঃ বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি** পিতা- শিব শঙ্কর চ্যাটার্জি রুদ্রাণী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪/৩, ২১৩, শম্ভু দাশগুপ্ত সরণি, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন-৭১২২৩২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB24788587001**	সামান্য কমবেশি ০৪ কাঠা ০৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিভাজ্য অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত 'রুদ্রাণী অ্যাপার্টমেন্ট' নাম ও স্টাইলের বহুতল বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব কোণে সামান্য কমবেশি ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪/৩-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ভদ্রকালী, জে এল নং ৯, আর এস প্লট নং ৮৯৯/৪২২০, এল আর প্লট নং ১৬৪৭, আর এস খতিয়ান নং ২৪১৫, এল আর খতিয়ান নং ১৯৯৪, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২১৩, শম্ভু দাশগুপ্ত সরণি (আগে পরিচিত ছিল ১৬৫, দ্বারিক জঙ্গল রোড নামে), ডাকঘর- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি, তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার, আগের দায় এবং প্রেমিসেসে আসা-যাওয়ার জন্য যৌথ পথ ও পরিসর ব্যবহারের সমানাধিকারের পাশাপাশি উক্ত প্রেমিসেসে যাবতীয় সংযোগ নেওয়ার স্বাধীনতা। এডিএসআর অফিস- শ্রীরামপুরে রেজিস্টার্ড এবং বই নং I, ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৪৪ থেকে ২৯৬৪-তে নথিভুক্ত ২০১০ সালের দলিল নং ০৩৭৫৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, পিতা- শিব শঙ্কর চ্যাটার্জি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১০.০৯.২০২৪** **খ) ₹৯,৫৫,৩৬০.৮০** (নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশো ষাট টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র) + ৩০.০৮.২০২৪ (টার্ম লোনের ক্ষেত্রে) এবং ৩১.০৮.২০২৪ (ওভারড্রাফ্টের ক্ষেত্রে) থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৬.১২.২০২৪**	**ক) ₹২০.৪২ লক্ষ** **খ) ₹২.০৪২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৯	**ক) শাখা অফিস: চন্দননগর** **খ) শ্রী দেবাশিস মুখার্জি** পিতা- প্রয়াত গতি নারায়ণ মুখার্জি সুখারিয়া, পোঃঅঃ- সোমরা, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১২৩ **গ) শ্রীমতী পৌষালি মুখার্জি** স্বামী- শ্রী দেবাশিস মুখার্জি, সুখারিয়া, পোঃঅঃ- সোমরা, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১২৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNB592166650001**	নিম্নোক্ত জমি ও দোতলা বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সোমড়আ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, মৌজা- সুখারিয়া, পোঃঅঃ- সোমরা, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১২৩, আর এস খতিয়ান নং ৮৯, আর এস দাগ নং ৯৩, মিউটেশনের পর এল আর খতিয়ান নং ২৬৩/১, এল আর দাগ নং ১০৯, জে এল নং ৯৬, জমির পরিমাপ ১.৮৯ কাঠা (৩.১২ ডেসিমেল) কমবেশি, প্রকৃতি- বাস্তু, দলিল নং I-১৪৬৬, সাল ১৯৯২, এডিএসআর- চুঁচুড়া, স্বত্বাধিকারী: দেবাশিস মুখার্জি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ০৮.১১.২০১৭** **খ) ₹৮,২৯,৭৪৬.০০** (আট লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) + ০১.১১.২০১৭ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২০.০১.২০১৮**	**ক) ₹৮.৮৯ লক্ষ** **খ) ₹০.৮৮৯ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১০	**ক) শাখা অফিস: শ্রীরামপুর** **খ) শ্রী দিলীপ সামুই** পিতা- জয়দেব সামুই গ্রাম ও পোঃঅঃ- পার শ্যামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২৪০১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB65095393001**	তিনতলা বাড়ি সমেত ৩ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- ঘোলদিগরুই, জে এল নং ৪৫, এল আর খতিয়ান নং ২৫৬২ (পূর্বতন), বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৪১২১ (মিউটেশনের পরে), এল আর দাগ নং ৬৮৯ (১ শতক) ও ৬৯০ (২ শতক), থানা- পুরশুড়া, শ্যামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- হুগলি। ডিএসআর-II, হুগলি, জেলা- হুগলি সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা নং ৩২৯৮৫ থেকে ৩৩০০৫-তে নথিভুক্ত ও ০৬.১২.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত ২০১৭ সালের দলিল নং ০১৮৫৯ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী দিলীপ সামুই, পিতা- প্রয়াত জয়দেব সামুই-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- বাবলু সামন্তের সম্পত্তি; দক্ষিণ- কালীপদ সামন্তের সম্পত্তি; পূর্ব- কাশীনাথ সামন্ত ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- উত্তম সামন্তের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ৩০.০৯.২০২৪** **খ) ₹১৭,৪৫,৫৭২.৫২** (সতেরো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) + ৩০.০৯.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৮.০১.২০২৫**	**ক) ₹২১.৯২ লক্ষ** **খ) ₹২.১৯২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১১	**ক) শাখা অফিস: নালিকুল** **খ) মেসার্স ফ্যাশন অভিনন্দন** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী তাপস কুমার দে** গ্রাম- পঞ্চা, নালিকুল, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৭ **গ) ১. শ্রী তাপস কুমার দে** পিতা- কালীপদ দে, দিলালপুর, হরিপুর চক, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৭ **২. শ্রীমতী চায়না দে (জামিনদার)** দিলালপুর, হরিপুর চক, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৭ **৩. শ্রী সুদীপ চক্রবর্তী (জামিনদার)** পিতা- কার্তিক চক্রবর্তী কাশিমেরপুর, বন্দিপুর, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৭ **প্রপার্টি আইডি: PUNB00056766001**	নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ০১ কাঠা বা ১.৫ শতক (সামান্য কমবেশি, দলিল অনুযায়ী), তৎসহ এর ওপর নির্মিত কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সাহাপুর, জে এল নং ১৪৪, তৌজি নং ১৪, সাবেক দাগ নং ৩৫৬, হাল এল আর দাগ নং ৬৮, আর এস খতিয়ান নং ২২৭, এল আর খতিয়ান নং ১৭ কৃ (দলিল অনুযায়ী), বর্তমানে এল আর খতিয়ান নং ৫৪১, নালিকুল পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, উক্ত সম্পত্তিটি এডিএসআর- হরিপাল-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং I-৯৯৫, সাল ১৯৯৮, সম্পাদনের তারিখ: ২১.০৮.১৯৯৮, বই নং I, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা নং ৫৫ থেকে ৬২-তে নথিভুক্ত, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী তাপস কুমার দে, পিতা- কালীপদ দে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৭.১২.২০২৪** **খ) ₹৭,৯১,৫৪৭.৮৭** (সাত লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) + ০১.১২.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০১.০৩.২০২৫**	**ক) ₹৮.৬৫ লক্ষ** **খ) ₹০.৮৬৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১২	**ক) শাখা অফিস: উত্তরপাড়া** **খ) শ্রী গোপাল চৌধুরী** ডোঙ্গাঘাটা পোল, মনোহরপুর, উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৩১১ **গ) শ্রী লাল চাঁদ চৌধুরী** ডোঙ্গাঘাটা পোল, মনোহরপুর, উত্তর সুভাষপল্লী, ডানকুনি, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৩১১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB72511260001**	নিম্নোক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১০৬-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা 'আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের ৩ নং ফ্লোরে অবস্থিত, ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫১.২ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া ৬২৬ বর্গফুট) যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মনোহরপুর, জে এল নং ৯৮, আর এস দাগ নং ৬৫৯ এবং ৬৫০, এল আর দাগ নং ১৩৬৯ ও ১৩৭০, ডানকুনি পুরসভার সীমানার মধ্যে, পোঃঅঃ + থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলি, সম্পত্তিটি এডিএসআর- জনাই এর অফিসে নিবন্ধিত, বই নং I, ভলিউম নং ০৬০৮-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ১৬১৪৩৮ থেকে ১৬১৪৭৩, যার দলিল নং ০৬০৮০৬৮৩১, সাল ২০১৯, স্বত্বাধিকারী: শ্রী গোপাল চৌধুরী, পিতা- শ্রী মুরলীধর চৌধুরী। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তিটির চতুর্সীমা: উত্তর- খোলা আকাশ; দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ১০৫; পূর্ব- খোলা আকাশ; পশ্চিম- রাস্তার পাশে খোলা আকাশ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ০৬.০১.২০২৩** **খ) ₹১৬,২৬,৪৪৩.৩০** (ষোল লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা এবং তিরিশ পয়সা মাত্র) + ০১.০১.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০১.০৮.২০২৪**	**ক) ₹২০.২১ লক্ষ** **খ) ₹২.০২১ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৩	**ক) শাখা অফিস: চুঁচুড়া** **খ) মেসার্স জে এস ইন্ডাস্ট্রিজ** বাস স্ট্যান্ডের কাছে, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২ ১০১ **গ) অংশীদারগণ:** **১. শ্রী সুব্রত সোম,** পিতা- চঞ্চল সোম, মোগলটুলি লেন, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২ ১০১ **২. জয়দীপ সোম,** পিতা- নেপাল সোম, ডক্টরস লেন, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২ ১০১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB00633516001**	মতিঝিল প্লাজায় ৭৯৯ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, জে এল নং ১৯, এল আর খতিয়ান নং ৪১০৪, এল আর দাগ নং ৫০৫১, হুগলী চুঁচুড়া পুরসভার এলাকাধীন, জেলা- হুগলী। মেসার্স জে এস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর নামে থাকা দলিল নং ২১৭২/১৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- আশরফ আলির বাড়ি / পার্কিং স্পেস; পূর্ব- রানিবলা গাঙ্গুলির বাড়ি এবং ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা / মতিঝিল রোড; দক্ষিণ- জে সি ঘোষ সরণি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ১০.০৫.২০২২** **খ) ₹১৯,৯৫,৬৯৯.৬৮** (উনিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছশো নিরানব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) + ০১.০২.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৮.০৮.২০২২**	**ক) ₹২১.৩২ লক্ষ** **খ) ₹২.১৩২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৪	**ক) শাখা অফিস: বাঁশবেড়িয়া** **খ) মেসার্স জয় মাতা এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী: শ্রী সমীরণ ব্যানার্জি,** ১৭/বি, জি এন মুখার্জি রোড, পোঃঅঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২ ৫০২ **গ) শ্রী সমীরণ ব্যানার্জি,** পিতা- স্বর্গীয় মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় **শ্রীমতি রীতা সাধুখাঁ ব্যানার্জি (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী সমীরণ ব্যানার্জি উভয়ের ঠিকানা: ১৭/বি, জি এন মুখার্জি রোড, পোঃঅঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২ ৫০২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB50928953001**	বাস্তু জমি এবং বাড়ি সমেত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বাঁশবেড়িয়া, জে এল নং ৫৩, আর এস খতিয়ান নং ১৩৭১, এল আর খতিয়ান নং ২৩০/৪, আর এস দাগ নং ১৩১৩, এল আর দাগ নং ১৬১৬, জমির পরিমাপ ০.০১৯ একর (দান দলিল অনুযায়ী ০.০১৬ একর এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ০.০০৩ একর) এবং আর এস দাগ নং ১৩২২, এল আর দাগ নং ১৩২২, এল আর দাগ নং ১৬২৫, বাস্তু জমি, জমির পরিমাপ- ০.০০২ একরের মধ্যে ৭৫ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ১৭/বি, জি এন মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৭, বাঁশবেড়িয়া পুরসভার অন্তর্গত, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- জি এন মুখার্জি রোড নামক ২০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; দক্ষিণ- বাসব ব্যানার্জির বাড়ি; পূর্ব- প্রণব কুমার বিশ্বাসের বাড়ি; পশ্চিম- তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। ডিএসআর-১ হুগলী অফিসে নিবন্ধীকৃত, যার দলিল নং আই-০০৫৬৫, সাল ২০১২, তারিখ ০২/০২/২০১২, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং, পৃষ্ঠা নং ৩৪৪৫ থেকে ৩৪৬৪। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সমীরণ ব্যানার্জি, পিতা- স্বর্গীয় মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ০৪.১২.২০১৯** **খ) ₹১৭,৫৫,২০৯.৯৬** (সতেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুশো নয় টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) + ০১.১২.২০১৯ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৫.০৩.২০২০**	**ক) ₹৬.৩৩ লক্ষ** **খ) ₹০.৬৩৩ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৫	**ক) শাখা অফিস: বামুনারি** **খ) শ্রী কৃষ্ণময় ঘোষ** পিতা- শ্রী কার্তিক চন্দ্র ঘোষ মধ্যপাড়া, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বামুনারি, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২২০৩ **গ) ১. শ্রী অভিজিৎ ঘোষ** পিতা- শ্রী কার্তিক চন্দ্র ঘোষ **২. শ্রী কার্তিক চন্দ্র ঘোষ** পিতা- সতীশ চন্দ্র ঘোষ **৩. শ্রী মঙ্গলময় ঘোষ**, পিতা- নিমাই চন্দ্র ঘোষ সকলের ঠিকানা: মধ্যপাড়া, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বামুনারি, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২২০৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNBETC00062201**	উপরিস্থিত নির্মাণ সমেত সামান্য কমবেশি ০.০৭ একর বা ৭ শতক ভিটা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বামুনারি, জে এল নং ২৫, তৌজি নং ১৮, হাল এল আর খতিয়ান নং ৪৬৩ কৃ (বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২০১০ ও ২০১১, পরচা অনুসারে), আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩২৭, রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলি, সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে শ্রী কৃষ্ণময় ঘোষ ও শ্রী অভিজিৎ ঘোষ, উভয়ের পিতা- কার্তিক চন্দ্র ঘোষ-এর নামে। সম্পত্তিটি এডিএসআর অফিস- জনাই সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ৫০৯২ থেকে ৫১০৭-তে নথিভুক্ত ২০০৮ সালের দলিল নং ০৭৫৩৮ এবং বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৪৮৭৭ থেকে ৪৮৮৮-তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের দলিল নং ০৩৮৫৯ অনুযায়ী রেজিস্টার্ড। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ২২.০৭.২০২৪** **খ) ₹১২,২৪,০০৯.৯২** (বারো লক্ষ চব্বিশ হাজার নয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র) + ৩০.০৬.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৪.১১.২০২৪**	**ক) ₹২৪.০৮ লক্ষ** **খ) ₹২.৪০৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৬	**ক) শাখা অফিস: জয় কৃষ্ণ বাজার** **খ) মিঃ লাল মোহন প্রধান** পিতা- মিঃ চণ্ডী চরণ প্রধান গ্রাম- নস্করপুর, পোঃঅঃ- কেশবচক, থানা- তারকেশ্বর, হুগলি **প্রপার্টি আইডি: PUNB14561348001**	নিম্নোক্ত গৃহসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ৩৫৬, এল আর দাগ নং ৪৬৭, আর এস খতিয়ান নং ৩১২, এল আর খতিয়ান নং ১২৪২, জে এল নং ১৩, জমির পরিমাপ ৭ শতক, মৌজা- লস্করপুর, স্বত্বাধিকারী: শ্রী লাল মোহন প্রধান। সম্পত্তিটির চতুর্সীমা: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণ- অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিম- পুকুর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৭.০৩.২০১০** **খ) ₹২,৭৯,১৬৭.০০** (দুই লক্ষ উনআশি হাজার একশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) + ০৫.০৬.২০০৯ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৬.১২.২০১০**	**ক) ₹১৫.২০ লক্ষ** **খ) ₹১.৫২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৭	**ক) শাখা অফিস: উত্তরপাড়া** **খ) মিস মল্লিকা দে,** পিতা- হারাধন দে ১৪৩, টি এন মুখার্জি রোড, লোহাপুল, মানিকতলা, পোঃঅঃ- মাখলা, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৪৫ বিকল্প ঠিকানা: ৮৭/এ, কালীতলা, পোঃঅঃ- রঘুনাথপুর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৪৭ **প্রপার্টি আইডি: PUNB33570269001**	উপরিস্থিত যাবতীয় নির্মাণ/ কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ০১ (এক) কাঠা ০৪ (চার) ছটাক ০০ (শূন্য) বর্গফুট বা ২.০৬ ডেসিমেলের সমতুল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বাসাই, জে এল নং ২, আর এস দাগ নং ২৬৬০, আর এস খতিয়ান নং ৭৫৫, এল আর দাগ নং ২৬৬০, এল আর খতিয়ান নং ১৮৪ ও ৮৯৩ (দলিল অনুসারে), বর্তমানে এল আর খতিয়ান নং ৫২৫২ (মিউটেশনের পরে বর্তমান জমির নথি ও পরচা অনুসারে), কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি। এডিএসআর- উত্তরপাড়া সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ৮৪৯৮০ থেকে ৮৪৯৯৬-তে রেজিস্টার্ড ২০১৯ সালের দলিল নং ০৬২১০২৭২২ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিস মল্লিকা দে, পিতা- হারাধন দে। দলিল অনুসারে সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- ৮ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কাঁচা যৌথ পরিসর; দক্ষিণ- আর এস দাগ নং ২৬৬০; পূর্ব- আর এস দাগ নং ২৬৬০; পশ্চিম- আর এস দাগ নং ২৬৬০ এবং ৬ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কাঁচা যৌথ পরিসর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৫.০৩.২০২৫** **খ) ₹১৭,২৮,২৬৬.৩৯** (সতেরো লক্ষ আঠাশ হাজার দুশো ছেষট্টি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) + ২৮.০২.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৫.০৭.২০২৫**	**ক) ₹১০.৬৭ লক্ষ** **খ) ₹১.০৬৭ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৮	**ক) শাখা অফিস: জয়কৃষ্ণ বাজার** **খ) শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ** পিতা- শ্রী শ্যামাপদ ঘোষ বেগুনা, পোঃঅঃ- রাউতপুর, হুগলি, পিন-৭১২৪০২ **গ) শ্রী শ্যামাপদ ঘোষ** পিতা- প্রয়াত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বেগুনা, পোঃঅঃ- রাউতপুর, হুগলি, পিন-৭১২৪০২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB59289951001**	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ১৫ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বেগুনা, জে এল নং ৩৬, আর এস দাগ নং ৫১০, হাল এল আর দাগ নং ৫৫৬, আর এস খতিয়ান নং ৪৪, হাল এল আর খতিয়ান নং ৩০৪, পরমবুয়া সাহাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- বেগুনা দক্ষিণপাড়া, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি। সম্পত্তিটি এডিএসআর- ধনিয়াখালি সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ২৯৪ থেকে ২৯৯-তে নথিভুক্ত ১৯৮৩ সালের দলিল নং I-২৭৪১ মোতাবেক রেজিস্টার্ড। সম্পত্তির মালিকানা শ্রী শ্যামাপদ ঘোষ-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ- গোয়ালঘর, তারপরে অন্যের সম্পত্তি; পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পশ্চিম- প্রয়াত সুধীর কোলের জমি ও বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৪.১১.২০২২** **খ) ₹২১,৭০,৭৫৯.৭৭** (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার সাতশো উনষাট টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) + ০১.১১.২০২২ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০২.০২.২০২৩**	**ক) ₹২২.৬৫ লক্ষ** **খ) ₹২.২৬৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
১৯	**ক) শাখা অফিস: কৃষ্ণপুর** **খ) মেসার্স গ্রাফিকা,** **প্রোপ্রাইটর: সঞ্জীব কুমার ঘোষ** জিএস-৪, গ্রাউন্ড ফ্লোর, স্বপ্ননীড় শপিং কমপ্লেক্স, আখনবাজার, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২১০১ **গ) শ্রী সঞ্জীব কুমার ঘোষ,** পিতা- অজিত কুমার ঘোষ দাসপাড়া লেন, পোঃঅঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২১০১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB43563124001**	(১) এল আর দাগ নং ৪৯৫৮, ৪৯৫৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৪৭, ৪৯৫১, ৪৯৫৪, এল আর খতিয়ান নং ৮৮৪৩, আর এস দাগ নং ৩৫০১ (অংশ), ৩৫০২, ৩৪৯৭, ৩৪৯৮ (অংশ), ৩৫০০, ৩৬০৫ ও ৩৫৪৯ (অংশ), আর এস খতিয়ান নং ১১৯, ১২১ ও ১২২ সংবলিত সামান্য কমবেশি ১২ কাঠা ০৫ ছটাক ২১ বর্গফুট এবং (২) এল আর দাগ নং ৪৯৩০, ৪৯৫৯, এল আর খতিয়ান নং ৩৭৪৩/১, আর এস দাগ নং ৩৫০৩, ৩৬২১ (অংশ), আর এস খতিয়ান নং ১৪২ সংবলিত সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ০ ছটাক ১৫ বর্গফুট মিলিয়ে সর্বমোট ১৯ কাঠা ০৫ ছটাক ৩৬ বর্গফুট মাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিনির্মিত 'স্বপ্ননীড়' নামক বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা ও যৌথ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (প্রথম তল) সামান্য কমবেশি ১৩২ (একশো বত্রিশ) বর্গফুট মাপের অফিস রুম নং 'জিএস-৪' এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চুঁচুড়া, জে এল নং ২০, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪৪/৪৭, ৬০/৪৫, ৬১/৪৪ ও ৬২/৪৪, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার এলাকাধীন, পোঃঅঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি। ডিএসআর-I, হুগলি সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৩০৯ থেকে ৩২২-তে নথিভুক্ত ২০০৫ সালের দলিল নং ৪৫১৭ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সঞ্জীব কুমার ঘোষ, পিতা- অজিত কুমার ঘোষ। উক্ত অফিস রুমের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- গ্যারাজ জিএস-১; দক্ষিণ- পরিসর; পূর্ব- গ্যারাজ জিএস-৫; পশ্চিম- পরিসর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১১.০৩.২০২৪** **খ) ₹৬,২০,৩৫৪.৮৫** (ছয় লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশো চুয়ান্ন টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) + ০১.০৩.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৭.১০.২০২৪**	**ক) ₹৪.৪৭ লক্ষ** **খ) ₹০.৪৪৭ লক্ষ** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২০	**ক) শাখা অফিস: শেওড়াফুলি** **খ) শ্রী নকুল বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী হারাধন বিশ্বাস গ্রাম- বাঁকিপুর, পোঃঅঃ- মির্জাপুর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৯ **গ) শ্রী মলয় কুমার পাল (জামিনদার)** পিতা- নিরাপদ পাল পুরুষোত্তমপুর, মোল্লাশিমলা, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২২৩ **প্রপার্টি আইডি: PUNB05210959001**	নিম্নোক্ত মার্বেল মেঝে যুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং '৩ই'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা দক্ষিণ-পূর্ব মুখী, যার পরিমাপ প্রায় ৩৩১ বর্গফুট, যার মধ্যে ২০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (সামান্য কমবেশি) অন্তর্ভুক্ত এবং এটি (জি+৪) তলা বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও সুনির্দিষ্ট আবাসিক ভবনের ৩ নং ফ্লোরে অবস্থিত যার নাম ও পরিচিতি 'রাজেশ্বরী আবাসন' নামে যেটি সামান্য কমবেশি ১৩ শতক মাপের বাস্তু জমির ওপর নির্মিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- জলাঘাট, জে এল নং ৭৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪০১, আর এস খতিয়ান নং ২৯২, এল আর খতিয়ান নং ৯৬৯/২, ৩৪০৭, ৩৪০৮, ৩৪০৯, ৩৪১০, ৩৪১১, ৩৪১২ ও ৩৪১৩, সিঙ্গুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, সঙ্গে উক্ত ভবনের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সমস্ত সাধারণ এলাকা এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ সুযোগ, সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের সমানাধিকার। উক্ত ফ্ল্যাটের স্বত্বাধিকারী: শ্রী নকুল বিশ্বাস, পিতা- শ্রী হারাধন বিশ্বাস, গ্রাম- বাঁকিপুর, পোঃঅঃ এবং থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০৯। এডিএসআর- সিঙ্গুর-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০৬১৪০০০৪৯, সাল ২০২২, বই নং I, ভলিউম নং ০৬১৪-২০২২, পৃষ্ঠা নং ১২৮৩ থেকে ১৩১৯-তে নথিভুক্ত। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৭.০৫.২০২৪** **খ) ₹৬,৬৭,৫২৪.৬৮** (ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো চব্বিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) + ৩০.০৪.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৯.০৮.২০২৪**	**ক) ₹৯.১৯ লক্ষ** **খ) ₹০.৯১৯ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২১	**ক) শাখা অফিস: কেওটা লাট বাগান** **খ) শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস** কোদালিয়া, ব্যান্ডেল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১২৩ বিকল্প ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩ নং ফ্লোর, শ্রী দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৯/১৪, মহল্লা- বালি (পশ্চিম), থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১০২ **গ) শ্রীমতী নিবেদিতা দাস (ভট্টাচার্য)** কোদালিয়া, ব্যান্ডেল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১২৩ বিকল্প ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩ নং ফ্লোর, শ্রী দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৯/১৪, মহল্লা- বালি (পশ্চিম), থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১০২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB11646255002**	নিম্নোক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ৪৯৯ বর্গফুট (কমবেশি) যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বালি, জে এল নং ০৯, এল আর খতিয়ান নং ৫৪৯১ এবং ৫৪৯২, এল আর দাগ নং ৩৫৮২, আর এস দাগ নং ২৫৭২, ফ্ল্যাট নং ৩এ, 'শ্রী দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট'-এর ৩ নং ফ্লোরে অবস্থিত, ১৯/১৪, মহল্লা- বালি (পূর্ব), ওয়ার্ড নং ০৯ এর অধীনে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- বনবিহারী দাসের বাড়ি; দক্ষিণ- বাদামতলা লেন; পূর্ব- ৪০ ফুট চওড়া রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র মুখার্জি রোড; পশ্চিম- প্রয়াত সুনীত কুমার মুখার্জি ও অন্যান্যদের ফাঁকা জমি। এডিএসআর- চুঁচুড়া তে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০১০৫৯, দলিলের সাল ২০১২, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৮১২ থেকে ৮৩৭, সম্পত্তির মালিক শ্রীমতী নিবেদিতা দাস, স্বামী- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৬.০২.২০১৭** **খ) ₹৫,৭৩,৮৫৩.০০** (পাঁচ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশো তিপান্ন টাকা মাত্র) + ০১.০২.২০১৭ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২১.০২.২০১৮**	**ক) ₹৮.৭৮ লক্ষ** **খ) ₹০.৮৭৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২২	**ক) শাখা অফিস: সিঙ্গুর** **খ) মেসার্স নিউ আর ইলেকট্রনিক্স** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী হিরু বাগ** ৩৩(৩০), জি টি রোড, পোঃঅঃ- বৈদ্যবাটি, পিন- ৭১২২২২, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী হিরু বাগ** মেসার্স নিউ আর ইলেকট্রনিক্স-এর প্রোপ্রাইটর ৩৩(৩০), জি টি রোড, পোঃঅঃ- বৈদ্যবাটি, পিন- ৭১২২২২, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ **প্রপার্টি আইডি: PUNB52437381001**	নিম্নোক্ত ০৫ শতক মাপের জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- নসিবপুর, জে এল নং ৯০, এল আর দাগ নং ২১০৭, এল আর খতিয়ান নং ২৯০৭, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলি, সম্পত্তিটি এডিএসআর- সিঙ্গুর-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং I-০০৫২১, সাল ২০১৪, বই নং I-এর অধীনে, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ২০৩ থেকে ২০৬, স্বত্বাধিকারী: শ্রী হিরু বাগ। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মিঃ কাশীনাথ সিং-এর সম্পত্তি; দক্ষিণ- শঙ্কর বাগের সম্পত্তি; পূর্ব- দাতার সম্পত্তি; পশ্চিম- মানিক বাগের সম্পত্তি এবং সাধারণ যাতায়াতের পথ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৯.১০.২০১৬** **খ) ₹৫,১৯,০১৭.৫০** (পাঁচ লক্ষ উনিশ হাজার সতেরো টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) + ১৯.১০.২০১৬ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২০.০২.২০১৮**	**ক) ₹১৭.৪০ লক্ষ** **খ) ₹১.৭৪ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৩	**ক) শাখা অফিস: শ্রীরামপুর** **খ) মেসার্স পেট'স কেয়ার অ্যান্ড কিওর** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী অঞ্জন কুমার দত্ত** ২২এ, মুখার্জি পাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন- ৭১২২০১ **গ) শ্রী অঞ্জন কুমার দত্ত** **মেসার্স পেট'স কেয়ার অ্যান্ড কিওর-এর প্রোপ্রাইটর** ৪৪(৮/৪৩), চক মুসলমান পাড়া, পোঃঅঃ- বৈদ্যবাটি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২২২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB48630289001**	নিম্নোক্ত কাঠামো সহ বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- চক, জে এল নং ১, আর এস খতিয়ান নং ৩১৪, আর এস দাগ নং ৭১৬, পরিমাপ ৩ কাঠা ০ ছটাক ৩৭ বর্গফুট কমবেশি যা ২১৯৭ বর্গফুট বা ০০৫০৪৩ শতক বা ২০৪১৮ বর্গমিটার এর সমতুল্য, যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের বিদ্যমান কভার্ড এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭৪.০৬৬ বর্গফুট বা ৬৮.৮৩ বর্গমিটার, তৎসহ যাবতীয় এজমালি অধিকার, হোল্ডিং নং ৪৪(৮/৪৩), চক মুসলমান পাড়া রোড, বৈদ্যবাটি স্কিম প্লট নং ৫৫, বৈদ্যবাটি পুরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ১৭, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, এডিএসআর- শ্রীরামপুর-এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০৩৪৬৫/২০১৪, বই নং I, ভলিউম নং ০৬, পৃষ্ঠা নং ১০১৩৮ থেকে ১০১৫৪-তে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- দাগ নং ৭২৯; পূর্ব- আশিস গুপ্তের বাড়ি; পশ্চিম- দাগ নং ৭১৭ (অংশ) সংবলিত জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১০.১০.২০২৩** **খ) ₹৫,৩৫,০৮২.২৮** (পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বিরাশি টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) + ০১.১০.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৬.১১.২০২৪**	**ক) ₹২৩.০১ লক্ষ** **খ) ₹২.৩০১ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**

বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

আগের পৃষ্ঠার বাকি অংশ...

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম: হুগলি
২৩এ, রায় এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোঃঅঃ– শ্রীরামপুর, হুগলি (পশ্চিমবঙ্গ), পিন–৭১২২০১। ই-মেল: cs8240@pnb.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময় দায় (যদি থাকে)
২৪	**ক) শাখা অফিস: বলরামবাটি** **খ) মেসার্স নিউ তারা মা ইমিটেশন** **প্রোপ্রাইটর: মিঃ নকুল বিশ্বাস** রাজেশ্বরী আবাসন, রুম নং ৭, গ্রাউন্ড ফ্লোর, জলাঘাটা, পোঃঅঃ ও থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৪০৯ **গ) মিঃ নকুল বিশ্বাস** পিতা– শ্রী হারাধন বিশ্বাস গ্রাম– বাঁকিপুর, মির্জাপুর, বাঁকিপুর, পোঃঅঃ ও থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৪০৯ **প্রপার্টি আইডি: PUNBC0017496201**	নিম্নোক্ত একটি দোকান ঘর যা 'শপ নং ৭', যার পরিমাপ ১০০ বর্গফুট (সামান্য কমবেশি), যা একটি জি+৪ তলা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত যার নাম ও পরিচিতি 'রাজেশ্বরী আবাসন' রূপে, সঙ্গে উক্ত ভবনের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, সমস্ত সাধারণ অধিকার, ব্যবহারকারী এবং সুযোগ–সুবিধা–সহ, বিল্ডিংটি সামান্য কমবেশি ১৩ বাস্তু জমির ওপর নির্মিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জলাঘাটা, জে এল নং ৭৯, আর এস খতিয়ান নং ২৯২ এবং হাল এল আর খতিয়ান নং ৯৬৯/২, ৩৪০৭, ৩৪০৮, ৩৪০৯, ৩৪১০, ৩৪১১, ৩৪১২ এবং ৩৪১৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪০১, সিঙ্গুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, পোঃঅঃ ও থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি। স্বত্বাধিকারী: শ্রী নকুল বিশ্বাস, পিতা– শ্রী হারাধন বিশ্বাস। এডিএসআর– সিঙ্গুর–এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০২১৩৪/২০১৭, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ০৬১৪–২০১৭, পৃষ্ঠা নং ৪৩১০০ থেকে ৪৩১৪২–তে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চতুর্সীমা: উত্তর– শপ নং ৬; দক্ষিণ– সাধারণ গ্যারাজ; পূর্ব– সাধারণ যাতায়াতের পথ; পশ্চিম– সাধারণ গ্যারাজ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ২০.০৯.২০২৩** **খ) ₹৯,৩২,৮৪৩.৪০** (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৯.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৯.০১.২০২৪**	**ক) ₹৭.৯২ লক্ষ** **খ) ₹০.৭৯২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৫	**ক) শাখা অফিস: ডানকুনি গভর্নমেন্ট হাউজিং কমপ্লেক্স** **খ) শ্রী রাজু পাসওয়ান** পিতা– দিলীপ পাসওয়ান উত্তর সুভাষপল্লী, মনোহরপুর, থানা– ডানকুনি, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৩১১ **গ) শ্রী দিলীপ পাসওয়ান (জামিনদার)** পিতা– রামচন্দ্র পাসওয়ান উত্তর সুভাষপল্লী, মনোহরপুর, থানা– ডানকুনি, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৩১১ **প্রপার্টি আইডি: PUNB24150275001**	নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ০৩ ছটাক বা ১.৯৬ শতক (দলিল অনুযায়ী), তৎসহ এর ওপর নির্মিত কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মনোহরপুর, জে এল নং ৯৮, তৌজি নং ১৭, সাবেক দাগ নং ১৫১৬ এর অন্তর্গত, এল আর দাগ নং ২৩৩৬, সাবেক খতিয়ান নং ৬৮৭ এবং ৪৬৮, হাল খতিয়ান নং ৪৮৮ কৃ (দলিল অনুযায়ী), বর্তমানে নতুন এল আর খতিয়ান নং ৬১১৫, ডানকুনি পুরসভার এলাকাধীন, থানা– ডানকুনি, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৩১১। উক্ত সম্পত্তিটি এডিএসআর– জনাই–এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০০৮৭৬, সাল ২০০৬, সম্পাদনের তারিখ: ২২.০২.২০০৬, বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা নং ১৪৫৩৩ থেকে ১৪৫৪৩–তে নথিভুক্ত। স্বত্বাধিকারী: শ্রী দিলীপ পাসওয়ান, পিতা– রামচন্দ্র পাসওয়ান। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৭.১২.২০২৪** **খ) ₹৮,৮০,৪৭৭.৩৬** (আট লক্ষ আশি হাজার চারশো সাতাত্তর টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০২৪ অনুসারে + ০১.১২.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৫.০৭.২০২৫**	**ক) ₹১০.৯৮ লক্ষ** **খ) ₹১.০৯৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৬	**ক) শাখা অফিস: নালিকুল** **খ) মেসার্স রক্তিম এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: মিসেস মণিমালা দে** স্বামী– শ্রী হারাধন দে গ্রাম– দিঘলডাঙ্গা, দেপাড়া, পোঃঅঃ– জগৎনগর, থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৪০৯ গ) ১. মিসেস মণিমালা দে, স্বামী– শ্রী হারাধন দে **২. মিঃ রতিকান্ত দে (জামিনদার)** পিতা– প্রয়াত সন্তোষ দে উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম– দিঘলডাঙ্গা, দেপাড়া, পোঃঅঃ– জগৎনগর, থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন– ৭১২৪০৯ **প্রপার্টি আইডি: PUNB00111893001**	নিম্নোক্ত কাঠামো–সহ সামান্য কমবেশি ৩.২৮ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জগৎনগর, জে এল নং ৭৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩১৫৪, এল আর খতিয়ান নং ২৮২৫, মির্জাপুর–বাঁকিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি। সম্পত্তিটি এডিএসআর– সিঙ্গুর, হুগলি–এর অফিসে নিবন্ধিত, যার দলিল নং ০৬১৪০৩২১৬, সাল ২০১৮, বই নং I, ভলিউম নং ০৬১৪–২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৮৫১৩০ থেকে ৮৫১৪৯–তে নথিভুক্ত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী মণিমালা দে, স্বামী– শ্রী হারাধন দে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৭ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– নিশিকান্ত দে'র সম্পত্তি; পূর্ব– ৩ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ; পশ্চিম– ৫ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৪.০৮.২০২৩** **খ) ₹১৭,১৫,৯৪৪.১৮** (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র) + ০১.০৮.২০২৩ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৪.০১.২০২৪**	**ক) ₹১৫.৯৪ লক্ষ** **খ) ₹১.৫৯৪ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** গ) ₹০.১০ লক্ষ	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৭	**ক) শাখা অফিস: আরামবাগ (০৫৮৮১০)** **খ) শ্রী রামপ্রসাদ সিংহ** গ্রাম– কর্ণপুর, পোঃঅঃ– শান্তিপুর, থানা– গোঘাট, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১২২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB72631164001**	সামান্য কমবেশি ০.১২ একর বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বরসোলা বেলতলা, জে এল নং ১৫২, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১১৮৯, এল আর খতিয়ান নং ১২৯০, থানা– গোঘাট, জেলা– হুগলি। এডিএসআর– গোঘাটে বই নং I, ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৭৯ থেকে ৩৮৬–তে নথিভুক্ত ২০০৭ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I–৩৩২ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী রামপ্রসাদ সিংহ, পিতা– বিভূতি ভূষণ সিংহ–এর নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– শক্তিপদ পালের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– পিডব্লুডি রাস্তা; পূর্ব– কাশীনাথ সিংহের বাড়ি; পশ্চিম– হারাধন সিংহের দোকান। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ২৮.০৮.২০২৪** **খ) ₹৯,৯৩,৫৬৫.৬০** (নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) + ৩১.০৭.২০২৪ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৭.১২.২০২৪**	**ক) ₹২৩.৭৮ লক্ষ** **খ) ₹২.৩৭৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৮	**ক) শাখা অফিস: রতনপুর মোড়** **খ) মেসার্স আর আর আর্টস (ঋণগ্রহীতা)** রয়্যাল কমপ্লেক্স, অপূর্বপুর, পোঃঅঃ– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৪০৯ **গ) ১. শ্রী রিন্টু বর (প্রোপ্রাইটর তথা বন্ধকদাতা)** **২. শ্রীমতী টুলু বর (জামিনদার)** উভয়ের ঠিকানা: রয়্যাল কমপ্লেক্স, অপূর্বপুর, পোঃঅঃ– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৪০৯ **প্রপার্টি আইডি: PUNB50331193001**	'রয়্যাল কমপ্লেক্স' নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সের 'সি' ব্লকের ৪ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১০০৮.৫১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত ফ্ল্যাট নং ৪০১–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কিসমত অপূর্বপুর, জে এল নং ৫১, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৮৬, এল আর খতিয়ান নং ৭২৫/১, ৭৭/১, ৭৪/১ ও ৭৮/১, সিঙ্গুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– সিঙ্গুর, জেলা– হুগলি। এডিএসআর অফিস– সিঙ্গুরে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৩৮ থেকে ৩৪৫৭–তে নিবন্ধীকৃত দলিল নং I–০৪৯৬০/২০১২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী রিন্টু বর, পিতা– শ্রী রবীন্দ্রনাথ বর। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– এস এন মল্লিক রোড; দক্ষিণ– আলফাজউদ্দিন মল্লিকের সম্পত্তি; পূর্ব– দাগ নং ২৮৬ সংবলিত সম্পত্তি; পশ্চিম– রামচন্দ্র ডিং এবং তাহের আলির সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৮.০৫.২০২১** **খ) ₹১৬,৬৬,৭৬৬.৬৬** (যোল লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশো ছেষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) + ০১.০৪.২০২১ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৩.০৮.২০২১**	**ক) ₹২০.৪০ লক্ষ** **খ) ₹২.০৪ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২৯	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : জয় কৃষ্ণ বাজার** **খ) মিঃ সাবির মোল্লা, পিতা কাসেম মোল্লা,** গ্রাম–মাদপুর, মাদপুর জুনিয়র হাইস্কুলের নিকটে, বালিগোরি গ্রাম পঞ্চায়েত, তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৪১০ **সম্পত্তি আইডি: PUNB63835803001**	৮ শতক বাস্তু জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্পত্তির অবস্থান: মৌজা– মাদপুর, জে এল নং ৪৮, আর এস খতিয়ান নং ২০২, এল আর খতিয়ান নং ১১৪৯, আর এস প্লট নং ৫৯৪, এল আর প্লট নং ৯৪৮, এডিএসআর হরিপাল অফিসে নথিভুক্ত বুক ০১, ভলিউম নং ১৬, পৃষ্ঠা ৪৭৫৮ থেকে ৪৭৭২ তে রেকর্ডভুক্ত ২০১০ সালের দান দলিল নং ০৫৮২৫। সম্পত্তিটি মিঃ সাবির মোল্লা, পিতা কাশেম মোল্লার নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব: কাশেম মোল্লা এবং অন্যদের জমি। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ০৩.০৮.২০২২** **খ) ₹১১,৮৩,০১৫.০০** (এগারো লক্ষ তিরাশি হাজার পনেরো টাকা মাত্র) + ০১.০৮.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৮.০৬.২০২৩**	**ক) ₹৫০.৫৫ লক্ষ** **খ) ₹৫.০৫৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.৫০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩০	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : ভদ্রেশ্বর** **খ) মিসেস সাধনা দুবে** স্বামী মিঃ সুনীল কুমার দুবে 'শ্রী কুঞ্জ' অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক 'বি', এস এস বোস সরণি, ফ্ল্যাট নং ৩০২, চতুর্থ তল, বৈদ্যবাটি, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২২২২ বিকল্প ঠিকানা: ১১, কে বি এম রোড, বৈদ্যবাটি (পুরসভা), জেলা হুগলি, পিন–৭১২ ২২২। **গ) মিঃ সুনীল কুমার দুবে** পিতা ঈশ্বর সরণ দুবে 'শ্রী কুঞ্জ' অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক 'বি', এস এস বোস সরণি, ফ্ল্যাট নং ৩০২, চতুর্থ তল, বৈদ্যবাটি, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২২২২ বিকল্প ঠিকানা: ২৩, কে বি এম রোড, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটি (পুরসভা), জেলা হুগলি, পিন–৭১২ ২২২। **সম্পত্তি আইডি: PUNB28396468001**	সামান্য কমবেশি ১৬ কাঠা ৩ ছটাক মাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিভাজ্য অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত 'শ্রী কুঞ্জ' (ব্লক 'বি') নাম ও স্টাইলের বহুতল বিল্ডিংয়ের (লিফ্টের সুবিধাযুক্ত) 'বি' ব্লকে চতুর্থ তলে (থার্ড ফ্লোর) ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম কিচেন রুম, ২টি টয়লেট ও ১টি বারান্দা নিয়ে গঠিত ও টাইলের মেঝে দিয়ে ফিনিশ করা সামান্য কমবেশি ৮৫৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কভার্ড এরিয়ার ২৫% কভার্ড এরিয়ার সঙ্গে যোগ করে প্রাপ্ত মোট এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া রূপে বিবেচিত হয়) বিশিষ্ট একটি আবাসিক স্পেস বা ফ্ল্যাট নং ৩০২–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দীর্ঘাঙ্গী, জে এল নং ৪, আর এস দাগ নং ১৮২৩, ১৮২৬ ও ১৮২৭, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫৯, ১৪৬৪ ও ২৩৩০, এল আর দাগ নং ২২৭৯, ২২৮৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৭০৮, ১১৭৩০, ১১৬৩০ ও ১৪৪৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫৪৫(২২৯), এস এস বোস সরণি, বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– বৈদ্যবাটি, থানা– শ্রীরামপুর, জেলা– হুগলি। এডিএসআর অফিস– শ্রীরামপুর সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ০৬০৫–২০২৩, পৃষ্ঠা নং ৫৭৩২৯ থেকে ৫৭৩৫৬–তে নথিভুক্ত ২০২৩ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৬০৫০২১৭৩ অনুযায়ী। এই ফ্ল্যাটটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– করিডোর এবং লিফ্ট; দক্ষিণ– ফাঁকা জায়গা; পূর্ব– ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম– ফ্ল্যাট নং ২০২। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ১২.০৮.২০২৪** **খ) ₹১৬,৩০,৫১১.৫৩** (যোল লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো এগারো টাকা এবং তিপান্ন পয়সা মাত্র) + ০১.০৮.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৪.১১.২০২৪**	**ক) ₹২২.০০ লক্ষ** **খ) ₹২.২০ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩১	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : কোন্নগর** **খ) শ্রী সম্রাট গুহ,** পিতা শ্রী সমর কুমার গুহ ফ্ল্যাট জি–৩, সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট, ১, এন সি মিত্র লেন, কোন্নগর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২২৩৫ **গ) ১. শ্রী সমর কুমার গুহ** ফ্ল্যাট জি–৩, সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট, ১, এন সি মিত্র লেন, কোন্নগর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২২৩৫ **২. শ্রীমতী ব্রততী গুহ** ফ্ল্যাট জি–৩, সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট, ১, এন সি মিত্র লেন, কোন্নগর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২২৩৫ **সম্পত্তি আইডি: PUNB64026241001**	সোনার তরী নামে বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং জি–৩ এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ৭৬৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), মৌজা– কোন্নগর, জে এল নং ৭, আর এস দাগ নং ৬০৩৬, এল আর দাগ নং ১২৫৪৫, আর এস খতিয়ান নং ১৮৫২, এল আর খতিয়ান নং ১১২৫৫, ১১২৫৬, ১১২৫৭ এবং ১১২৫৮, হোল্ডিং নং ১, এন সি মিত্র লেন, কোন্নগর পুরসভার অধীন, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি। বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১২৩১ থেকে ১২৭৪, এডিএসআর, শ্রীরামপুর অফিসে নথিভুক্ত ২০০৬ সালের দলিল নং I–০০৯৪০ অনুসারে সম্পত্তিটি শ্রী সমর কুমার গুহ, পিতা প্রয়াত কল্যাণ কুমার গুহ এবং শ্রীমতী ব্রততী গুহ, স্বামী শ্রী সমর কুমার গুহর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: ফ্ল্যাট নং এফ৩; দক্ষিণ : ফাঁকা জায়গা; পূর্ব: সিঁড়ি; পশ্চিম: ফাঁকা জায়গা। **(বাস্তবিক দখলের অধীন)**	**ক) ২৪.০৫.২০২১** **খ) ₹৮,০৭,৩০৫.০০** (আট লক্ষ সাত হাজার তিনশো পাঁচ টাকা মাত্র) + চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৯.০৯.২০২১**	**ক) ₹১৯.১৩ লক্ষ** **খ) ₹১.৯১৩ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩২	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : খলিসানি** **খ) মেসার্স সঞ্জয় এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ** বি/১/১, সিবা প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট, ফার্স্ট ফ্লোর, জি টি রোড ব্যান্ডেল মোড়, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ব্যান্ডেল, জেলা হুগলি, পিন–৭১২১২৩ **গ) ১. শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ,** পিতা রাম প্রীত প্রসাদ ২৪, নিউ পার্ক ব্যান্ডেল, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন–৭১২১২৩ **২. মিসেস নীতু প্রসাদ সিং,** স্বামী শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ, জি টি রোড ব্যান্ডেল মোড়, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন–৭১২১২৩। **সম্পত্তি আইডি: PUNB51829752001**	'সিবা প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের একতলায় ৪৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্কুটার/টু হুইলারের জায়গাসহ প্রথম তলার বি/১/১ নং ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২৭ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া ৬৮৯ বর্গফুট)-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কেওটা, আর এস প্লট নং ৫৩৩৬ (এল আর প্লট নং ১৩০৩), আর এস খতিয়ান নং ৮৮৬ এবং পূর্ববর্তী এল আর খতিয়ান নং ২৬৪৭/১ এবং হাল এল আর খতিয়ান নং ৪৪০৫, জি টি রোড, ব্যান্ডেলে অবস্থিত, ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– চুঁচুড়া, জেলা– হুগলি। উপরি নামিত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তর– সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩৩৬(পি) হওয়া অন্যদের প্রাঙ্গণ; দক্ষিণ– সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩৩৮ হওয়া অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– জি টি রোড, সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৪৯৯; পশ্চিম– সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩০৯ হওয়া অন্যদের জমি। ২৯.০৪.২০১৩ তারিখের এবং ২০১৩ সালের দলিল নং I-০২৯৬৫ অনুযায়ী হুগলি ডিএসআর অফিসে বুক ১, সিডি ভলিউম নং ৯, পৃষ্ঠা ৩৩৪৪ থেকে ৩৩৬১-এ নিবন্ধিত সম্পত্তির মালিকানা মিসেস নীতু প্রসাদ সিং, স্বামী– শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ-এর নামে। **[বাস্তবিক দখলের অধীন]**	**ক) ০৭.০৭.২০২১** **খ) ₹১৭,৯৭,০৭৩.৩৭** (সতেরো লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিয়াত্তর টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৭.২০২১ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল গ) ২৩.০৯.২০২১	**ক) ₹১৬.২৫ লক্ষ** **খ) ₹১.৬২৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৩	**ক) শাখা অফিস: মগরা** **খ) শ্রী সিদ্ধার্থ বাগ** পিতা– সতীনাথ বাগ ৪১/এ, জামাইগলি, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭১২ ৫০২ **গ) শ্রীমতি মিনা দাস** ৪১/এ, জামাইগলি, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭১২ ৫০২ **প্রপার্টি আইডি: PUNB40920347001**	১ কাঠা ১২ ছটাক ০৩ স্কোয়ার ফুট পরিমাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বাঁশবেড়িয়া, জে এল নং ৫৩, আর এস প্লট নং ৩০৮ এবং এল আর প্লট নং ৪৬৪/৮২৪, এল আর খতিয়ান নং ২২২৮-এর অধীনে বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ৪১/এ, রুদ্র লেন, ওয়ার্ড নং ০৯, পোঃঅঃ – বাঁশবেড়িয়া, থানা– মগরা, জেলা– হুগলী, পিন– ৭১২৫০২। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস মিনা দাস। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ০১.০৮.২০২৫** **খ) ₹৯,০৪,৯০৭.৩৬** (নয় লক্ষ চার হাজার নয়শো সাত টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৮.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ১৭.০১.২০২৬**	**ক) ₹১৫.১৯ লক্ষ** **খ) ₹১.৫১৯ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৪	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : ডানকুনি গভঃ হাউজিং কমপ্লেক্স** **খ) শ্রী শেখ সাদ্দাম,** পিতা আবদুল ওয়াহাব শেখ চাকুন্দি হেদোপাড়া, ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ডানকুনি, হুগলি পিন–৭১২৩১০ **গ) শ্রী শেখ মোমিন,** পিতা আবদুল ওয়াহাব শেখ ছাকুন্দি হেদোপাড়া, ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ডানকুনি, হুগলি পিন–৭১২৩১০ **সম্পত্তি আইডি: PUNBETC00728001**	(দলিল অনুযায়ী) সামান্য কমবেশি ১.৩৪ শতক জমি এবং তার ওপর থাকা নির্মাণের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চাকুন্দি, জে এল নং ৯৪, এল আর খতিয়ান নং ১৩২৯, নতুন এল আর খতিয়ান নং ১৪৬৮, আর এস দাগ নং ৮৩১, এল আর দাগ নং ৮৪০, ডানকুনি পুরনিগমের এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ১, চাকুন্দি হেদোপাড়া, ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ডানকুনি, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৩১০। জেলা– হুগলি, এডিএসআর জনাই-এ নিবন্ধিত বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৫৮৩৪ থেকে ৭৫৮৫৫ এবং ২০১৭ সালের দলিল নং ০৬০৮০৩৪০৭ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী শেখ মোমিন, পিতা– আবদুল ওয়াহাব শেখ-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৩ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর সহ আর এস দাগ নং ৮৩১-এর সম্পত্তি; দক্ষিণ– আর এস দাগ নং ৮৩১-এর সম্পত্তি; পূর্ব– আর এস দাগ নং ৮৩১-এর সম্পত্তি; পশ্চিম– আর এস দাগ নং ৮৩১-এর অধিভুক্ত শেখ সাদ্দামের সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ০২.০৯.২০২৪** **খ) ₹৯,৮১,৮০৬.৮৩** (নয় লক্ষ একাশি হাজার আটশো ছয় টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) + ৩১.০৮.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২১.১১.২০২৪**	**ক) ₹১৫.৬১ লক্ষ** **খ) ₹১.৫৬১ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৫	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : মশাট** **খ) সোহারাব শেখ (শেখ সোহারাব) (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** বারাসাত, জনাইপতি, কুমীরমোরা, থানা চণ্ডীতলা, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৭০৪ **সম্পত্তি আইডি: PUNB39167448002**	২.৫০ শতক (দলিল অনুযায়ী ১.৫০ শতক + মৃত পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ১.০০ শতক) পরিমাণ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– জনাই, জে এল নং ৫৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৫৭২, ৪৫৭৩, ৪৫৭৪, ৪৫৭৫, এল আর প্লট নং ২৪৬, গ্রাম– বারাসাত, জনাইপাটি, কুমিরমোড়া, জনাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– চণ্ডীতলা, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। ২৯.১১.২০১৩ তারিখের এবং ২০১৩ সালের দানপত্র দলিল নং ৬৫০৭ অনুযায়ী অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, জনাই, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত সম্পত্তির মালিকানা শেখ সোহরাব, পিতা– প্রয়াত শেখ আবদুল মামুদ-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শেখ মোমিনের বাড়ি; দক্ষিণ– শেখ মোমিনের বাড়ি; পূর্ব– পরিসর ও পুকুর; পশ্চিম– শেখ রোজানের সম্পত্তি ও পরিসর। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ০১.০৬.২০১৯** **খ) ₹৭,২৬,৪৬১.০০** (সাত লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশো একষট্টি টাকা মাত্র) + ০১.০৬.২০১৯ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০৯.০৮.২০১৯**	**ক) ₹১৫.৬১ লক্ষ** **খ) ₹১.৫৬১ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৬	**ক) শাখা অফিস: মাখলা** **খ) শ্রী সোমনাথ পাল** ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোঃঅঃ– মাখলা, জেলা– হুগলী, পিন– ৭১২ ২৪৫ **গ) শ্রীমতি মধুমিতা পাল** ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোঃঅঃ– মাখলা, জেলা– হুগলী, পিন– ৭১২ ২৪৫ **প্রপার্টি আইডি: PUNB56041750001**	১ কাঠা ৪ ছটাক ২২ স্কোয়ার ফুট পরিমাপের (সামান্য কমবেশি) জমি ও তদুপরি কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাখলা, জে এল নং ১১, আর এস দাগ নং ১৮০৯/২৭১০, এল আর দাগ নং ১৮৭৬, এল আর খতিয়ান নং ২০২৩, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার এক্তিয়ারাধীন, থানা– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলী। এডিএসআর শ্রীরামপুর অফিসে নিবন্ধীকৃত, যার দলিল নং আই-২৬৫ সাল ১৯৯৮, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৫৯ থেকে ৬৪। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সোমনাথ পাল, পিতা– শ্রী আশুতোষ পাল। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– রাস্তা; দক্ষিণ– শ্রীমতি জ্যোৎস্না সরকারের বাড়ি; পূর্ব– শ্রী বিমল সেনের বাড়ি; পশ্চিম– শ্রী আশুতোষ পালের বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	**ক) ১৮.০৫.২০২১** **খ) ₹৭,৩৫,৮৮১.৪৯** (সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো একাশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৪.২০২১ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০১.০৯.২০২১**	**ক) ₹১৬.০৫ লক্ষ** **খ) ₹১.৬০৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৭	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : দশঘরা** **খ) মেসার্স সোনাই ভজন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা তিনকড়ি ভজন চুনারিপাড়া, রোজিপুর, পোঃ কাননদি, ধনিয়াখালি, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৩০২ **গ) শ্রী খোকন ভজন (জামিনদার)** পিতা তিনকড়ি ভজন চুনারিপাড়া, রোজিপুর, পোঃ কাননদি, ধনিয়াখালি, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৩০২ **সম্পত্তি আইডি: PUNBAYQ01232101**	৭ শতক বাস্তু জমি এবং তার ওপর থাকা নির্মাণের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রোজিপুর, জে এল নং ২২, এল আর খতিয়ান নং ১৩৯২, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৮০, থানা– ধনিয়াখালি, জেলা– হুগলির এলাকাধীন। এডিএসআর ধনিয়াখালি অফিসে নিবন্ধিত বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৪, পৃষ্ঠা ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০১২ সালের দলিল নং ০১৩১৪ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিস সোনাই ভজন, কন্যা– শ্রী তিনকড়ি ভজন-এর নামে। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– নিজস্ব পুকুর; দক্ষিণ– কুচান ভজনের সম্পত্তি; পূর্ব– কুচান ভজনের সম্পত্তি; পশ্চিম– আরমেদ আলি মণ্ডলের সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ২৯.০১.২০২৫** **খ) ₹২,৪৪,৮৬৬.০০** (দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো ছেষট্টি টাকা মাত্র) + ৩১.১২.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০২.০৯.২০২৫**	**ক) ₹৭.৬২ লক্ষ** **খ) ₹০.৭৬২ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৮	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : কেওটা লাটবাগান** **খ) শ্রী সুমন্ত ঘোষ** **আকাশ কম্পিউটার ইন্সটিটিউটের প্রোপ্রাইটর** পিতা সুদর্শন ঘোষ গ্রাম ও পোঃ একতারপুর, থানা বলাগড়, জেলা হুগলি, পিন–৭১২১২৩ বিকল্প: মগরা ত্রিবেণী রোড, পোঃ মগরা, জেলা হুগলি, পিন–৭১২১৪৮ **সম্পত্তি আইডি: PUNB12166066001**	নির্মাণ সহ সামান্য কমবেশি ১৬ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–একতারপুর, জে এল নং ৭০, এল আর খতিয়ান ৮১২। **দাগ নং — জমির মাপ** আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৩৮ — ৭ শতক বাস্তু জমি আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৩৮ — ৪ শতক ভিটি জমি আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২১১/২১৭৯ — ৪ শতক ভিটি জমি আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২১১/২১৮০ — ১ শতক বাস্তু জমি মোট — **১৬ শতক** মোট ১৬ শতক জমি একতারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বলাগড়, জেলা হুগলি। এডিএসআর সদর হুগলি অফিসে নথিভুক্ত ২০০৬ সালের দলিল নং ০২৪৫০, ০৪.০৫.২০০৬ তারিখে সম্পাদিত, বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ১৫, পৃষ্ঠা ৯১ থেকে ৯৮ তে রেকর্ডভুক্ত এবং বুক নং I, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ১৪৪৯৪ থেকে ১৪৫১৮ তে রেকর্ডভুক্ত ২০১০ সালের দলিল নং ০০৬২৫। সম্পত্তিটি শ্রী সুমন্ত ঘোষ, পিতা সুদর্শন ঘোষের নামে। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ২১.১২.২০২৪** **খ) ₹১৬,১১,৩৬৪.০০** (ষোল লক্ষ এগারো হাজার তিনশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) + ০৭.০৪.২০১১ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৫.০৭.২০২৫**	**ক) ₹২১.৬০ লক্ষ** **খ) ₹২.১৬ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৩৯	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : কুন্তিঘাট** **খ) মিঃ তপন মণ্ডল,** পিতা প্রয়াত রাই মোহন মণ্ডল সাউথ গোপালপুর, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলি, পিন–৭১২৫১৩ **গ) ১. শ্রী তপন মণ্ডল,** পিতা প্রয়াত রাই মোহন মণ্ডল **২. শ্রী তরুণ মণ্ডল (জামিনদার)** পিতা শ্রী তপন মণ্ডল উভয়ের ঠিকানা: বিদ্যাসাগর কলোনি, দক্ষিণ গোপালপুর, হুগলি, পিন–৭১২৫১৩। **সম্পত্তি আইডি: PUNB13807951001**	কাঠামো সহ বাস্তু জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির মাপ ০৮ একর (কমবেশি), মৌজা দক্ষিণ গোপালপুর, জে এল নং ১২৮, আর এস খতিয়ান নং ১৩০০, এল আর খতিয়ান নং ২৪১৩, মিউটেশনের পর আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩৫০৩,পোঃ গোপালপুর, থানা বলাগড়, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৫১৩। সম্পত্তিটি শ্রী তপন মণ্ডল, পিতা প্রয়াত রাই মোহন মণ্ডলের নামে। বুক I, সিডি ভলিউম নং ০৮, পৃষ্ঠা ২৯৪ থেকে ৩০৫ তে রেকর্ডভুক্ত এডিএসআর চুঁচুড়ায় নথিভুক্ত ২০১০ সালের দলিল নং ০২৬১৭। দলিল অনুসারে সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: ৬ ফুট পঞ্চায়েত রাস্তা; দক্ষিণ: গোবিন্দ ভক্তর সম্পত্তি; পূর্ব: শরৎ মণ্ডলের সম্পত্তি; পশ্চিম: শ্রী হরি মণ্ডলের সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ৩১.০৫.২০২১** **খ) ₹১৯,৫২,১২৮.২০** (উনিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার একশো আঠাশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) + ০১.০৪.২০২১ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২০.০৯.২০২১**	**ক) ₹১৬.৪৮ লক্ষ** **খ) ₹১.৬৪৮ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৪০	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : ডানকুনি গভঃ হাউজিং কমপ্লেক্স** **খ) শ্রীমতী তৃষা কাঞ্জিলাল** স্বামী সপ্তর্ষি কাঞ্জিলাল স্টেশন পল্লী, ডানকুনি, ওয়ার্ড নং ১৫, ডানকুনি পুরনিগম, থানা চণ্ডীতলা, জেলা হুগলি, পিন–৭১২৩১১ **সম্পত্তি আইডি: PUNB71886116001**	(দলিল অনুযায়ী) সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ১১ ছটাক ২৭ বর্গফুট বা ২.৮৪৮ শতক বাস্তু জমি এবং তার ওপর থাকা নির্মাণের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মৃগালা, জে এল নং ১০২, সাবেক আর এস দাগ নং ৯৩৪, হাল এল আর দাগ নং ১৫৪৩, সাবেক আর এস খতিয়ান নং ১৪২৯, সাবেক এল আর খতিয়ান নং ২২৭৫ যার অনুরূপ হাল এল আর খতিয়ান নং ১০২৬৫, ডানকুনি পুরসভার এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা– ডানকুনি, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২৩১১। ১৪.০৯.২০২২ তারিখের এবং ২০২২ সালের দলিল নং ০৬০৮১০৪৭৪ অনুযায়ী এডিএসআর জনাই অফিসে নিবন্ধিত বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০২২, পৃষ্ঠা ২৪৭০৬৬ থেকে ২৪৭০৮৪ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতী তৃষা কাঞ্জিলাল, স্বামী– সপ্তর্ষি কাঞ্জিলাল-এর নামে। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা**: উত্তর– শ্রী প্রশান্ত কাঞ্জিলালের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; পূর্ব– ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; পশ্চিম– আর এস দাগ নং ৯৩৪-এর অংশ। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ১৮.১২.২০২৪** **খ) ₹১০,২০,১৩৭.৮৬** (দশ লক্ষ কুড়ি হাজার একশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) + ৩০.১১.২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ০১.০৩.২০২৫**	**ক) ₹১২.৭৫ লক্ষ** **খ) ₹১.২৭৫ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৪১	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : শ্রীরামপুর** **খ) শ্রী উজ্জ্বল দে** পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ দে ২২ এবং ২৪/৪৫, ফিড়িঙ্গি ডাঙা রোড, পোঃ মল্লিকপাড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২২০৩ **গ) শ্রী রবীন দে (জামিনদার)** পিতা শ্রী গৌরাঙ্গ দে ২২ এবং ২৪/৪৫, ফিড়িঙ্গি ডাঙা রোড, পোঃ মল্লিকপাড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি, পিন–৭১২২০৩ **সম্পত্তি আইডি: PUNB40080274001**	'সোনার তরী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং এফএফ ১১৬ এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ২৮৬ বর্গফুট, সেই সঙ্গে উক্ত বহুতল বিল্ডিংয়ের নিচে থাকা জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা প্রায় ০৫ কাঠা ০৭ ছটাক ২৮ বর্গফুট পরিমাণ বাস্তু জমির ওপর নির্মিত যার স্থিতি ও বিবরণ: এর মধ্যে ০৯ ছটাক ২৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি আর এস প্লট নং ৫৯১২-এর অধিভুক্ত, যা আর এস খতিয়ান নং ৩৭৮৭ এবং ৩৭৮৮-এর অন্তর্গত, আর এস প্লট নং ৫৯১৪-এর অধিভুক্ত ০৯ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাণ জমি যা আর এস খতিয়ান নং ৩৭৮৭ এবং ৩৭৮৮-এর অন্তর্গত এবং আর এস প্লট নং ৫৯১৫-এর অধিভুক্ত ০২ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাণ জমি যা আর এস খতিয়ান নং ৩৭৮৭ এবং ৩৭৮৮-এর অন্তর্গত, এই সমস্ত এল আর প্লট নং ৬৩১৪-এ একীভূত, যার অনুরূপ এল আর খতিয়ান নং ২৫৭৪৭, মৌজা– শ্রীরামপুর, জে এল নং ১৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৯১/৯১/জি, কুমিরজলা রোড, শ্রীরামপুরে অবস্থিত এবং আর এস প্লট নং ৫৯১৫-এর অধিভুক্ত ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক ৩৯ বর্গফুট পরিমাণ জমি যা আর এস খতিয়ান নং ৩৭৮৭ এবং ৪০৮৫-এর অন্তর্গত যা এল আর প্লট নং ৬৩১৪-এর অধীন এবং আর এস প্লট নং ৫৯১৪-এর অধিভুক্ত ০৮ ছটাক ০৮ বর্গফুট পরিমাণ জমি যা আর এস খতিয়ান নং ৩৭৮৭ এবং ৪০৮৫-এর অন্তর্গত যা এল আর প্লট নং ৬৩১৬-এর অধীন, উভয় প্লটই এল আর খতিয়ান নং ২৫৭৪৬-এর অনুরূপ, মৌজা– শ্রীরামপুর, জে এল নং ১৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৯১/৯১/জি, কুমিরজলা রোড, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পুরসভার অধীন, এডিএসআর অফিস এবং থানা– শ্রীরামপুর, জেলা– হুগলিতে অবস্থিত। ২৮.০৮.২০০৯ তারিখের এবং ২০০৯ সালের দলিল নং ০৫৬২১ অনুযায়ী এডিএসআর শ্রীরামপুর সেন অফিসে নিবন্ধিত বুক ১, সিডি ভলিউম নং ৮, পৃষ্ঠা ৯৪০২ থেকে ৯৪২৭ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী উজ্জ্বল দে, পিতা– গৌরাঙ্গ দে-এর নামে। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ২৫.০৩.২০২৫** **খ) ₹২,১০,২৬০.০৩** (দুই লক্ষ দশ হাজার দুশো ষাট টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) + ২৮.০২.২০২৫ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ৩০.০৮.২০২৫**	**ক) ₹৬.৫৩ লক্ষ** **খ) ₹০.৬৫৩ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.১০ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**
৪২	**ক) ব্রাঞ্চ অফিস : নবগ্রাম** **খ) মেসার্স উষা প্যানাসিয়া** **প্রোপ্রাইটর: সুচিত্রা চ্যাটার্জি** ১২/১, ডঃ অজিত রঞ্জন গুহ সরণি, ভদ্রকালি, হুগলি, পিন–৭১২৩২৫ **গ) ১. শ্রীমতী সুচিত্রা চ্যাটার্জি** স্বামী শ্রী দেবাশিস চ্যাটার্জি **২. শ্রী দেবাশিস চ্যাটার্জি** পিতা শ্রী মানসচরণ চ্যাটার্জি উভয়ের ঠিকানা: ১২/১, ডঃ অজিত রঞ্জন গুহ সরণি, ভদ্রকালী, হুগলি, পিন–৭১২৩২৫ **সম্পত্তি আইডি: PUNBABA40370612**	দোতলা বাড়ি সহ ১ কাঠা, ৮ ছটাক বাস্তু জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা কোতরং, জে এল নং ৮, এল আর খতিয়ান নং ৫০৯৭, এল আর দাগ নং ৩৪৭২, প্লট নং ৮৩৭, কোতরং উত্তরপাড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬, থানা উত্তরপাড়া, এডিএসআর শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি। এডিএসআর শ্রীরামপুরে নথিভুক্ত ২০০২ সালের দলিল নং ৩৬০২ অনুসারে সম্পত্তিটি শ্রী দেবাশিস চ্যাটার্জি, পিতা শ্রী মনসা চরণ চ্যাটার্জির নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– পুরসভার পুকুর; দক্ষিণ–ডঃ অজিত রঞ্জন গুহ রোড; পূর্ব–উপরোক্ত সম্পত্তির বাকি অংশ; পশ্চিম–সুনীল চক্রবর্তীর সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	**ক) ০৪.০৬.২০২১** **খ) ₹১০,৩৫,১২২.৪০** (দশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো বাইশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) + ০১.০৫.২০২১ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল **গ) ২৮.০৯.২০২১**	**ক) ₹২৫.৩৬ লক্ষ** **খ) ₹২.৫৩৬ লক্ষ (২৬.০৫.২০২৬)** **গ) ₹০.২৫ লক্ষ**	**২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** **ব্যাঙ্কের জানা নেই**

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম 'অনলাইন ই–নিলাম' পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, ডিজিলকারের মাধ্যমে ই–কেওয়াইসি করিয়ে রাখতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে যাওয়ার পরে, আগ্রহী বিডারগণ/ ক্রেতাগণ প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক ওই পোর্টালে নির্ধারিত তারিখের আগেই অনলাইন উপায়ে/ চালান তৈরি করে তাঁদের ই–ওয়ালেটে জমা দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর এবং সম্পত্তির সঙ্গে ওয়ালেটে লিঙ্কিংয়ের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পর সম্পত্তির সঙ্গে লিঙ্ক করাতে হবে। যে সকল বিডার প্রয়োজনীয় ইমিডে অনলাইনে ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে সম্পত্তির সঙ্গে লিঙ্ক করাবেন না, তাঁদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://www.baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (হেল্পডেস্ক নম্বর: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই–মেল: support.BAANKNET@psballiance.com)। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://www.baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি ই–নিলাম পোর্টাল **(https://www.baanknet.com)** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টাল **https://www.baanknet.com**–এ দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'**–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ..... (স্থানের নাম)–তে প্রদেয়মতে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো বিড অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যা কিছু যেমনটি আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. সফল ক্রেতাকে কোনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়্যান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে ই–নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন: **https://www.baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in**।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬;
স্থান: শ্রীরামপুর

স্বাঃ– মিঃ সৌরভ বণিক, অনুমোদিত আধিকারিক (মোবাইল: ৮৬৩৭০ ৮৪০২২)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

জগতের ভাঁড়ামোর বিরুদ্ধে দু'জন

পৃথিবীবিখ্যাত নাটক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ অশোক মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গীকরণ ও পরিচালনায় হয়ে উঠেছে ‘গদাইবাবু আসছেন’। থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটকে প্রতিভাদীপ্ত অভিনয়ে গৌতম হালদার ও লোকনাথ দে।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্যত তারা দু'জন ভাঁড়। ভোলা আর আশু। তাদের আশ্রয় নেই। মাথা গোঁজার ছাদ নেই। এক পাতা–ঝরা শুকনো গাছের নীচে তাদের অনন্ত প্রতীক্ষা, গদাইবাবুর জন্য। এবং বয়ে যাওয়া সময়কে তারা ধরে রাখে পারস্পরিক আপাত অহেতুক কথায়, যা আসলে মোটেই অহেতুক নয়। অদ্ভুত তাদের পোশাক–আশাক। আশ্চর্য তাদের সম্পর্ক, কথাবার্তা, ভালবাসা, রাগ, অভিমান। কিন্তু তারা ছেড়ে যায় না পরস্পরকে। তারা যেন বন্ধুত্বের এক নাছোড় সংজ্ঞা তৈরি করে দেয়। দৃশ্যত তারা ভাঁড়। কিন্তু আদতে তারা চিহ্নিত করে এই লাভ, লোকসান, লোভের, স্বার্থপরতার, নিষ্ঠুরতার জগৎকে। এবং জগতের ভাঁড়ামোর বিরুদ্ধেই যেন তাদের বেঁচে থাকা। এবং কোনও এক গদাইবাবুর জন্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষা। এবং মঞ্চ জুড়ে ভোলা আর আশু হয়ে গভীরতাস্পর্শী অদ্ভুতুড়ে অভিনয়ে মুগ্ধ করেন গৌতম হালদার ও লোকনাথ দে। ক্রমে, সারা পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে, যা সেই ১৯৪৮ সালের পরে আজও প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ, ১৯৪৮–৪৯ সালে মূল নাটক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ লিখেছিলেন স্যামুয়েল বেকেট। তারপর ইওরোপ, আমেরিকা–সহ পৃথিবীর নানান দেশে অভিনীত হয়েছে এই গভীরতাস্পর্শী নাটক এবং ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
সেই নাটকটিই, আজও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মঞ্চে নিয়ে এলেন প্রবীণ নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায়। তাঁর বঙ্গীকরণ ও নির্দেশনায় ‘গদাইবাবু আসছেন’ হয়ে উঠেছে সর্বকালীন ও সমকালীন এক নাটক।

স্বপ্ন জেগে আছে

৬০ বছর বয়স হল নাট্যদল থিয়েটার ওয়ার্কশপের। ১৯৬৬ সালে যখন এই নাট্যদল তৈরি হয়, তখন অশোক মুখোপাধ্যায়ের বয়স ২৬ বছর। আজ থিয়েটার ওয়ার্কশপের কর্ণধারের বয়স ৮৬ বছর। বয়স তাঁকে মানসিক ও বৌদ্ধিক ভাবে একটুও শ্লথ করেনি। কেন এই নাটকটা বেছে নিলেন নতুন প্রযোজনা হিসেবে? অশোকবাবু বললেন, এই নাটকের একটা ইউনিভার্সাল আবেদন আছে। প্রান্তিক জীবনের দুই মানুষ, যাদের পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে, তারা হার মানবে না কিছুতেই। কষ্টের শেষ নেই সেই ভোলা আর আশুর। উপার্জন নেই, চারদিকে বেকারত্ব এবং হতাশা, শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের দামামা, তবুও তারা জীবনের মজা নষ্ট করতে দেয় না। একটা স্বপ্ন ঘিরে আছে তাদের। তাই তারা প্রতীক্ষা করে গদাইবাবুর। এমন একটা চিরকালীন বার্তা আমি পৌঁছে দিতে চেয়েছি আজকের দর্শকদের কাছে। এ নাটক বাংলায় আগেও হয়েছে। কিন্তু আজও বড্ড প্রাসঙ্গিক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’।'
৮৬ বছরের যুবকের মুখে এই কথা শুনে বুঝতে পারি, তাঁর স্বপ্ন আজও জেগে আছে। এই নাটক ছুঁয়ে আছে তাঁর স্বপ্নকে।

এবং একজন বালক

ভোলা (গৌতম হালদার) আর আশু (লোকনাথ দে) এক পাতা–হীন গাছের নীচে উদ্‌যাপন করতে থাকে তাদের বন্ধুত্ব। নিরন্তর। তাদের তো কোথাও যাওয়ার নেই গদাইবাবুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া। সেই প্রতীক্ষার মধ্যে এসে হাজির হয় পুজো (বিশ্বজিৎ সরকার) আর লুকা (জগবন্ধু চক্রবর্তী)। পুজো একজন ধনী মালিক, তার ভৃত্য তথা ক্রীতদাস লুকা। লুকাকে পশুর অধম বলে মনে করে পুজো। নিষ্ঠুর পৃথিবীর চরম এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই দুটি চরিত্র। নাটকের দ্বিতীয় পর্বে আশ্চর্যজনক ভাবে পাল্টে যায় তাদের আচরণ। কারণ, একজন অন্ধ হয়ে যায়, অন্যজন বোবা। ভোলা আর আশু এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে, দুই অর্থে দু'রকম ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।
কিন্তু গদাইবাবু কি আসবেন? ভোলা আর আশুর অনন্ত প্রতীক্ষার মধ্যে এক বালক এসে জানায়, গদাইবাবু আজ নয়, কাল আসবেন।
পরের দিন, আবার সেই বালকটি আসে। ভোলা আর আশুর বুঝতে বাকি থাকে না, আজ গদাইবাবু আসবেন না। কাল আসবেন।
গৌতম হালদার এবং লোকনাথ দে তাঁদের দক্ষ অভিনয়ে মুগ্ধ করেন। পুজো আর লুকার চরিত্রে বিশ্বজিৎ সরকার ও জগবন্ধু চক্রবর্তী অনবদ্য। এবং ওই ছোট্ট বালকের চরিত্রে রুদ্রজ্যোতি ঘোষ যেন এক ঝলক তাজা বাতাস। বাদল দাসের আলো, অরুণ মণ্ডলের মঞ্চ এবং অভীক চক্রবর্তীর আবহ প্রশংসনীয়। শেখ ইসরাফিল মহম্মদের মেকআপ ও রিনা হালদারের পোশাক পরিকল্পনা উল্লেখের দাবি রাখে।

গদাইবাবু কি আসবেন?

এটাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। এবং জানতে পারি, আজ নয়, কাল আসবেন তিনি। সেই ‘কাল'টা কবে আসবে? আদৌ কি আসবে?
এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। কিন্তু, যে শুকনো গাছের নীচে ভোলা আর আশুর অনন্ত প্রতীক্ষা, দ্বিতীয়ার্ধে সেই গাছের ডালে কয়েকটা সবুজ পাতা জন্মেছে, দেখা যায়। এই সবুজ পাতারা বোধহয় স্বপ্নের একটা নাম। এই স্বপ্ন বেঁচে থাকে। বাঁচিয়ে রাখে।

মুখোমুখির উৎসবে সৌমিত্রর নাটক

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত ‘মুখোমুখি’ নাট্যদল পৌঁছোল ৩০ বছরে। সেই উপলক্ষে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে এক বিশেষ নাট্যোৎসবের। পাঁচ দিনের এই উৎসবে থাকছে ন'টি নাটক। ১৩ মে সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করবেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় তার আগে–পরে থাকছে দুটি নাটক। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত কাব্যনাট্য ‘প্রথম পার্থ’। সংস্কৃতির প্রযোজনায় এর প্রধান চরিত্রে থাকবেন রজতাভ দত্ত, সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, অর্ণ মুখোপাধ্যায়। ওই সন্ধ্যাতেই এই নাটকের প্রথম শো। সঙ্গে থাকছে গড়িয়া আন্তরিকের নাটক ‘ব্রিটিশ বাবু’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, তনুশ্রীশঙ্কর, কাকলি চৌধুরি–সহ ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই উৎসবেই পরিবেশিত হতে চলেছে মুখোমুখির নতুন নাটক ‘প্রতারণা’। হ্যারল্ড পিন্টারের বিশ্ববিখ্যাত নাটক ‘বিট্রেয়াল’–এর রূপান্তর করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ‘প্রতারণা’ নামে। এই নাটকে পৌলমী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও সুদীপ মুখোপাধ্যায়। উৎসবে এছাড়াও থাকছে ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘আ–শক্তি’, ‘মারীচ সংবাদ’, ‘যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল’, ‘টিনের তলোয়ার’ আর ‘বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ’–এর মতো জনপ্রিয় সব প্রযোজনা। এই উৎসবে প্রকাশ পাবে ‘জল দাও শিকড়ে’ নামে একটি স্মারক গ্রন্থ। যাতে অতীতের ২২জন নাট্যজনকে নিয়ে লিখেছেন উত্তরকালের নাট্যজনেরা। লেখকদের মধ্যে আছেন অপর্ণা সেন, অসিত বসু, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎসবটি উৎসর্গ করা হয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে, জানালেন মুখোমুখির কর্ণধার বিলু দত্ত।

প্রতারণা: সুদীপ, পৌলমী, পদ্মনাভ।

ফিউশন ব্যান্ড ২৫ বছরে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: বিক্রম ঘোষ এক প্রতিভাদীপ্ত তালবাদ্য শিল্পী। বিক্রম ঘোষের ফিউশন ব্যান্ডের পঁচিশ বছর উপলক্ষে প্রকাশ পেল নতুন অ্যালবাম রিদ্‌মস্কেপ ২.০। নানা চমক রয়েছে মিউজিক ভিডিওতেও। ইটারনাল সাউন্ডস ও ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভ (সিএইচসি) নিবেদন করল বিক্রম ঘোষের ফিউশন মিউজিক অ্যালবাম রিদ্‌মস্কেপ ২.০, টলি ক্লাবের ফার প্যাভিলিয়নে। এই ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবামেরও পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। প্রকাশ পেল নতুন সাতটা ট্র্যাক নিয়ে রিদ্‌মস্কেপ ২.০। উপস্থিত ছিলেন ইটারনাল সাউন্ডসের পক্ষে উৎসব পারেখ, গৌরাঙ্গ জালান, মায়াঙ্ক জালান। রিদ্‌মস্কেপ বিশ্বের বিভিন্ন শীর্ষ মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে এবং এক পরীক্ষাধর্মী সঙ্গীতধারার পথিকৃৎ, যা অনেককে ফিউশন সঙ্গীতের পথে অনুপ্রাণিত করেছে। রিদ্‌মস্কেপ তালের ইম্প্রোভাইজেশন, সুরের আবেগ এবং গল্প বলার শিল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে উঠেছে। বিক্রম ঘোষ তিন দশকেরও বেশি দীর্ঘ কেরিয়ারে নানা গ্র্যামি–বিজয়ী শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন, ছয় মহাদেশের আইকনিক মঞ্চে পারফর্ম করেছেন, চলচ্চিত্রে সুর দিয়েছেন এবং এমন অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন— যা সহজে কোনও এক ঘরানায় ফেলা যায় না।
অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিকর্মী নন্দিতা পালচৌধুরির সঙ্গে বিক্রম ঘোষের ফিউশন সঙ্গীতযাত্রা নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা নজর কাড়ে।

আকৃতি কলানিকেতনের নৃত্য উৎসব

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সম্প্রতি রামমোহন হলে অনুষ্ঠিত হল নৃত্যশিল্পী অঙ্কিতার আকৃতি কলানিকেতনের তৃতীয় বার্ষিক নৃত্য উৎসব।
ওড়িশি, কুচিপুড়ি, ভরতনাট্যম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনৃত্য, কত্থক, মোহিনীআট্টম নৃত্যে অংশ নেন প্রতিভাবান পুরুষ ও মহিলা নৃত্যশিল্পীরা। অঙ্কিতার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ‘নটী বিনোদিনী’।
এবছরের বিশেষ সংযোজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পাঁচজন নৃত্যশিল্পীর মা রেণু ভট্টাচার্য, দীপালি রায়, সংহিতা গোস্বামী, মৌসুমি রায়, কাকলি দত্তদের উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে মা অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় শ্রুতিনাটকও।

LOST & FOUND

This is to inform you that my client, Malati Saha, has purchased a flat from Chittaranjan Bag and Associate Construction on 22-08-2002 through Deed No: 150406626, at A.D.S.R Bidhannagar. The flat known as Flat No: 2 On the First Floor of DINANTE APARTMENT. The aforementioned original deed has been lost. My client has filed a G.D.E. regarding this matter at Amherst Street police station bearing No: 2407 on 29-01-2026. If anyone find the said deed, my client would be obliged if they would return the same by contacting the undersigned at the address or phone number mentioned below.

Sambit Ray (Advocate)
District Judge's Court, Barasat
M: 9830164575
ERN No: F/1821/1680 of 2008

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল সমর ধর, পিতা- মঙ্গল ধর, সাং- ৩৬/১, পটুয়াটোলা লেন, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কোলকাতা- ৭০০০০৯, বি.এম. এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ৩ কাঠা ২.১ বর্গফুট জমি খরিদ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের সহিত সরাসরি অথবা তাহার 9831201685 -এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। মেয়াদ শেষে কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
তপশীল: জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- ঘোলা, মৌজা- মহিষপোতা, জে.এল. নং ২৬, এল আর খতিয়ান- ৮৭৬, আর.এস. ও এল.আর. ৪৪০ দাগে ৩ কাঠা ২১ বর্গফুট জমি।

Tanay Krishna Ghosh
Adv.
WB/258/1920/2016
Barasat Judges Court

● জেলা দঃ ২৪ পরগনা। মোকাম আলিপুরের ৭ম সিভিল জজ (সি.ডি.) আদালত
টাইটেল সুট নং ২৭১/২০২৪
শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, পিতা রবি দেবনাথ, সাং ২ নং বাছাড় পাড়া রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০৬৩।
....বাদী
বনাম
১) শ্রী বিশ্বনাথ দাস, ২) শ্রী দেবব্রত দাস, ৩) শ্রী সুব্রত দাস, ৪) শ্রী সোমনাথ দাস, ৫) শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দাস, সকলের পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ দাস, সকলের সাং ৪০/১, পশুপতি ভট্টাচার্য্য স্ট্রীট, থানা বেহালা, কোলকাতা- ৭০০০৪১।
.....বিবাদীগণ
৬) পুষ্পা মন্ডল, স্বামী রনজিৎ মন্ডল, সাং ৭/১৯, গোড়া পাড় সরকার লেন, থানা উল্টোডাঙ্গা, কোলকাতা- ৭০০০৬৭। ৭) বর্ণালী দাস, পিতা স্বর্গীয় বলাই দাস, সাং ৯৭/১/৮, সন্তোষ রায় রোড, নন্দনপল্লী, থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০০৮।
৮) গীতা কয়াল, স্বামী সমীর কয়াল, সাং গ্রাম ও পোষ্ট অফিস এবং থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ৯) পারুল জানা, স্বামী মুক্তি রঞ্জন জানা, গ্রাম রাজ রাজশরীপুর, থানা পাথরপ্রতিমা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
...... সমর্থনকারী বিবাদীগণ
এতদ্বারা বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে, প্রথমরা বিবাদীগণ আপনাদের বিরুদ্ধে নিম্ন তশশীল বর্ণিত সম্পত্তির পার্টিসান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আপনাদের বারংবার সমন দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা আদালতে উপস্থিত হইতেছেন না। সেকারণ অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, যদি উপরোক্ত বিষয়ে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে।
তপশীল:
জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বেহালা, মৌজা সিরিটি, আর.এস. দাগ নং ২৭৮/১০২ এবং ২৭৮/১০১৩, খতিয়ান নং ১৩৭৫, দি কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২১ নং ওয়ার্ডের অধীন, ৩৬২, পশুপতি ভট্টাচার্য্য রোড, কোলকাতা- ৭০০০৪১ প্রেমিসেসস্থিত কমবেশী ১৮ কাঠা ১২ ছটাক ০৭ বর্গফুট জমিজমা।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
Piyali Ghosh (Chakrabarty)
আলিপুরের ৭ম সিভিল জজ (সি.ডি.) আদালত, কোল- ২৭

NOTICE

I, the undersigned inform to all that my father Rajani Kanta Mondal along with his two brothers namely Bhola Nath Mondal since deceased and Panchu Gopal Mondal since deceased- all of Village: Kustia, P.S. Tollygunge at present Anandapur, District South 24-Parganas by virtue of a Deed of Patta dated 21.10.1938 registered in the office of DR, Alipore and recorded in Book No.1, Volume No.95, pages from 278 to 285 being Deed No.4241 for the year 1938 till his death was the owner of All that Piece and Parcel of Shali Land, measuring about 5.20 acres situate and lying in Mouza: Nonadanga, being Part of J.L. 10, C.S. Khatian No.339 and C.S. Dag No.582 under Police Station Tollygunge at present Anandapur, District South 24 Parganas and on 01.05.2026 the said original Deed of Patta dated 21.10.1938 is found missing from my residence and lodged a missing diary at Baruipur Police Station vide G.D.E. No. 146, dated 02.05.2026, and I also by an affidavit No. 15410, dated 05.05.2026 before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore declared the missing of the said original Deed of Patta. And I shall be highly obliged to the person/persons who will give the information of my said Deed of Patta within 7 (seven) days.

SMT. TAGARBALA MONDAL
Paschim Ghoshpur, South Garia, P.S. Baruipur, Dist. South 24 Parganas, Pin-743613,
Mob.: 6289903667

বিজ্ঞপ্তি

● জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মোকাম আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত মিস কেস নং ২২৬/২০২৬
শ্রীমতী সোমা মুখার্জ্জী সরকার, স্বামী শ্রী স্নেহাংশু মুখার্জী, পিতা ৺গুরুসদয় সরকার, সাং ২৫, নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ বেহালা, থানা- পর্ণশ্রী, কোলকাতা- ৭০০ ০৩৪।
.....দরখাস্তকারীনি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীনি একমাত্র সেবাইত বিধায় ‘শ্রী গিরিধারী জিউ’, প্রাইভেট ট্রাষ্ট ভুক্ত, ১৮ কাঠা ১৪ ছটাক ৩ বর্গফুট জমিজমা মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি, যাহা কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, পোষ্টাল এ্যাড্রেস ২৫, নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ বেহালা, থানা- পর্ণশ্রী, ওয়ার্ড নং ১৩০, এ্যাসেসী নং ৪১-১৩০-০৯-০০১২-৮, কোলকাতা- ৭০০ ০৩৪-অবস্থিত সম্পত্তিতে ডেভলপমেন্ট এবং বিক্রয় করিবার অনুমতি চাহিয়া অত্র আদালতে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার
আলিপুর দেওয়ানী আদালত
কোলকাতা- ৭০০ ০২৭
28.04.26

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, জেলা পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া (শহর) ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস পুরুলিয়া অন্তর্গত জে.এল. নম্বর ২৯২/২ ভুক্ত মৌজা পুরুলিয়ার মধ্যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৩ নম্বর ওয়ার্ড, ৪০৬ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত জায়গা, যাহার R.S. খতিয়ান নম্বর ২২৩৯ এবং R.S. প্লট নম্বর ১১৩৮৫ অংশ মাপ ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ১১ বর্গফুট ১) শ্রী অনল গাঙ্গুলি ২) শ্রীমতী তৃপ্তি গাঙ্গুলি ৩) শ্রী সন্দীপ গাঙ্গুলি-র সম্পত্তি ছিল। ২ নং দাত্রী এবং ৩ নং দাতা ০৫-০৩-২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া ADSR অফিসে 1-798 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী অনল গাঙ্গুলিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এক্ষণে শ্রী অনল গাঙ্গুলি তার নিজাংশ এবং আমমোক্তার প্রাপ্ত অধিকারী হয়ে আমার মক্কেল শ্রী অরুণ ভট্টাচার্যকে গত ইংরেজির ৩০-০৩-২০২৬ তারিখে পুরুলিয়ার ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩০৬ নম্বর কোবালা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কাহারো কোনরূপ আইনানুগ ওজোর আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী 30 (ত্রিশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. পুরুলিয়া-1, চাকদা অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদি–সহ যোগাযোগ করুন।

MADHUMITA SEN
ADVOCATE
DISTRICT AND SESSIONS' COURT, PURULIA

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমার এবং আমার পিতার প্রকৃত নাম Nazrul Islam এবং Noor Mohammad Tarafdar যা আমার আধার কার্ডে (8213 1849 1932) ভোটার কার্ডে (ycw 2489029) লেখা আছে। 2002 সালের ভোটার তালিকায় ৯০ বারাসাত ১৭ নং পার্টে, ৫১০ নং সিরিয়ালে আমার নাম Nazrul Islam পিতা- Noor Mohammad, EPIC NO. WB/13/090/048016 আমার নামীয় পরচা মৌজা- কাপাসিয়া, খতিয়ান নং- ৩২১/১, দাগ নং- ৪৭০ এবং ৪৭১ আমার নাম Nazrul Islam, পিতা- Noor Mohammad, এবং কোবালা দলিল I-3792/1989, তাতে আমার নাম- Nazrul Islam পিতা- Noor Mohammad এবং কোবালা দলিল I-9788/1989, তাতে আমার নাম SK Nazrul Islam পিতা-SK Noor Mohammad এবং দানপত্র দলিল I-3523/1988 নং, সেখানে আমার নাম SK Nazrul Islam পিতা- SK Noor Mohammad। কোবালা দলিল I-4121/1997, সেখানে Nazrul Islam Tarafdar পিতা- মৃত Noor Mohammad Tarafdar লেখা হইয়াছে। ইংরাজী 08/04/2026 তারিখে বারাসাত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 6316 নং এফিডেভিট বলে Nazrul Islam S/O. Noor Mohammad Tarafdar এবং Nazrul Islam S/O. Noor Mohammad এবং SK Nazrul Islam S/O. SK Noor Mohammad এবং Nazrul Islam Tarafdar S/O. Late Noor Mohammad Tarafdar আইনের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I PRADIP KUMAR BHAUMIK, S/O NISHIKANTA BHAUMIK (SCHOOL COLLEGE/MARKSHEET), WEST CHANDIGARH, P.O. KORACHANDIGARH, P.S. MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700130, W.B. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR BHOWMIK AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT COURT, VIDE AFFIDAVIT NO.-10086, DT. 22/04/2026 PRADIP KUMAR BHOWMIK & PRADIP KUMAR BHAUMIK BOTH ARE SAME & IDENTICAL PERSON.

● আমি, Jaya Sengupta পিতা, Amal Kumar Sengupta নিবাস 13,D-Road,Extension, Anandapuri,পোষ্ট :- Nona-Chandanpukur, থানা:- Titagarh, পিন:- 700122. গত 02/07/2025 তারিখে বারাকপুর কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট বলে জানাইতেছি যে আমার পাসপোর্টে (P9006493) আমার পদবী Jaya Manna আছে। আমি Jaya Sengupta এবং Jaya Manna এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ফর্ম নং: আইএনসি–২৫ এ
রিজিওনাল ডিরেক্টর, করপোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৪ নং ধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৪১ বিষয়ক
ও
বিষয়: ওসিএল ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড লিজিং লিমিটেড (CIN: U65993WB1984PLC037820) রেজিস্টার্ড অফিস: ডানকান হাউস, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১।
.... **আবেদনকারী**

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৪ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির মর্যাদা বদলে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা তিনি/তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, করপোরেট ভবন, ৭ম তল প্লট নং ৩এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া–৩এফ, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৩৫–এর কাছে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:

ওসিএল ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড লিজিং লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ডানকান হাউস, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১
ওসিএল ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড লিজিং লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বা/–মায়াঙ্ক সারাওগি
ডিরেক্টর
(ডিন ০৭০৬১৪২৫)
তারিখ: ০৫.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
লোকাল অফিস: এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস: ‘ত্রিশূল’, ৩ নং ফ্লোর, সমর্থেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল গার্ডেন, এল্লিসব্রিজ, আহমেদাবাদ–৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক প্রদত্ত/ দায়বদ্ধ ও সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, **(১) মেঃ ক্রাউন প্লাসটিক ওয়ার্কস ও (২) মিঃ দীনেশ ব্যানার্জি, (৩) মিসেস গীতা ব্যানার্জি**–এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৮৬৬৯১০৬–এর প্রেক্ষিতে ০৫.০৪.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে ₹২০০১০৩১/– (এর মধ্যে ৩১.১.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ও ৯২০০৬০০৪৯৮৬১৮১৪–এর প্রেক্ষিতে ১১.১০.২০২৩ তারিখের ভিত্তিতে ₹৮৬০৩১.১২ (এর মধ্যে ৩১.১.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)**, তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ ও মাশুল ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে** বিক্রি করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংলগ্ন নিলামের তফসিল দেখুন:

জানা দায় (যদি থাকে)	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা নেই। বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া ও/বা দায় (যেমন প্রযোজ্য)–এর মতো অপ্রদত্ত চার্জাদির বিষয়ে ক্রেতাকেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।
সংরক্ষণ মূল্য (₹)	**₹১৫৩৭৫৮০.০০** (পনেরো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো আশি টাকা মাত্র)
বায়না জমা (₹)	**₹১৫৩৭৫৮.০০** (এক লাখ তিপান্ন হাজার সাতশো আটান্ন টাকা মাত্র) (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিডি মারফত।
বিড বাড়ানোর মূল্য	₹২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র), প্রতি সম্পত্তির ক্ষেত্রে
ইএমডি সমেত বিড/ টেন্ডার জমার শেষ তারিখ, সময় ও স্থান	**০৮.০৬.২০২৬,** সর্বশেষ বিকেল ৪টা পর্যন্ত, অনুমোদিত আধিকারিক বরাবরে এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর (পিছন দিকের লিফ্‌ট), ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
প্রকাশ্য ই–নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান	**০৯.০৬.২০২৬,** সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা, প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সমেত, https://www.bankeauctions.com ওয়েব পোর্টালে। ই–নিলাম বিড ফর্ম, ডিক্লারেশন ইত্যাদি সমন্বিত ই–নিলাম টেন্ডার নথিগুলি এখানে নীচে উল্লিখিত সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

তফসিল– বিক্রি হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ
ওপরে উল্লিখিত তফসিল:

২.৫ ডেসিমেল কমবেশি, মৌজা বলদবন্দ, জে এল নং ১৩, প্লট নং ৩৪২, খতিয়ান নং ১১০৯, থানা হরিপাল, জেলা হুগলি সহ তদুপরি বিল্ডিং ও কাঠামো।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড–এর https://BidDeal.in ওয়েব পোর্টাল দেখুন।
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড–এর https://www.bankeauctions.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে এই নিলাম পরিচালিত হবে।
পরিদর্শনের মতো যে কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে আগ্রহী বিডাররা অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের এই অনুমোদিত আধিকারিকদের সঙ্গে অফিসের কাজ চলার সময়সীমা অর্থাৎ, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ চিরঞ্জিত দাস (মো নং ৯০০৭১২৮৪৭৯) বা মিঃ রোহন ঘোষ, অনুমোদিত অফিসার।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণদাতাদের প্রতি এই নোটিসটি একটি ৩০ দিনের নোটিস হিসেবে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
লোকাল অফিস: এসি মার্কেট বিল্ডিং, চতুর্থ তল, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস: ‘ত্রিশূল’, চতুর্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল গার্ডেন, এল্লিসব্রিজ, আহমেদাবাদ–৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক প্রদত্ত/ দায়বদ্ধ ও সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর PHR043705964185 এর প্রেক্ষিতে (১) **আমন শ্রীবাস্তব, পিতা– অবধেশ কুমার শ্রীবাস্তব এবং (২) মিঃ অবধেশ কুমার শ্রীবাস্তব, পিতা প্রয়াত পরমেশ্বর লাল শ্রীবাস্তব**–এর থেকে **১১.০৭.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ₹২,৭৩৮,৫০৫/– [এর মধ্যে ১১.০৭.২০২২ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে],** তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ ও মাশুল ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি **‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে ২৬.৫.২০২৬ তারিখে** বিক্রি করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংলগ্ন নিলামের তফসিল দেখুন:

জানা দায় (যদি থাকে)	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা নেই। বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া ও/বা দায় (যেমন প্রযোজ্য)–এর মতো অপ্রদত্ত চার্জাদির বিষয়ে ক্রেতাকেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।
সংরক্ষণ মূল্য (₹)	**₹২২,৩৮,১৯২/–** (বাইশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশো বিরানব্বই টাকা মাত্র)
বায়না জমা (₹)	**₹২,২৩,৮১৯.২/–** (দুই লক্ষ তেইশ হাজার আটশো উনিশ টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) [সংরক্ষণ মুল্যের ১০%], আদায় দিতে হবে ‘অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড’–এর অনুকূলে ও কলকাতায় প্রদেয়মতে ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট রূপে
বিড বাড়ানোর মূল্য	₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র), প্রতি সম্পত্তির ক্ষেত্রে
ইএমডি সমেত বিড/ টেন্ডার জমার শেষ তারিখ, সময় ও স্থান	**২৫.৫.২০২৬,** সর্বশেষ বিকেল ৪টা পর্যন্ত, অনুমোদিত আধিকারিক বরাবরে এসি মার্কেট বিল্ডিং, চতুর্থ তল (থার্ড ফ্লোর) [পিছন দিকের লিফ্‌ট], ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১
প্রকাশ্য ই–নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান	**২৬.৫.২০২৬,** সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা, প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সমেত, https://www.bankeauctions.com ওয়েব পোর্টালে। ই–নিলাম বিড ফর্ম, ডিক্লারেশন ইত্যাদি সমন্বিত ই–নিলাম টেন্ডার নথিগুলি এখানে নীচে উল্লিখিত সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

তফসিল– বিক্রি হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ
ওপরে উল্লিখিত তফসিল:

জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি এর সমগ্র, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৯১৮ বর্গফুট, বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট মাপের একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস সহ, জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য অংশ এবং স্বার্থ সহ, প্রেমিসেস নং ৯০৩, মুকুন্দপুর, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা পূর্ব যাদবপুর (পূর্বের কসবা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড–৭০০০৯৯, কমন এরিয়া, সুবিধা এবং লাভ সহ।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড–এর https://BidDeal.in ওয়েব পোর্টাল দেখুন।
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড–এর https://BidDeal.in ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে এই নিলাম পরিচালিত হবে।
পরিদর্শনের মতো যে কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে আগ্রহী বিডাররা অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের এই আধিকারিকদের সঙ্গে অফিসের কাজ চলার সময়সীমা অর্থাৎ, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ শাহদাব আলম (মোবাইল: ৯৯০৩৬১০৩১৯) বা মিঃ রোহন ঘোষ, অনুমোদিত আধিকারিক।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি এই নোটিসটি একটি ১৫ দিনের নোটিস হিসেবে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

বোলিং কোচ শিবশঙ্কর

ভারতীয় ক্রিকেটে ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৬ এলিট দলের ক্যাম্প বসছে জয়পুরে। আগামী ১১ মে থেকে ৬ জুন এই শিবির চলবে। বোলিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলার শিবশঙ্কর পাল। ১০ তারিখ জয়পুরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি শিবশঙ্কর।

ক্ষতির আশঙ্কায় সংস্থাগুলি

বিশ্বকাপ সম্প্রচার, ধোঁয়াশায় ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

১১ জুন থেকে বিশ্বকাপে বল গড়ানোর অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচার কোথায় হবে? প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার ৩৬ দিন আগেও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় অনেকে।

প্রাথমিকভাবে ফিফা ১০০ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৯৫১ কোটি) বিনিময়ে ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচার সত্ত্ব দিতে চেয়েছিল। তবে সম্প্রচার সংস্থাগুলি এই বিপুল অর্থ খরচ করতে রাজি ছিল না। তাই ফিফাকেও কিছুটা নমনীয় হয়ে অর্থের পরিমাণ কমাতে হয়। সম্প্রচার সত্ত্বের জন্য রিলায়েন্স–ডিজনি বিড করে। কিন্তু ফিফা সেই বিড প্রত্যাখ্যান করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, রিলায়েন্স–ডিজনি ২০ মিলিয়ন ডলারের (১৯০ কোটি) প্রস্তাব দিয়েছিল যা অনেকটাই কম বলে মনে হয়েছিল ফিফার। ভারতে সম্প্রচারে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির যুক্তি, সিংহভাগ ম্যাচ হয় গভীর রাতে, নাহলে ভোরে। তাই ভাল ভিউয়ারশিপ পাওয়া যাবে না। যেদেশে ক্রিকেটই প্রধান খেলা, সেখানে ফুটবলের জন্য এই বিপুল অর্থ খরচ করলে সংস্থাগুলি ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছে।

এখনও পর্যন্ত ১৭৫ দেশে সম্প্রচারকারী সংস্থা ঠিক হয়েছে। সেখানে অনেক আগে থেকেই বিশ্বকাপের মার্কেটিং ও প্রোমোশান শুরু হয়েছে। কিন্তু ভারতে এসব কিছুই এখনও শুরু হয়নি। দর কষাকষি চলছে। শেষপর্যন্ত রিলায়েন্স–ডিজনির হাতেই সম্প্রচার সত্ত্ব উঠবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞদের একাংশ। হাতের পাঁচ হিসেবে প্রসার ভারতীও আছে। সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক বড় সংস্থা। তারা এখনও বিশ্বকাপ সম্প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। শেষমেশ কোনও টিভি বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার না হলে, বিশ্ব ফুটবল সংস্থার ওয়েবসাইট ফিফা প্লাস অথবা কোনও ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচগুলি দেখানো হতে পারে।

ম্যান সিটির ড্রয়ে সুবিধে আর্সেনালের

আজকালের প্রতিবেদন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে কোনওরকমে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পয়েন্ট নষ্ট করে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে আবার পিছিয়ে পড়ল পেপ গুয়ারদিওলার দল। সোমবার রাতে এভার্টনের বিরুদ্ধে ৩–৩ ড্র করে ম্যান সিটি। তাদের এই ড্রয়ে সুবিধে হল শীর্ষে থাকা আর্সেনালের। এদিন জিতলে ম্যান সিটির পয়েন্ট হত ৩৪ ম্যাচে ৭৩। আর্সেনালের পয়েন্ট ৩৫ ম্যাচে ৭৬। অর্থাৎ আর একটা ম্যাচ জিতলে আর্সেনালকে ছুঁয়ে ফেলত সিটি। কিন্তু এভার্টনের বিরুদ্ধে ড্র করে সিটির পয়েন্ট দাঁড়াল ৭১। বিরতির আগে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন জেরেমি ডোকু। দ্বিতীয়ার্ধ জমজমাট। পাঁচ–পাঁচটা গোল হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৬৮ থেকে ৮১ মিনিটের মধ্যে পরিবর্ত হিসেবে নামা থিয়েরনো বেরির জোড়া এবং জেক ও'ব্রায়েনের গোলে ৩–১ এগিয়ে যায় এভার্টন। ৮৩ মিনিটে ম্যান সিটির হয়ে ব্যবধান কমান আর্লিং হালান্ড। গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। সংযুক্তি সময়ের সাত মিনিটে জেরেমি ডোকুই নিজের দ্বিতীয় গোলে সিটিকে এক পয়েন্ট এনে দেন। চেলসিকে ৩–১ হারায় নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

আপুইয়াকে রেখেই ভাবনা

আজকালের প্রতিবেদন

ইস্টবেঙ্গলের জয়ে মঙ্গলবার আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে মোহনবাগান। তবে বাংলার দুই প্রধানের মধ্যে মাত্র ১ পয়েন্টের ফারাক। এক ম্যাচ কম খেলেছে সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। ৯ মে গোয়ার বিরুদ্ধে জিতলেই শীর্ষস্থান ফিরে পাবে সার্জিও লোবেরার দল। সব ঠিক থাকলে, এই ম্যাচে ফিরতে চলেছেন আপুইয়া।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এই তারকা মিডিওকে ছাড়া শেষ দুই ম্যাচ খেলতে হয়েছে মোহনবাগানকে। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে না হলেও আপুইয়ার অভাব পাঞ্জাব ম্যাচে প্রকট হয়েছিল। দীর্ঘ রিহ্যাব শেষ করে মঙ্গলবার থেকে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করলেন তিনি। নড়াচড়ায় কোনওরকম জড়তা ছিল না। গোয়ায় সফরকারী দলে তাঁকে রাখা হচ্ছে বলে খবর। ৯০ মিনিট খেলার মতো অবস্থায় আপুইয়া আছেন কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ম্যাচ খেলার জন্য মেডিক্যাল টিমের তরফে সবুজ সঙ্কেত পেয়েছেন আপুইয়া। প্রথম একাদশে তাঁকে রাখা হবে কিনা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন লোবেরা।

শীর্ষে ভারত

আইসিসি টি২০ র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত। দুই ও তিনে আছে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ভারতের পয়েন্ট ২৭৫। ইংল্যান্ড অনেকটাই পেছনে। তাদের পয়েন্ট ২৬২। অস্ট্রেলিয়ার ২৫৮। চার ও পাঁচে নিউজিল্যান্ড (২৪৭), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৪৪)।

জয়ী ইস্টবেঙ্গল

এআইএফএফ অনূর্ধ্ব ১৬ জুনিয়র লিগে গোয়ায় ইস্টবেঙ্গল ৭–০ হারাল সেসা এফএ–কে। অর্ণাভ ছেত্রির হ্যাটট্রিক। রমিত দাসের জোড়া গোল। অনূর্ধ্ব ১৪ লিগে ইস্টবেঙ্গল ২–১ জয়ী রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইয়ং চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে।

সাবালেঙ্কার দাবি

গ্র্যান্ড স্লামের লভ্যাংশ থেকে টেনিস প্লেয়ারদের অর্থ দেওয়ার দাবি তুললেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা তারকা অ্যারিনা সাবালেঙ্কা। না দিলে গ্র্যান্ড স্লাম বয়কট করার কথা বললেন তিনি। ইয়ানিক সিনার, সাবালেঙ্কারা ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রাইজ মানি নিয়ে অসন্তুষ্ট।

বাগবাজারে ট্রেনিং সেন্টারে খুদে সাঁতারুরা। ছবি: সংগৃহীত

বাগবাজারে সাঁতার শুরু

আজকালের প্রতিবেদন

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে নিবেদিতা পার্কে শুরু হয়েছে কলকাতা জেলা সাঁতার সংস্থার ট্রেনিং সেন্টারের এবারের মরশুম। ছিলেন বহু উৎসাহী দর্শক। ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয় কাউন্সিলর বাপী ঘোষ। পুরনো সুইমিং পুলটিকে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সুসজ্জিত রূপে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতলে একটি বৃহৎ শিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষের পথে। বাকি কাজ আর কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ট্রেনিং সেন্টারের উদ্দেশ্য, শিশুদের শারীরিক বিকাশ, দক্ষ সাঁতারু তৈরি এবং সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা। অনুষ্ঠানের সূচনার পরই বহু শিক্ষার্থী জলে নেমে অনুশীলন শুরু করে।

অনুশীলনে নামলেন মহমেডান ফুটবলাররা

আজকালের প্রতিবেদন: বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে অনুশীলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহমেডান ফুটবলাররা। চারদিন পর বরফ গলল। মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে নামল সাদা–কালো ব্রিগেড। কয়েকজনের পুরো, আর কয়েকজনের আংশিক বেতন মেটানো হয়েছে। অনেক ফুটবলার জানুয়ারি থেকে চুক্তিবদ্ধ। তাঁদের মধ্যে কম বেতনে সই করা ফুটবলারদের মে পর্যন্ত পাওনা অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের বেতন বেশি (এক লক্ষের ওপর), তাঁদের তিন মাসের (জানুয়ারি থেকে মার্চ) বকেয়া মেটানো হয়েছে। আইএসএলে শেষ ম্যাচের পর বাকি বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস পেয়েছেন সেই ফুটবলাররা।

ক্লাবে বিকেলে ফুটবলারদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন এক মহমেডান কর্তা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর অনুশীলনে নামেন ফুটবলাররা। ক্লাবের মাঠের সিংহভাগ ফ্লাডলাইট অকেজো। আলোর অভাবের মধ্যেই আধ ঘণ্টা গা ঘামালেন লালথানকিমারা। অন্দরের খবর যাঁদের বকেয়া বেতন আংশিক মেটানো হয়েছে, তাঁরা শুরুতে অনুশীলনে নামতে চাননি। তবে পুরো বেতন মেটানো সত্ত্বেও যদি কোনও ফুটবলার আপত্তি করতেন, তাহলে শোকজ করা হত। কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুরও বকেয়া কিছুটা মেটানো হয়েছে। গত মরশুমের বেতন বকেয়া, এমন ফুটবলারদের বলা হয়েছে, মরশুম শেষে এজেন্টদের নিয়ে তাঁরা যেন ক্লাবের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত বালি খাদান খননের জন্য জনশুনানি **২২.০৫.২০২৬** তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় পুনরায় ধার্য করা হয়েছে। শুনানিগুলির নির্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং স্থান নিম্নে বর্ণিত করা হল:

বালি খাদানের নাম	শুনানির তারিখ ও সময়	শুনানির স্থান
MIN_JH_22 Sand Mine জে.এল. নং–চাপাসর (০৩৭) এবং নরসিংহপুর (০৩৮), প্লট নং–চাপাসর (১৮২, ২৪৪, ৭৪/২৪১) এবং নরসিংহপুর (৩০৭, ৩০৭/৩১১), থানা–গোপীবল্লভপুর, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ২৮.১৪ হেক্টর (৬৯.৫৩ একর) জায়গা জুড়ে।	২২.০৫.২০২৬ দুপুর ১২.৩০টা	গোপীবল্লভপুর–১ ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের কার্যালয়, ঝাড়গ্রাম জেলার অধীন, পশ্চিমবঙ্গে
MIN_JH_21B Sand Mine জে.এল. নং–৩১, প্লট নং–৭৯০, থানা–গোপীবল্লভপুর, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ২৫.৩৭ হেক্টর (৬২.৬৯ একর) জায়গা জুড়ে।	২২.০৫.২০২৬ দুপুর ১টা	

এই বিজ্ঞপ্তিটি গত ২৮.০২.২০২৬ তারিখে 'আজকাল', 'মিলেনিয়াম পোস্ট' এবং 'সানমার্গ' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটির ধারাবাহিক রূপে গণ্য হবে।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

ICICI Bank | ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ অমিত হালদার (ঋণগ্রহীতা) সুমনা হালদার (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: TBCAL00007059752 LBCAL00007063484	'শিবাণী অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ১–এ, ফার্স্ট ফ্লোর, উত্তর–পূর্ব ভাগে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং সি২–৬/এপি/১, নাঙ্গি স্টেশন রোড, আর এস নং ৫৮, দাগ নং ১৬১, এল আর খতিয়ান নং ২১৯১, খতিয়ান নং ২৬০, তৌজি নং ৬৬, জে এল নং ১৯, মৌজা– জগতলা, পরগনা– বালিয়া, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ৩২, থানা– মহেশতলা, সাব রেজিস্ট্রি/ এডিএসআর অফিস– বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮৪ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹ ২৭,৮৯,১৩৫/– ২ মে, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৪,৫০,০০০/– / ₹ ২,৪৫,০০০/–	২১ মে, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৮ মে, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://disposalhub.com)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবিলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৬ মে, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৩৩৪৩৪৩৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেন্সি (১) মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং (২) গিরনারসফ্‌ট প্রাঃ লিঃ–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৬ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২৬.০৫.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর)
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬.০৫.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: ০০৩২০০– আসানসোল, ব্যাস্টিন বাজার** **অ্যাকাউন্ট: মহঃ শাহিদ পারভেজ** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার:** **মহঃ শাহিদ পারভেজ,** পিতা– প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১ **জাহিদা খাতুন,** স্বামী– প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চর্বি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১ **মহঃ আরিফ রাজা বেদিল,** পিতা– প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১ **মহঃ আরশাদ পারভেজ,** পিতা– প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১ **মহঃ রিয়াজ আহমেদ,** পিতা– প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল–৭১৩৩০১	নিম্নোক্ত জমি এবং দোতলা বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং ৪০৩২, সি এস প্লট নং ৪৭৪৬, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, আসানসোল, জমির পরিমাপ– ৩.৫০ ডেসিমেল, ১৯৬২ সালের দলিল নং ৩২১৬ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: জাহিদা খাতুন, মহঃ শাহিদ পারভেজ, রিয়াজ আহমেদ, আরিফ রাজা বেদিল এবং আরশাদ পারভেজ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১৯.০৭.২০১৮ খ) ০৬.১০.২০১৮ গ) ₹১৩,১৩,৬৬৭.০০ (তেরো লক্ষ তেরো হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো + সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹২২,১৯,০০০.০০ খ) ₹২,২২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	**শাখা অফিস: ০২০৪২০– কোক ওভেন** **অ্যাকাউন্ট: নীলকণ্ঠ হালদার** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শ্রী নীলকণ্ঠ হালদার এবং** **শ্রীমতী শুক্লা হালদার** ঠিকানা: গোপালপুর, উত্তরপাড়া, সুকান্ত পল্লী, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩২১২	নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৬১৩৫/৬৯০৮, খতিয়ান নং ১৭৬৭ ও ৩৭৮৯, এল আর খতিয়ান নং ৩৮৩৩, জে এল নং ৬৫, জমির পরিমাপ– সামান্য কমবেশি ৫ কাঠা, মৌজা– গোপালপুর, পোঃঅঃ– পানাগড়, থানা– কাঁকসা, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, ২০০০ সালের দলিল নং I–২০৩৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নীলকণ্ঠ হালদার। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ০৯.০৭.২০২১ খ) ১৯.১০.২০২১ গ) ₹১৭,৮৩,১৬৫.২০ (সতেরো লক্ষ তিরাশি হাজার একশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো + সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹৩৪,০৬,০০০.০০ খ) ₹৩,৪১,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**শাখা অফিস: ২০৬৮২০– রূপনারায়ণপুর** **অ্যাকাউন্টের নাম: দীপঙ্কর সাহা এবং চন্দ্রাবলী সাহা** **ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা:** **মিঃ দীপঙ্কর সাহা,** পিতা– দীপক কুমার সাহা, নেতাজি কলোনি, কালীসাঁকো, সালানপুর, কালীসাঁকো, বর্ধমান, রূপনারায়ণপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৩৫ **মিসেস চন্দ্রাবলী সাহা,** স্বামী– দীপঙ্কর সাহা, নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ– সিয়াকুলবেড়িয়া, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৩৩৫	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– বর্ধমান, থানা– সালানপুর, মহকুমা– আসানসোল, এডিএসআর অফিস– কুলটি, মৌজা– কালীসাঁকো, জে এল নং ৪৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩১, আর এস খতিয়ান নং ৬৪, এল আর খতিয়ান নং ২৬২, এলওপি নং ১৬৫, বাস্তু জমির পরিমাপ– ৪.১৪ কাঠা, ২০১৪ সালের দলিল নং I–৩৪৩৯ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা, পিতা– দীপক কুমার সাহা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১৩.০১.২০২৫ খ) ০৮.০৪.২০২৫ গ) ₹৭,৭৭,০৭২.০০ (সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার বাহাত্তর টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১৩,৮৯,০০০.০০ খ) ₹১,৩৯,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**শাখা অফিস: ০২০২২০– আসানসোল** **অ্যাকাউন্টের নাম: হোদা ফুটওয়্যার** **ঋণগ্রহীতা/ প্রোপ্রাইটর/ জামিনদার:** **হোদা ফুটওয়্যার** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার: হোদা ফুটওয়্যার** প্রযত্নে– সাহিদ হোদা আনসারি, ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩০১ **সাহিদ হোদা আনসারি,** ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩০১ **রুস্তম জাভেদ আনসারি,** ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩০১	'ইউসুফ মঞ্জিল' নামক জি+২ তলবিশিষ্ট বহুতল বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১৪২.২২ বর্গফুট মাপের একটি বাণিজ্যিক গোডাউনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, বিল্ডিংয়ের সাধারণ চলাচলের পরিসর, সিঁড়ি, লবি ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ২৬/২৬, বি বি রোড, আসানসোল পুরনিগমের ১১ নং (পুরনো) ও ৪৬ নং (নতুন) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা– আসানসোল, ব্যাস্টিন বাজার রোড, মৌজা– আসানসোল, জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ৯৩০, আর এস প্লট নং ৯১২০, ৯১২৪। ২০১২ সালের দলিল নং I–৪৫৪৫ অনুসারে সম্পত্তির রেজিস্টার্ড যৌথ স্বত্বাধিকারী মিঃ সাহিদ হোদা আনসারি ও মিঃ রুস্তম জাভেদ আনসারি, উভয়ের পিতা– প্রয়াত সামসুল হোদা আনসারি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১৯.০৬.২০২৪ খ) ১৯.১২.২০২৪ গ) ₹১৪,৩৪,৫৭৫.৯৪ (চোদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১১,৩৫,০০০.০০ খ) ₹১,১৪,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	**শাখা অফিস: ২০৬৮২০– রূপনারায়ণপুর** **অ্যাকাউন্টের নাম: চন্দ্রাবলী সাহা** **ঋণগ্রহীতা/ প্রোপ্রাইটর/ জামিনদার:** **মিসেস চন্দ্রাবলী সাহা,** স্বামী– দীপঙ্কর সাহা, নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ– সইকুলবেড়িয়া, থানা– সালানপুর, আসানসোল–৭১৩৩৩৫ **দীপঙ্কর সাহা,** নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ– সইকুলবেড়িয়া, থানা– সালানপুর, আসানসোল–৭১৩৩৩৫	সামান্য কমবেশি ৭.৬ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কালীসাঁকো, জে এল নং ৪৮, আর এস প্লট নং ১৩১, এল আর প্লট নং ১৩১, এল আর খতিয়ান নং ২৬২ (দলিল অনুসারে) এবং এল আর খতিয়ান নং ৬২৯ (পরচা অনুসারে), থানা– সালানপুর, কল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এলওপি নং ১৬৫, কালীসাঁকো আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান। এডিএসআর–কুলটি সমীপে রেজিস্টার্ড ১০.১২.২০২১ তারিখের দান দলিল নং ৪৭৩২ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী চন্দ্রাবলী সাহা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ২০.০৭.২০২৪ খ) ২১.১২.২০২৪ গ) ₹১৯,৩২,২০৬.৩১ (উনিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো ছয় টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৫,৮২,০০০.০০ খ) ₹৫৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	**শাখা অফিস: ০৩০৫১০– আসানসোল** **অ্যাকাউন্টের নাম: শেখ ইমতিয়াজ আলম** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শেখ ইমতিয়াজ আলম** বিএফ মাজহার কোর্ট, আপার চেলিডাঙ্গা, ইউসি ডাঙ্গা, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০৪	'সুনীতা অ্যাপার্টমেন্ট'–এর জমি এবং ১৯৫ বর্গফুট মাপের একটি আচ্ছাদিত গ্যারাজের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ৯২৮৪ ও ৯২৯৭, প্লট নং আর এস ৩৯৮৫, সি এস ২০১৯ ও ২০২০, হোল্ডিং নং ৮৮৯ (এন), হিল ভিউ নর্থ (হিল ভিউ চার্চের কাছে), আসানসোল–৭১৩৩০৪, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, ওয়ার্ড নং ০৬/৪৯। ২০১৮ সালের দলিল নং ৪৯১ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শেখ ইমতিয়াজ আলম। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ০৮.০৯.২০২১ খ) ০৯.১২.২০২১ গ) ₹৯,৫১,৯৬৬.১৫ (নয় লক্ষ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৩,৭৮,০০০.০০ খ) ₹৩৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	**শাখা অফিস: ২১৩৩১০– শিলামপুর** **অ্যাকাউন্ট: দীপা ঘোষ** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **দীপা ঘোষ,** পিতা– রাম নারায়ণ মিত্র নায়েক পাড়া, মানকর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪৪	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মানকর, জে এল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ৬৭২৬, এল আর খতিয়ান নং ৮০৭৭, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৮৪৩৭, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২৯০, জমির পরিমাপ ২.৫ ডেসিমেল, এডিএসআর– মানকর–এর অধিক্ষেত্রাধীন, থানা– বুদবুদ, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, দলিল নং I–২৩৫/২০২৪ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা দীপা ঘোষ–এর নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ২৩.০৭.২০২৫ খ) ১৮.১০.২০২৫ গ) ₹১৩,৭৭,৬৫৪.০০ (তেরো লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৩,৭৮,০০০.০০ খ) ₹৩৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	**শাখা অফিস: ৪৭৩৬০০– পাণ্ডবেশ্বর** **অ্যাকাউন্ট: সুব্রত নিয়োগী** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শ্রী সুব্রত নিয়োগী,** পিতা– প্রয়াত সঞ্জীব নিয়োগী এবং **শ্রীমতী বন্দনা নিয়োগী** ঠিকানা: রামনগর, গ্রাম ও পোঃঅঃ– পাণ্ডবেশ্বর, পিন–৭১৩৩৪৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বৈদ্যনাথপুর, জে এল নং ৫, খতিয়ান নং ১৪০৭, ৩৬৭ ও ২৬০৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৩০/১৮৭, জমির পরিমাপ– ৩.৫০ কাঠা, এডিএসআর– রানিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩৩৪৬, ০৬.০১.২০১৫ তারিখের দলিল নং I–৬৩ অনুযায়ী অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত নিয়োগি, পিতা– প্রয়াত সঞ্জীব নিয়োগী। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ০৪.০২.২০২২ খ) ০৬.০৯.২০২৩ গ) ₹১০,২৮,৮৯৮.৫৯ (দশ লক্ষ আঠাশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং উনষাট পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো, তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹৩১,৩৭,০০০.০০ খ) ₹৩,১৪,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২৬.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: মিঃ কুনাল দাস (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৫৯৯৫২২১২।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

মিঃ কুনাল দাস
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

আগরকার : এখনই ভাবনায় নেই বৈভব

দেবাশিস দত্ত

মুম্বই, ৫ মে

বৈভব সূর্যবংশীকে কি আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে জায়গা দেওয়া হবে? সম্ভাবনা কতটা? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান অজিত আগরকার স্পষ্ট জবাব দিলেন। আলো ফেললেন আরও কিছু বিষয়ে।

অজিত আগরকার: মেনে নিতেই হবে বৈভব স্পেশ্যাল ক্রিকেটার। এটাও মানছি, খুব ভাল ব্যাটিং করছে এবার আইপিএলে। কিন্তু এই মুহূর্তে বৈভবের জায়গা জাতীয় দলে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

■ তাহলে আর কী কী করতে হবে বৈভবকে?

আগরকার: আপনি তো তীর্যকভাবে আক্রমণ করছেন। আপনিই বলুন, কার জায়গায় বৈভব খেলবে?

■ নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যানের কাজ জায়গা তৈরি করা।

আগরকার: মেনে নিচ্ছি। ঠিকই বলছেন। কিন্তু যদি জায়গা খালি না হয়, তাহলে নতুন প্রতিভাকে কীভাবে সুযোগ করে দেওয়া হবে?

■ আপনাকেই তো জায়গা খালি করতে হবে।

আগরকার: পারছি না। অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষাণকে বসিয়ে নতুন জায়গা তৈরি করতে বলছেন? এই তিনজনই কিন্তু ভাল খেলে ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে কাকে বাদ দেওয়ার কথা বলছেন?

■ তাহলে বৈভব খেলবে কবে?

আগরকার: আমরা নজর রাখছি। ও ভাল খেলে যাক। এখন প্রচুর খেলা। নিশ্চয়ই সুযোগ পাবে। বৈভবের মতো বিশেষ প্রতিভাকে আমরাও আটকে রাখতে চাই না। কেন আটকাব? কিন্তু কথা হচ্ছে, জায়গা নেই। আপনিই বলুন না, ওপেনার হিসেবে ওকে সুযোগ দিতে হলে অভিষেক, সঞ্জু বা ঈশানের মধ্যে যে কোনও একজনকে বাদ দিতে হবে। কাকে বাদ দেবেন?

■ যদি ওপর মহল থেকে চাপ আসে?

আগরকার: একই কথা বলব। ওপর মহলের কাছে জানতে চাইব, কার জায়গায় বৈভবকে নিতে হবে।

■ শোনা যাচ্ছে আপনারা নাকি তিনটে ভারতীয় দল গড়বেন?

আগরকার: এটা প্রচারমাধ্যমের তৈরি করা প্রস্তাব। নির্বাচকদের এমন কোনও পরিকল্পনা নেই। তিনটে দল তৈরি করা হবে কেন? একটা দল যাবে এশিয়ান গেমস। আর একটা দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবে। তাহলে তৃতীয় দল গড়ার প্রস্তাব আসছে কেন? আমি জানি না, বোর্ডের কাছে তৃতীয় দল গড়ার পরিকল্পনা আছে কিনা। নির্বাচকদের কাছে এমন কোনও খবর নেই।

সঞ্জু ও বোলারদের দাপটে সহজ জয়

লড়াইয়ে টিকে রইল চেন্নাই

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লির মন্থর পিচে আরও একবার চওড়া হয়ে উঠল সঞ্জু স্যামসনের ব্যাট। মঙ্গলবার ফিরতি ম্যাচেও দিল্লি ক্যাপিটালসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করল চেন্নাই সুপার কিংস। এই জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে প্লেঅফের লড়াইয়ে টিকে রইল চেন্নাই।

এদিন কোটলায় টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। কিন্তু, শুরু থেকেই চেন্নাইয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে চাপে পড়ে যায় দিল্লির ব্যাটিং লাইন আপ। মন্থর পিচে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হন লোকেশ রাহুল, নীতীশ রানা ও করুণ নায়াররা। সমীর রিজভি (২৪ বলে অপরাজিত ৪০) ও ট্রিস্টান স্টাবসের (৩১ বলে ৩৮) ব্যাটে ভর করে কোনওরকমে ৭ উইকেটে ১৫৫ রান তোলে দিল্লি।

১৫৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুটা সতর্কভাবে করলেও দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন সঞ্জু স্যামসন। ৫২ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন। চলতি মরশুমে দিল্লির বিরুদ্ধে এটি তাঁর দ্বিতীয় বড় ইনিংস। এর আগে চেন্নাইয়ের মাটিতেও তিনি দিল্লির বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। তরুণ উর্ভিল প্যাটেল ও কার্তিক শর্মার (৪১) সঙ্গে জুটি বেঁধে মাত্র ১৭.৩ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দলকে। স্যামসন তাঁর ইনিংসে সাতটি চার ও ছ'টি ছক্কা হাঁকান।

দিল্লির বোলারদের মধ্যে লুঙ্গি এনগিডি অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে দ্রুত ফেরালেও অন্য বোলাররা জ্বলে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে কুলদীপ যাদব এদিন নিজের ছন্দে ছিলেন না। স্যামসন তাঁর ওভারেই জোড়া ছক্কা ও চার মেরে পরিস্থিতি অনেকটা সহজ করে নেন। কার্তিক শর্মা ও স্যামসনের ১১৪ রানের জুটি দিল্লির বোলারদের ওপর চাপ বজায় রাখে। এই হারের ফলে দিল্লি তাদের ঘরের মাঠে গত ৫টি ম্যাচের মধ্যে ৪টিতেই হার মানল। প্লেঅফে ওঠার জন্য চেন্নাইকে এখন তাদের বাকি ম্যাচগুলো থেকে অন্তত ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাট হাতে অনবদ্য ইনিংস উপহার দেওয়ার জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন সঞ্জু স্যামসন।

৫২ বলে ৮৭। দিল্লির বিরুদ্ধে মারমুখী মেজাজে সঞ্জু স্যামসন। ছবি: পিটিআই

তবে দিল্লির এই শোচনীয় পরাজয় আশা জাগাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। ৮ মে দিল্লির এই ঘরের মাঠেই নাইটরা মুখোমুখি হতে চলেছে লোকেশ রাহুলদের। তার আগে টপ অর্ডারের এই বিপর্যয় নাইটদের সামনে বিপক্ষের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে সুবিধা করে দিল। অন্যদিকে, এই হার দিল্লির প্লেঅফে যাওয়ার পথ আরও কঠিন করে দিল।

স্কোরবোর্ড

দিল্লি

নিশঙ্ক ক ব্রেভিস ব মুকেশ	১৯ (১৫)
রাহুল ক ঋতুরাজ ব আকিল	১২ (১৩)
নীতীশ ক কার্তিক ব নুর	১৫ (১৩)
করুণ ক গুরজপনীত ব নুর	১৩ (১৩)
অক্ষর ক আকিল ব গুরজপনীত	২ (৬)
স্টাবস ক মুকেশ ব ওভার্টন	৩৮ (৩১)
রিজভি অপরাজিত	৪০ (২৪)
আশুতোষ রান আউট	১৪ (৫)
স্টার্ক অপরাজিত	০ (০)
অতিরিক্ত	২
মোট (২০ ওভারে, ৭ উইকেটে)	১৫৫

■ উইকেট পতন : ১/২৯, ২/৩৬, ৩/৫২, ৪/৬১, ৫/৬৯, ৬/১৩৪, ৭/১৪৯

■ বোলিং : আকিল ৪-০-১৯-১, মুকেশ ৪-০-৩১-১, কম্বোজ ৪-০-৪৯-০, নুর ৩-০-২২-২, গুরজপনীত ৪-০-২৯-১, ওভার্টন ১-০-৫-১

চেন্নাই

সঞ্জু অপরাজিত	৮৭ (৫২)
ঋতুরাজ ক রিজভি ব এনগিডি	৬ (১৩)
উর্ভিল স্টাঃ রাহুল ব অক্ষর	১৭ (৯)
কার্তিক অপরাজিত	৪১ (৩১)
অতিরিক্ত	৮
মোট (১৭.৩ ওভারে, ২ উইকেটে)	১৫৯

■ উইকেট পতন : ১/২৪, ২/৪৫

■ বোলিং : স্টার্ক ৪-০-৩০-০, অক্ষর ৪-০-২৫-১, এনগিডি ৪-০-৩০-১, কুলদীপ ৩-০-৩৪-০, নটরাজন ২.৩-০-৩৯-০

■ চেন্নাই ৮ উইকেটে জয়ী

■ ম্যাচের সেরা সঞ্জু স্যামসন

আজ দুই ব্যাটিং শক্তির মরিয়া লড়াই

আজকালের প্রতিবেদন

দুই দলই ছুটছিল। হঠাৎ ছন্দপতন। টানা ৬ ম্যাচ জেতার পর পরপর দুটি ম্যাচে হার পাঞ্জাব কিংসের। অন্যদিকে, টানা ৫ ম্যাচ জেতার পর আগের ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হারতে হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। বুধবার মুখোমুখি এই দুই দল। একদিকে, পাঞ্জাব যেমন ছন্দে ফিরতে মরিয়া, জয়ে ফেরার লক্ষ্যে হায়দরাবাদও। লড়াইটা মূলত দুই দলের ব্যাটিং শক্তির।

প্রথম ৬টি ম্যাচে পাঞ্জাবের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল টপ অর্ডার। কিন্তু আগের দুটি ম্যাচে প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিং, কুপার কনোলিরা রান না পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে পাঞ্জাবকে। মিডল অর্ডার দায়িত্ব নিতে পারেনি। পাঞ্জাবকে আবার জয়ের সরণিতে ফিরতে গেলে টপ অর্ডারকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। বোলিং নিয়ে অবশ্য খুব একটা সমস্যা নেই।

আজ আইপিএলে
হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব
সন্ধে ৭-৩০
স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার

দুরন্ত ছন্দে থাকা হায়দরাবাদও নাইটদের বিরুদ্ধে ভাল শুরু করে বড় রান তুলতে পারেনি মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায়। তবে হায়দরাবাদ টিম ম্যানেজমেন্টের স্বস্তি অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষাণরা ছন্দে রয়েছেন। আগের ম্যাচে রান না পেলেও গোটা মরশুমে দারুণ ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন হেনরিক ক্লাসেন। চোট সারিয়ে প্যাট কামিন্স যোগ দেওয়ায় শক্তিও বেড়েছে হায়দরাবাদের।

প্ল্যান 'বি'-তে দুরন্ত জয়, লিগ শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

অনবদ্য গোলের পর উচ্ছ্বাস নন্দকুমারের। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। ছবি: ইস্টবেঙ্গল

২ ইস্টবেঙ্গল
ইউসেফ-পেনাল্টি, নন্দকুমার

১ মুম্বই সিটি
ব্রেন্ডন

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

অস্কার ব্রুজোন জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আর পরের বছর থাকবেন না। ইনভেস্টররা জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে আগামী বছরের দল গঠনে হাত দেওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুম্বইয়ের মাঠে মুম্বইয়ের মতো দলকে হারাতে গেলে, ফুটবলারদের পাহাড় প্রমাণ আত্মবিশ্বাস লাগে। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দেওয়ার সাহস লাগে। শেষতক লড়াইয়ের জেদ লাগে। মিগেল ফিগেরারা সেই আত্মবিশ্বাস দেখালেন। সাহস দেখালেন। জেদ দেখালেন। আর তাই পিছিয়ে থেকেও ইস্টবেঙ্গল জিতল ২-১ ব্যবধানে। লাল-হলুদের গোলদাতা ইউসেফ ইজেজারি এবং নন্দকুমার। মুম্বইয়ের গোল ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজের। এই জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। প্রবলভাবে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে।

এদিন প্রথম একাদশে এসেছিলেন আনোয়ার, রশিদ, জেরি। মিগেল ফিগেরার নির্বাসন উঠে গেলেও তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেননি অস্কার।

মঙ্গলবার প্রথমার্ধের খেলা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, দলটা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে ব্লকিং বলে কিছুই ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবে ৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল পেয়ে গেল মুম্বই। লং থ্রো থেকে সাইডভলিতে বল জালে জড়ালেন ব্রেন্ডন। এরপর একের পর এক সুযোগ পাচ্ছিল মুম্বই। ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে তখন মনে হচ্ছিল, তারা বোধহয় পয়েন্ট টেবিলের নীচের দিকে থাকা কোনও দল। ছাংতে পরপর দু'বার ফাঁকা গোলের সামনে বল পেয়েও জালে রাখতে পারলেন না। সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন ব্রেন্ডনও। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের কথা তখন যত কম বলা যায় তত ভাল। অ্যান্টন একা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে। জেরি, এডমান্ড, বিপিন, বিষ্ণুরা বারবার চলে যাচ্ছিলেন উইংয়ে। বল এলেও সেই বল জালে পাঠানোর মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

তবে এদিন অস্কার প্ল্যান 'বি'-তে যেতে সময় নিলেন না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একসঙ্গে নামিয়ে দিলেন মিগেল, ইউসেফ, সৌভিককে। কিছুক্ষণ পরে নন্দকে। আর তাতেই বাজিমাত। নির্বাসন উঠে যাওয়ার পর মিগেল মাঠে নেমে বোঝালেন তিনি কতটা কার্যকর। ৫৬ মিনিটে একটা লং বল নামালেন বুক দিয়ে। তারপর দুরন্ত স্কিলে ঢুকে পড়লেন বক্সে। সামনে তখন জনি কাউকোর মতো অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিগেলকে আটকাতে ফাউল করতে বাধ্য হলেন কাউকো। পেনাল্টি পেল ইস্টবেঙ্গল। সমতা ফেরাতে ভুল করেননি ইউসেফ ইজেজারি। ১০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার লড়াইয়ে শীর্ষে তিনি। তবে তার পরেও এগিয়ে যাওয়ার গোল প্রয়োজন ছিল। সেটা এল নন্দর পা থেকে। সেন্টার সার্কেলের কাছ থেকে বল ধরে দৌড় শুরু করলেন। বক্সের কাছাকাছি পৌঁছে শট। মুম্বইয়ের বিজয় ছেত্রির পা ছুঁয়ে সেই বল জড়িয়ে গেল জালে। বাকি সময়টা ছিল ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের কাছে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলার লড়াই। মুম্বই একের পর এক আক্রমণ তুলে আনল। ৮৪ মিনিটে আবার মিগেলকে বক্সের মধ্যে ফাউলের আবেদন জানাল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু রেফারি এবার আর পেনাল্টি দিলেন না। উল্টে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদস্পন্দন প্রায় বন্ধ হতে বসেছিলে সংযুক্তি সময়ে। মুম্বইয়ের গ্যামার নিকুমের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত জিতেই মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল: গিল, আনোয়ার, সিবিলে, জিকসন, বিষ্ণু, রশিদ (মিগেল), সল (লালচুংনুঙ্গা), এডমান্ড (নন্দকুমার), বিপিন, জেরি (সৌভিক), অ্যান্টন (ইউসেফ)

পিছিয়েও অ্যাডভান্টেজ বায়ার্ন

আজকালের প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের ম্যাচ। ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে খেলা শেষ করেছিল প্যারিস সাঁ জাঁ। আজ, বুধবার রাতে ফিরতি পর্বে আবার মুখোমুখি হচ্ছে দু'দল। মাত্র এক গোলে পিছিয়ে থেকে এবার নিজেদের মাঠে নামবে তারা। আর সেটাই বায়ার্নকে সামান্য হলেও অ্যাডভান্টেজে রাখছে। যদিও পিএসজি জয়ের ধারা বজায় রেখে ফাইনালের টিকিট হাতে তুলতে মরিয়া। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি খেলতে ওসমান ডেম্বেলে, খবিচা কভারাতস্কেলিয়ারা আগেই মিউনিখে পৌঁছে গিয়েছেন। গত মরশুমে এই অ্যালিয়াঞ্জ এরিনায় পিএসজি প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব জিতেছিল। তাই প্রিয় মাঠে ভাল ফলের ব্যাপারে আশাবাদী দলটির কোচ লুই এনরিকে।

পিএসজি এবং বায়ার্ন, দুই শিবির থেকেই বলা হচ্ছে মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে উঠবে। কিন্তু বাইরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। মুখে এই কথা বলা আর কাজে করে দেখানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকে। সেই ফারাকই কঠিন ম্যাচের আগে আলোচনার কেন্দ্রে। কোন দলের কী পরিকল্পনা, আক্রমণ না রক্ষণ, কোথায় বেশি জোর দেবে, তা গৌণ হয়ে পড়েছে। ঘটনার সূত্রপাত মিউনিখের একটি হোটেলকে ঘিরে। নাম ইনফিনিটি। পিএসজি কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল, দল নিয়ে সেই হোটেলে থাকতে। কিন্তু বায়ার্নের তরফে সেই আবেদন নাকচ করা হয়। কারণ, তারা ম্যাচের আগে সেখানেই থাকে। হোটেল নিয়ে এই টানাপোড়েনের জেরেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে প্যারিস শিবিরে।

সামান্য একটা হোটেল নিয়ে কেন এত মনোমালিন্য? জানা গিয়েছে, গত মরশুমে মিউনিখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল জেতার আগে পিএসজি এই হোটেলেই ঘাঁটি গেড়েছিল। তাই কুসংস্কারবশত বুধবারের ম্যাচের আগেও পিএসজি এখানে থাকার অনুরোধ করেছিল। বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের শহর। আমরাই ইনফিনিটিতে থাকি। তাই হোটেল ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।' মোট কথা, মাঠের বাইরের খেলায় দু'পক্ষই মানসিকভাবে লড়াই শুরু করেছে। যেখানে চেনা পরিবেশের সুবিধা নিয়েছে বায়ার্ন। মাঠের ভিতরের খেলায় কোনপক্ষ জিততে পারে, সেটাই দেখার।

আজ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে
সেমিফাইনাল লেগ ২
বায়ার্ন বনাম পিএসজি
(রাত ১২-৩০)
সোনি স্পোর্টস

অনুশীলনে বায়ার্নের হ্যারি কেন, পিএসজি-র ওসমান ডেম্বেলে। মঙ্গলবার। ছবি: এএফপি

আদ্রিয়ানের নতুন নজির

ভোপালে কুমার সুরেন্দ্র সিং শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন আদ্রিয়ান কর্মকার (মাঝে)। জুনিয়র ৫০ মিটার থ্রি পজিশনে। তাঁর স্কোর ৩৬০.২, যা বিশ্বরেকর্ডকেও (৩৫৫.৬) ছাপিয়ে গিয়েছে। আদ্রিয়ানেরই ৩৫৩ স্কোরকে টপকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ওই রেকর্ড করেছিলেন কাজাখস্তানের ওলেগ নসকভ।

SUGUNA Chicken
Younger Tender Better
কলকাতা ও হাওড়ার গতকালের খামার মূল্য 153

S24 PAGS	152
N24 PAGS	152
RANAGHAT	152
ARAMBAGH	151
BURDWAN	151
BOLPUR	150
MIDNAPUR	150
BANKURA	150
SILIGURI	145
MALDA / BALURGHAT	147
FALAKATA	145
ALIPURDUAR	145

CONTACT-80160 91101